চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 213 Monday, 3 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২১৩ সংখ্যা ✻ ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০, সোমবার, ৩ জুলাই , ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

এই প্রথম, এম আর বাঙুরে এক ছাদের তলায় রাজ্যের তাবড় তাবড় শল্য চিকিৎসকরা আসছেন!

...বিস্তারিত পাতা ৩

খড়্গপুর আইআইটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে ভস্মীভূত এলবিএস হলের কমন রুমের প্রচুর জিনিসপত্র।

...বিস্তারিত পাতা ৫

হোমোপ্যাথিতে মাইগ্রেনের যন্ত্রনা থেকে মুক্তিলাভ কি ভাবে জানতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন।

...বিস্তারিত পাতা ৬

শনিবার রাতে ব্যাঙ্গালুরুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে লেবাননকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল সুনীল ছেত্রীর ভারত।

...বিস্তারিত পাতা ৬

জাতীয় স্তরে মমতা-রাহুল বিজেপিকে হারাতে চাইছেন, রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির না-পসন্দ

মালদার সভা থেকে একযোগে কংগ্রেস ও বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা,বহরমপুর, ২ জুলাই ঃ মালদার সভা থেকে কংগ্রেস-বিজেপিকে তুলোধনা করলেন

তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে জেলার সুজাপুর থেকে সরাসরি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে আক্রমণ করলেন অভিষেক। বিজেপির সঙ্গে তলায় তলায় হাত মিলিয়ে চলছে অধীর চৌধুরী বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকী মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীকেও নিশানা করে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। আজ, দুপুরে সুজাপুরের মাটি থেকে কংগ্রেস-বিজেপিকে এক আসনে দাঁড় করিয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি বলেন, 'অধীর চৌধুরী এখন অমিত শাহের পুলিশ নিয়ে চলেন। দিদির পুলিশের উপর ভরসা নেই। দাদার পুলিশের উপর ভরসা আছে। উনি তো তথাকথিত রবিনহুড নেতা। অধীর চৌধুরীকে একটা সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির বিরোধিতা করতে দেখেছেন? মোদী-শাহকে আক্রমণ করেছেন। রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে কিছু বলতে শুনেছেন?' অধীর চৌধুরী এইসব ইস্যুতে রাস্তায় মুখ খোলেননি। এমনকী সংসদেও বিদ্রোহ করতে দেখা যায়নি। এই কথাই আজ সুজাপুরের মানুষের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। এদিকে পাটনায় বিরোধীদের একটা বৈঠক হয়ে গিয়েছে। আর একটা বৈঠক জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে হবে। এই আবহে অভিষেক আজ বলেন, 'রাহুল গান্ধী পাটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে বলছেন একসঙ্গে লড়াই করবেন। আর বাংলার দুই কংগ্রেস সাংসদ বরাবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। দু'জন কংগ্রেসের সাংসদ রয়েছে। একদিনের জন্য অধীর চৌধুরী, আবু হাসেম খান চৌধুরীরা বিজেপির বিরুদ্ধে বৈঠক করেননি। আর এখানে রোজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগাল করছেন। এদিন সিপিএমকে আক্রমণ করেন তিনি । বলেন মহম্মদ সেলিম, বিমান বসুরা কখনও বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন? বিজেপিকে দেখেছেন কখনও অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে কথা বলতে। আসলে বিজেপির সবথেকে বড় এজেন্ট অধীর চৌধুরী।'

শুভেন্দুর 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' নিয়ে টুইটে তোপ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপির নির্বাচনী সভায় অসুস্থ হয়ে এক কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় এখনও তপ্ত হয়ে রয়েছে গাইঘাটা। বিরোধী দলনেতার সভায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে হারাধন বিশ্বাস নামে বছর আটষট্টির এক বৃদ্ধের। আর এনিয়ে বিরোধী দলনেতার 'দায়িত্বজ্ঞান হীনতা' এবং 'অপরাধমূলক মানসিকতা' নিয়ে টুইটে তোপ দাগলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এর সঙ্গে তিনি তুলনায় করেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে আসানসোলে কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ৮ জনের মৃত্যুর ঘটনার। সেখানে কম্বল বিতরণ করছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। স্বভাবতই তৃণমূলের তিরে বিদ্ধ হন তিনিও। টুইটে কুণাল ঘোষের অভিযোগ, এই ঘটনা একেবারেই শুভেন্দু অধিকারীর উদাসীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। তিনি আগেই জানতেন যে প্রবল গরম আর তৃষ্ণায় ওই বৃদ্ধ

মানুষটি অসুস্থ বোধ করছেন এবং সভার ভিড় থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেননি। এরপর অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার গাইঘাটার ওই সভায় এমন দুর্ঘটনার পর বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা বিরোধী দলনেতাকে হাসপাতালে যাওয়ার দাবি তোলেন। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী তাতে কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। তিনি হাসপাতালে কিংবা মৃত কর্মীর বাড়িতে না গিয়ে সোজা সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে। কেন বিরোধী দলনেতা একবার আসতে পারলেন না হাসপাতালে? এই প্রশ্ন করতে থাকেন তাঁরা। মৃতের পরিবারও শুভেন্দু অধিকারীর এই ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কীভাবে মৃত্যু হল হারাধন বিশ্বাসের, তা নিয়ে যথাযথ তদন্ত দাবি করেছেন তাঁরা। যদিও মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফাটল ধরল শরদ পাওয়ারের এনসিপিতে

মুম্বাই, ২ জুলাই ঃ অবশেষে আশঙ্কাই সত্যি হল। ফাটল ধরল শরদ পাওয়ারের এনসিপিতে। মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিব সেনা সরকারে যোগ দিলেন বর্ষীয়ান নেতার ভাইপো অজিত পাওয়ার। রবিবার দুপুরেই রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। জানা যাচ্ছে, অজিতের সঙ্গে রয়েছেন এনসিপির ৫৩ জন বিধায়কের মধ্যে ৩০ জন। আগেই অজিত জানিয়েছিলেন, বিরোধী দলনেতার পদ নয়, তিনি চান সংগঠনের ক্ষমতা। কিন্তু তাঁর সেই দাবিকে আমল দেননি শরদ। ফলে এনসিপিতে অজিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেই গিয়েছিল। রবিবার সকালে অজিত পাওয়ার বৈঠক করেন বেশ কয়েকজন দলীয় নেতার সঙ্গে। শরদ পাওয়ার এই বৈঠক সম্পর্কে কিছু জানতেন না। অজিতের বাসভবন 'দেবগিরি'তে উপস্থিত নেতা-বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম দলের এক বর্ষীয়ান নেতা ছগন ভুজবল। সবচেয়ে আশ্চর্যের, বর্তমানে দলের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলেও সেই বৈঠকে ছিলেন। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি জয়ন্তী পাটিল অনুস্থিত ছিলেন। শেষপর্যন্ত অজিতের 'বিদ্রোহে'র পরই এনসিপির ফাটল স্পষ্ট হল। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম দলীয় অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন হতাশ শরদ পাওয়ার।

'পাশে আছি', মহারাষ্ট্রের 'স্ট্রং ম্যান'কে ফোনে বললেন মমতা

নয়াদিল্লি,২ জুলাই ঃ আহত মহারাষ্ট্রের 'স্ট্রং ম্যান'। শরদ পাওয়ারকে পিছন থেকে ছুড়ি মেরে আক্রান্ত করলেন আর কেউ নন, তাঁর নিজের ভাইপো অজিত পাওয়ার। রাতারাতি বিরোধী শিবিরে যোগ দিলেন। সেই সঙ্গে বসে পড়লেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই আহত 'স্ট্রং ম্যানে'র পাশে যথারীতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভেঙে না পড়ার বার্তা দিলেন। পাশে আছেন বলে জানিয়ে দিলেন। ভাইপোর শিবির বদলে তিনি যে দমে যাচ্ছেন না, স্পষ্ট করে দিলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার মহারাষ্ট্রে বিজেপি-শিবসেনা জোটে অজিত যোগ দেওয়ার পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা তাঁর কাছে একেবারেই নতুন নয়। আশির দশকেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের ভালবাসায় সেই সংকট কাটিয়ে ওঠেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন, বিপদের সময় পাশে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। তাঁরা দু'জনেই ফোন করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বলে জানিয়েছেন স্ট্রং ম্যান। এদিকে এই ঘটনার পিছনে গেরুয়া শিবিরের গোপন 'গেমপ্ল্যান' আছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। জেশজুড়ে বিরোধী জোট দানা বাঁধতেই আতঙ্কে গেরুয়া শিবির। বিরোধী জোট ভাঙতে মরিয়া বিজেপি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে আরও সক্রিয় করার পরিকল্পনা করেছে। অজিত পাওয়ারের দলবদল তারই অংশ বলেই মনে করছেন তাঁরা।

কমিশন দফতরে নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দফতরে প্রশাসনিক বৈঠক। রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য পুলিশের ডিজি সহ রাজ্যের এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জাভেদ শামীম বৈঠক করলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। পঞ্চায়েত ভোটে, সেনাবাহিনী নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, কোথায় কিভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে সেই নিয়েও পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড ও বিহার কিংবা অন্য রাজ্য থেকে যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছেন সেই নিয়েও বৈঠকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাদেরকে কোথায় কিভাবে মোতায়েন করা হবে সেই নিয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য পুলিশকে বুথে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তা নিয়েও আজকে বৈঠক হয়েছে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনী একসঙ্গে কিভাবে কাজ করবেন তাও এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অসুস্থ মমতার দুবরাজপুরে ভারচুয়াল জনসভার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা , সিউড়ি, ২ জুলাই ঃ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পর বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তিনি তা মানলেও প্রচারের স্বার্থে তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তার কারণ আর মাত্র পাঁচদিন পর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই প্রচারের সময়ও খুব কম। এই পরিস্থিতিতে এবার ভারচুয়াল জনসভার সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ অর্থাৎ সোমবার দুবরাজপুরের সভায় ভারচুয়ালি যোগ দেওয়ার কথা তাঁর।

গত বছরের আগস্টে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ দক্ষ সংগঠকের গ্রেপ্তারি ঘাসফুল শিবিরের কাছে যথেষ্ট বড় ধাক্কা বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। গরু পাচার মামলায় অনুব্রতর গ্রেপ্তারির পর বীরভূম জেলা সভাপতির পদ হারাননি তিনি। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে কোর কমিটি গঠন করেন মমতা। বীরভূমে সংগঠনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে বীরভূমে এটিই প্রথম ভোট। রাজনৈতিক মহলের মতে, অনুব্রতহীন বীরভূমে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঘাসফুল ফোটানোই তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্যোগে তাঁর হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণে চোট পান মখ্যন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী। তাঁকে চিকিৎসকরা বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সম্ভবত সে কারণেই কথা থাকলেও ভোটের আগে অনুব্রতহীন বীরভূমে সশরীরে যাচ্ছেন না মমতা। তার পরিবর্তে সোমবার দুবরাজপুরের সভায় ভারচুয়ালি যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। তবে দলায় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, সেই সময় দুবরাজপুরে উপস্থিত থাকবেন ফিরহাদ হাকিম সহ অন্যান্য নেতারা। বীরভূমের সাধারণ মানুষকে এটাই তিনি বোঝাতে চান অনুব্রত না থাকলে কি হবে তিনি তো রয়েছেন। মানুষের মনে সাহস জোগাতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানতে পারা যায়।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মমতার সুরেই তাঁকে বিঁধলেন শুভেন্দু, পাল্টা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ সবজির দামে হাতে ছ্যাঁকা লাগছে মধ্যবিত্তর। ১০ দিন আগেও যে সবজি ৩০ টাকা কেজি বিকিয়েছে সপ্তাহ শেষে সেই সবজির দাম ১০০ ছুঁইছুঁই। নাভিশ্বাস উঠেছে রাজ্যবাসীর। সবজির এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়েই রাজ্যের প্রতি খড়গহস্ত হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই তাঁকে পালটা বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা। কিছুদিন আগে কলকাতায় কেন্দ্র বিরোধী ধরনার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর কেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'ওহে নন্দলাল, ১২০০ টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল।' মুখ্যমন্ত্রীর সেই স্লোগান বেশ জনপ্রিয় হয়। এবার বিরোধী দলনেতা মমতার সেই স্লোগান ধার করেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন। বিরোধী দলনেতা টুইটে বললেন, আরে ও নন্দলাল, গরীব মানুষের

পাতে কি জুটবে শুধু নুনের সাথে মোদিজির দেওয়া বিনা পয়সার চাল?' শুভেন্দুর অভিযোগ,এক মাস পূর্বের বাজার দরের সঙ্গে বর্তমান বাজার দরের তফাৎ করলে বোঝা যাবে যে, হাটবাজারে আগুন লেগেছে। চড়া দামের ছ্যাঁকায় হাত পুড়ছে বাঙালির। আনাজের দাম নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ও নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এমনকী এ কথা বললে মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না যে সবজির দাম এই মুহূর্তে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। বিরোধী দলনেতা বলছেন, প্রশাসনের তরফে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলেই আনাজের দাম মাত্রা ছড়িয়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ করে বাজার হাটে শাকসবজির দাম বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু আদতে এর প্রতিফলন কখনওই দেখা যায় না। ঘটনা হল, সবজির দাম যে বাড়ছে সেটা রাজ্য সরকারও অনুধাবন করতে পেরেছে। সেই মতো পদক্ষেপও করা হয়েছে। সুফল বাংলার স্টলগুলিতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রায় সব ধরনের সবজি পাওয়া গিয়েছে। বিরোধী দলনেতাকে সেকথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। যদিও শুভেন্দুর প্রশ্ন, সুফল বাংলায় দাম কমানোর সুফল ৫ শতাংশ মানুষও পায় কি।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের কৌশল কী? শেখালেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি,২ জুলাই ঃ লোকসভা ভোটের জন্য কীভাবে কাজ করতে হবে, দলের সমস্ত মোর্চার সভাপতিদের পাঠ দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। সঙ্গে আগামী ৬, ৭ এবং ৮ জুলাই দেশের তিন প্রান্তে লোকসভার প্রস্তুতি নিয়ে বিজেপির যে বৈঠক রয়েছে, তার রোডম্যাপও তৈরি করে দিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকরাও। শনিবার দলের সদর দপ্তরে এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের ন'বছর পূর্তি উপলক্ষে বিজেপি ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে যে জনসংযোগ অভিযান চালিয়েছে, তার রিপোর্ট নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। বিজেপির অন্দরে এখন লাগাতার বৈঠক চলছে। গত ২৮ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নাড্ডা, সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষের সঙ্গে বৈঠক করেন। সরকার ও বিজেপি সংগঠনে পরিবর্তনের জল্পনা তার পরই জোরদার হয়েছে। সোমবার

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দিল্লির প্রগতি ময়দানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদলের কথা ঘোষণা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও ভূপেন্দ্র যাদব বড় দায়িত্ব পেতে পারেন বলে জল্পনা। একই সঙ্গে কর্নাটক, গুজরাটসহ তিনটি রাজ্যে নতুন রাজ্য সভাপতিও ঘোষণা করা হতে পারে। শোনা গিয়েছে, সংঘ পরিবারের থেকে কয়েকজনকে দলীয় সংগঠন এবং মন্ত্রিসভায় নিতে আসা হতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কয়েকজনকে সংগঠনের কাজে ফেরানোরও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির।

আহত তৃণমূল কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ জুলাই ঃ শনিবার রাতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় কোচবিহারের শীতলদহে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া খবরে জানা যায় ঘটনায় দু'পক্ষের ৭ জন আহত হন। আহতের তালিকায় ছিলেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মাফুজার রহমান। তিনি সহ আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী ভর্তি রয়েছেন কোচবিহারের শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই রবিবার তাঁদের দেখতে আসেন রাজ্যপাল। এদিন আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন রাজ্যপাল। কথা বলেন হাসপাতালের কর্মী, চিকিৎসকদের সঙ্গেও। এদিন সিতাইতে যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপালের। সেখানে বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে যাওয়ার আগের মুহূর্তে চলে আসেন এই বেসরকারি হাসপাতালে। প্রসঙ্গত, শনিবার উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে আহত হওয়া বিজেপি কর্মীদের দেখতে গিয়েছেন রাজ্যপাল। ছুটে গিয়েছিলেন কোচবিহারের চকচকির একটি হাসপাতালে। কথা বলেন সিসিএউতে ভর্তি থাকা এক আক্রান্তের সঙ্গে। দিনহাটার নিহত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত রায় বসুনিয়া ও সাহেবগঞ্জের টিয়াদহের নিহত বিজেপি কর্মী শম্ভু দাসের বাড়িতেও গিয়েছিলেন তিনি। নিহতদের স্বজনহারা পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন। রাজ্যপালকে সামনে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় পরিবারের সদস্যদের। জানা গেছে, শনিবার রাতে সদলবদলে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে যায় তৃণমূল নেতা মাফুজার রহমান। সেই সময় তাঁদের হাতে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলেও খবর। অভিযোগ বাড়িতে ঢুকতেই কংগ্রেস প্রার্থী লতিফা খাতুন বিবি এবং তাঁর স্বামী রফিকুল হক তাঁদের উপর পাল্টা চড়াও হন।

গোঁজ প্রার্থীকে সাসপেনশন তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট রাজ্যে। এদিকে ভোটের মুখেও গোঁজ প্রার্থীদের সাসপেন্ড করার প্রক্রিয়া থামছে না শাসকদলে। নজিরবিহীন এই ধারাবাহিক পদক্ষেপের জেরে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশোর বেশি গোঁজ প্রার্থীকে দলের সাসপেনশনের মুখে পড়তে হয়েছে। রবিবার দলের তরফে ফের জানানো হয়েছে রাজ্যজুড়ে প্রায় ১৫০ জন নির্দলকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। যার মধ্যে ৪০ জনের বেশি নির্দল প্রার্থী রয়েছেন শুধু ঝাড়গ্রামেই।

গুরুপূর্ণিমার দিনই দেখা যাবে অতিকায় ব্লাক মুন

চাঁদকে তুলনামূলক ভাবে বেশি বড় ও উজ্জ্বল দেখাবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ আজ সোমবার রাতের আকাশে দেখা যাবে বছরের প্রথম সুপারমুন। গুরুপূর্ণিমার দিন ওই চাঁদ দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন সকল আকাশপ্রেমীরা। চাঁদ যে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসবে তাই নয়, বছরের এই সময়ে চাঁদ আকাশের সবচেয়ে নিচের দিকে থাকে। জুলাই মাসের এই পূর্ণচন্দ্রকে ডাকা হয় 'বাক মুন' নামে। কেন এমন নাম? আসলে এই সময় পুরুষ হরিণের শিং বৃদ্ধি পায়। তারই ইংরেজি নাম 'বাকে'র কারণেই তাই এই নামে ডাকা হয় জুলাই মাসের পূর্ণিমার চাঁদকে। এছাড়াও 'থান্ডার মুন', 'হে মুন', 'স্যালমন মুন' ও 'রাসবেরি মুন' নামেও ডাকা হয় থেকে অনেক বেশি কাছাকাছি আসবে পৃথিবীর। তাই একে ডাকা

এমাসের পূর্ণিমার চাঁদকে। এবারের পূর্ণিমায় চাঁদ অন্যান্য পূর্ণিমার হচ্ছে সুপারমুন বলে। এটাই বছরের প্রথম সুপারমুন বলে আকাশপ্রেমীদের উৎসাহ তুঙ্গে উঠেছে। এদিন চাঁদকে তুলনামূলক ভাবে বেশি বড় ও উজ্জ্বল দেখাবে। চাঁদ থাকবে পৃথিবী থেকে মাত্র ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৩৪ কিমি দূরত্বে। কেবল সোমবারই নয়, রবিবার ও মঙ্গলবারও চাঁদকে খুবই উজ্জ্বল ও বড় দেখাবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই চাঁদ সুপারমুন হলেও এবছর যে চারটি সুপারমুন দেখা যাবে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট। এরপর ১ আগস্ট, ৩০ আগস্ট ও ২৯ সেপ্টেম্বর যে সুপারমুনগুলি দেখা যাবে সেখানে চাঁদকে আরও বড় দেখাবে। দেখতে আরও উজ্জ্বল লাগবে।

ইউসিসি নিয়ে আপাতত মুখে কুলুপ কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে এখনই কোনওরকম উচ্চবাচ্য নয়। মুখে কুলুপ আঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। আর তাতেই রাজনৈতিক মহলে নয়া জল্পনার সূত্রপাত।অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জল্পনা উসকে দেওয়ার পর বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্র সবার সঙ্গে আলোচনা করা এক দেশ এক আইন লাগু করার চেষ্টা করলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে আম আদমি পার্টি, শিব সেনার মতো দল। আবার অকালি দল, এনপিপির মতো বিজেপির জোটসঙ্গী এর বিরোধিতা করেছেন। বিরোধীদের মধ্যে তৃণমূল, আরজেডি, জেডিইউ, সমাজবাদী পার্টি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির স্পষ্ট বিরোধিতা করেছে। কংগ্রেস নেতারাও এতদিন বিক্ষিপ্তভাবে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতাই করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তর থেকে কংগ্রেসের কোনও শীর্ষ নেতা ইউসিসি নিয়ে মুখ খোলেননি।বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব আপাতত এ নিয়ে কোনও বিতর্কে যেতেই চাইছে না। কংগ্রেস মনে করছে, ৪ রাজ্যের ভোটের আগে যত এ নিয়ে আলোচনা হবে, যত জলঘোলা হবে, ততই বিজেপির লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আপাতত এ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটায় শ্রেয়। মল্লিকার্জুন খাড়গেরা মনে করছেন, যতদিন না দেওয়ানি বিধির খসড়া হাতে আসছে ততদিন নীরব থাকাই শ্রেয়। খসড়া হাতে পেলে তারপর ভেবে চিন্তে অবস্থান নেওয়া যাবে।আপাতত ৩ জুলাই আইন কমিশনের সদস্যদের তলব করেছে সংসদীয় কমিটি। সেই কমিটিতে কংগ্রেসের যে সদস্যরা আছেন, তাঁদের এখনও সরকার কোনও খসড়ার কথা বলেনি। এমনকী ২২তম আইন কমিশনের কোনও রিপোর্টও তাঁদের হাতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের শুধু ২১তম আইন কমিশনের রিপোর্ট দেখানো হয়েছে। যাতে আবার বলা আছে, এখনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কাম্য নয়। সুতরাং, এ নিয়ে সরকার কতটা এগিয়েছে, সেটা নিয়েও সন্দিহান কংগ্রেস। ফলে আপাতত নীরব থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করছে হাত শিবির। কিন্তু তাতে আবার বিরোধী শিবিরে সংশয় তৈরি হতে পারে, কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারও হতে পারে, মত রাজনৈতিক মহলের।

অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃঅমরনাথ তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া অমরনাথ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, সমস্ত ভক্তদের সুবিধার্থে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হযেছে।তিনি বলেন, ভক্তদের আনন্দমুখর যাত্রা সরকারের অগ্রাধিকার। শাহ বলেন, অমরনাথ যাত্রা সনাতন সংস্কৃতির অটুট ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের প্রতীক, এই পবিত্র যাত্রা শুরু করা হচ্ছে।

বর্ষার বৃষ্টিতে জলমগ্ন পাটনার নানা প্রান্ত

পাটনা, ২ জুলাইঃ সপ্তাহখানেক আগেও গরমের দাপটে রীতিমতো নাজেহাল হয়ে পড়েছিল বিহার। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের মুখেও শোনা গিয়েছিল গরমের কথা। আর বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিতে ভিজল বিহারের রাজধানী পাটনা-সহ রাজ্যের নানা প্রান্ত।অনর্গল বৃষ্টির জেরে শুক্রবার পাটনার কদমকুয়ান এলাকা-সহ নানা প্রান্তে জল জমে যায়। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিঃদারা। অন্যদিকে, বিহারের সমস্তিপুরেও বৃষ্টির জেরে নানা স্থানে জল জমে যায়। সমস্তিপুরের সদর হাসপাতালের বাইরে ও সংলগ্ন এলাকা এদিন ছিল জলের তলায়। ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েনে রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

কোরবাঃসড়ক দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মৃত্যু

কোরবা, ২ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের দারি কোরবা মার্গে ভবানী মন্দিরের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গাড়িতে থাকা তিন যুবক নবনির্মিত ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় বসে থাকা গবাদিপশুকে পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণের হারিয়ে পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় তিন যুবকেরই মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তড়িঘড়ি করে গাড়িতে আটকে থাকা লোকজনকে বের করে। চিকিৎসার জন্য তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

কেনিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫১ জন

নাইরোবি, ২ জুলাই ঃকেনিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় অন্তত ৩৬ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।একটি দ্রুতগামী লরি কেরিচোর দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মিনিবাসে ধাক্কা দিয়ে তার ওপর উঠে যায় । সেইসময় বেশ কয়েকটি গাড়িকে লরিটি ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পরে বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মিনিবাস এবং ট্রাকগুলির পাশাপাশি গাড়ি ও মোটরসাইকেলের টুকরো টুকরো হতে দেখা যাচ্ছে। আঞ্চলিক পুলিশ কমান্ডার টম ওডেরা এর আগে মৃতের সংখ্যা ৪৮ বলে জানিয়েছিলেন। পরে যানবাহনের নিচে আরো তিনজনের দেহ পাওয়ায় দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১। এর বাইরে অন্তত ৩৬ জন আহত হয়েছেন, যাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতালে আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।কেনিয়া রেড ক্রস জানিয়েছে, লরিটি ছয়টিরও বেশি যানবাহনকে ধাক্কা দেয়। পাশাপাশি বহু পথচারীও পিষ্ট হযেছেন। নিহতদের মধ্যে অনেক যুবক ও ব্যবসায়ীও রয়েছেন। দুর্ঘটনায় কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো শোক প্রকাশ করেছেন।

অমৃতকালে দেশের গ্রাম ও কৃষকদের সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের ভূমিকা বিশাল হতে চলেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ অমৃতকালের এই সময়ে দেশের গ্রাম ও দেশের কৃষকদের সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের ভূমিকা বিশাল হতে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, সরকার এবং সমবায় একসঙ্গে একটি উন্নত ভারত, একটি স্বনির্ভর ভারতের সংকল্পকে দ্বিগুণ শক্তি প্রদান করবে। গত শনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ১৭-তম ভারতীয় সমবায় মহা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বে ভারতের পরিচয় ডিজিটাল লেনদেনের জন্য হয়, এক্ষেত্রে সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্কের অগ্রণী ভূমিকা থাকতে হবে।কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রের বিভিন্ন খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে, কৃষকরা প্রায়ই বলতেন তারা সরকারের কাছ থেকে খুব কম সাহায্য পায় এবং যা কিছু পাওয়া যায় তা মধ্যস্বত্বভোগীদের অ্যাকাউন্টে যায়। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রযে গিয়েছে। অর্থাৎ, তখন সমগ্র দেশের কৃষি ব্যবস্থায় যত খরচ হয়েছে, তার অন্তত ৩ গুণ আমরা কিষাণ সম্মান নিধিতে ব্যয় করেছি। গত ৪ বছরে এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। এই পরিমাণ কত বড় তা আপনারা অনুমান করতে পারেন যে ২০১৪ সালের আগে পাঁচ বছরের জন্য মোট কৃষি বাজেট ৯০ হাজার কোটি টাকার কম ছিল।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন একটি ইউরিয়া ব্যাগের জন্য প্রায় ২৭০ টাকা দিচ্ছেন কৃষকরা। বাংলাদেশে একই ব্যাগের দাম ৭২০ টাকা, পাকিস্তানে ৮০০ টাকা, চীনে ২১০০ টাকা...গত ৯ বছরে, বিজেপি সরকার সার ভর্তুকিতে ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে। এটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

মণিপুরের বিষ্ণুপুরে কুকি জঙ্গিদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে হত তিন মেইতেই নাগরিক

ইমফল, ২ জুলাইঃ হিংসা থামার কোনও লক্ষণ নেই। নতুন করে কুকি জঙ্গিদের গুলি হামলায় নিহত হয়েছেন তিন মেইতেই সম্প্রদায়ের নাগরিক। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ঘটনা গত মধ্যরাত প্রায় ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার কুমরি বিধানসভা এলাকার খুজুমাতাবি গ্রামে সংগঠিত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অন্য এক সূত্রের খবর, সুবিচারের দাবিতে তিনটি মৃতদেহ রাজধানী ইমফলে আনার পরিকল্পনা করছেন গ্রামবাসীরা।সূত্রের খবর, মেইতেই গ্রামের বিক্ষুব্ধ মানুষ পাল্টা গুলি চালিয়েছেন। পার্শ্ববর্তী ডুম্পি কুকি গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন মেইতেইরা। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। কারণ, কুকি অধ্যুষিত গ্রামের মানুষ আগে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান গোষ্ঠী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নিহতরা গ্রামে পাহারা দিচ্ছিলেন। কিন্তু মধ্যরাত প্রায় ১২১০ মিনিট নাগাদ আচমকা কুকি দুর্বৃত্তরা মেইতেই গ্রামে হামলা করে নির্বাচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে।গত ৩ মে থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে এ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা গ্রামের নিরাপত্তায় ব্যবহৃত দুটি বন্দুক ও ছিনিয়ে নিয়েছে।

অভিন্ন আইন কার্যকর হলে দেশ শক্তিশালী হবেঃমায়াবতী

লখনউ, ২ জুলাই ঃবহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বলেছেন, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে ভারতে বাস করে। যাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপায় ও আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। অন্যদিকে এটাও ভাবার বিষয় যে, এখানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারী মানুষের জন্য একই আইন প্রযোজ্য হলে দেশ দুর্বল হবে না, শক্তিশালী হবে।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বলেন, এটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করবে। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ ইউসিসি করার প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিধান বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানে নেই। এ জন্য সচেতনতা ও ঐক্যমত্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন না করে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার রাজনীতি করা দেশের স্বার্থে ঠিক নয়। তিনি বলেন, সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের চেষ্টার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তা আরোপ করার কথা বলা হয়নি। এই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার সময় বিজেপির মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের দল ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিপক্ষে নই। কিন্তু বিজেপির এটি কার্যকর করার পদ্ধতির সাথে একমত নয়।

হাজারীবাগে বাস উল্টে নিহত এক, আশঙ্কাজনক ৩

হাজারীবাগ, ২ জুলাই ঃ বিহারের জেহানাবাদ থেকে রাজারপ্পা মন্দিরের পথে যাওয়ার সময় চৌপারান জেলার জিটি রোডে পিপরার কাছে উল্টে যায় একটি বাস। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১২ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হযেছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাসে ৩০ জন যাত্রী ছিল।জানা গেছে, জেহানাবাদ জেলার ঘোসি থানা এলাকার ধামকপুর গ্রামের বাসিন্দারা একটি বাসে করে রাজারপ্পা মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলেন। চৌপরানের জিটি রোডে পিপরার কাছে বাসটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় সিকান্দার কুমার (২০) মারা যান এবং ১২ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জু দেবী (৪০), জিতু কুমার (১০), যশোমতি দেবী (৬০), শুভম কুমার (১০), বর্ষা কুমারী (১০), গঙ্গো দেবী (৪৫।

সারা বিশ্বের ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ

নয়াদিল্লি,২জুলাইঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো, ২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন। তিনি নর্থ এবং সাউথ ব্লকের নির্মীয়মান জাতীয় সংগ্রহালয়ের ভার্চ্যুয়াল ওয়াক-থ্রু-রও উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে টেকনো মেলা, কনজারভেশন ল্যাব এবং প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। ৪৭তম আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উদযাপনে ' আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর অঙ্গ হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো-র আয়োজন করা হয়েছে। এ বছরের থিম - ' সাসটেনেবিলিটি অ্যান্ড ওয়েলবিইং'।সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সংগ্রহালয় দিবস উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছরে অমৃত মহোসব পালন করছে, তখন ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো-তে প্রযুক্তির ব্যবহারে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, যখন আমরা মিউজিয়ামে প্রবেশ করি তখন অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি হয় এবং মিউজিয়াম আমাদের সামনে তথ্য ও সাক্ষ্য-নির্ভর বাস্তবকে তুলে ধরে, অতীত থেকে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগায়। তিনি বলেন যে এবারের থিম - ' অ্যান্ড ওয়েলবিইং' আজকের বিশ্বের অগ্রাধিকারকে তুলে ধরছে এবং এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে। শ্রী মোদী আশা প্রকাশ করে বলেন যে আজকের প্রয়াসে তরুণ প্রজন্ম আরও ভালোভাবে ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।প্রধানমন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানস্থলে আসার আগে মিউজিয়াম পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন এবং দর্শকদের মনে বড় ছাপ ফেলতে যে পরিকল্পনা এবং কার্যকরী প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসা করেন। শ্রী মোদী বলেন, তাঁর বিশ্বাস যে আজকের এই অনুষ্ঠান ভারতের মিউজিয়ামগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।দাসত্বকালে দেশের শত শত বছরের অনেক ঐতিহ্যই নষ্ট হয়ে গেছে যখন প্রাচীন পুঁথি এবং গ্রন্থাগার পু।ায়ে দেওয়া হয়েছে - একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা শুধুমাত্র ভারতের ক্ষতি নয়, এতে সমগ্র বিশ্বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি খেদ প্রকাশ করে বলেন, স্বাধীনতার পরে উপযুক্ত প্রয়াসের অভাবে দেশের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়নি এবং পুনরুদ্ধারও করা যায়নি। বিশেষ করে, নাগরিকদের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতার অভাব একটি ব। কারণ হয়ে উঠেছে। ' আজাদি কা অমৃতকাল'-এ দেশ যে পাঁচটি সঙ্কল্প - ' নিয়েছে সে কথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নিজ ঐতিহ্যের জন্য গর্বের ওপর জোর দেন এবং বলেন, দেশে নতুন সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, এই প্রয়াসে যে কেউ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাশাপাশি দেশের হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য খুঁজে পাবেন। তিনি জানান, সরকার প্রতিটি রাজ্যের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় এবং গ্রামীণ সংগ্রহালয়গুলির সংরক্ষণে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সমাজের অবদানকে মনে রাখতে দশটি বিশেষ সংগ্রহালয় তৈরি করা হচ্ছে যা সারা বিশ্বে আদিবাসী বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে একটি অভিনব উদ্যোগ। দেশের ঐতিহ্য রক্ষার উদাহরণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ' পথ'-এর উল্লেখ করে বলেন, যেখানে মহাত্মা গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের সময় পদযাত্রা করেছিলেন এবং যেখানে লবণ আইন ভঙ্গ করেছিলেন, সেখানে স্মারক গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দিল্লির ৫ আলিপুর রোডে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ স্থলকে জাতীয় স্মারক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং মউ, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, লন্ডন, যেখানে তিনি থাকতেন, নাগপুর, যেখানে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল এবং মুম্বাইয়ের চৈত্য ভূমি, যেখানে তাঁর সমাধি আছে - সেগুলিকে ' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি সর্দার প্যাটেলের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর সংগ্রহালয়, গুজরাটে গুরু গোবিন্দজির স্মারক, বারাণসীর মন মহল মিউজিয়াম এবং গোয়ার খ্রিস্টিয় শিল্প সংগ্রহালয়ের উদাহরণ দেন। তিনি দিল্লিতে দেশের সকল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কাজ এবং অবদানকে স্মরণ করে গড়ে তোলা ' সংগ্রহালয়'-এরও উল্লেখ করেন এবং অতিথিদের অন্তত একবার ঐ সংগ্রহালয় ঘুরে দেখার অনুরোধ জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন কোনও দেশ তার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে শুরু করে তখন অন্য দেশের সঙ্গেও নৈকট্য গড়ে ওঠে। তিনি ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মারকের উদাহরণ দেন যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানে যা সারা বিশ্বের ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ করছে। তিনি গত বুদ্ধ পূর্ণিমায় মঙ্গোলিয়াতে চারটি পবিত্র স্মারক পাঠানো এবং শ্রীলঙ্কা থেকে কুশিনগরে পবিত্র স্মারক আনার উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, একইরকমভাবে গোয়ার সেন্ট কেটেভ্যান-এর স্মারক ভারতে সুরক্ষিত। তিনি জানান যে যখন জর্জিয়ায় ঐ স্মারক পাঠানো হয় তখন সেখানে উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্য বিশ্ব ঐক্যের বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন যে আগামী প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণে সংগ্রহালয়গুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর আরও পরামর্শ যে সংগ্রহালয়গুলিতে পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া নানা দুর্যোগের চিহ্ন সংরক্ষণ করা উচিত এবং পৃথিবীর বদলে যাওয়া বৈশিষ্ট্যকে সেখানে তুলে ধরা উচিত।এক্সপো-য় খাদ্য বিষয়ক প্রদর্শনীর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদ এবং শ্রী অন্ন মিলেটের বর্ধিত জনপ্রিয়তার কথা বলেন। তাঁর পরামর্শ, নতুন সংগ্রহালয়গুলি শ্রী অন্ন এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের কথাও তুলে ধরতে পারে।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এগুলি সবই সম্ভব যখন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সংরক্ষণ কোনও একটি দেশের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। কিভাবে তা সম্ভব তাও বিস্তারিত বলেন তিনি। তাঁর পরামর্শ, প্রত্যেকটি পরিবারই তার নিজের পরিবারের জন্য একটি পারিবারিক সংগ্রহালয় গড়ে তুলতে পারে। তিনি বলেন, আজ যা খুবই সাধারণ বিষয় তা ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে খুবই আবেগের জিনিস হয়ে উঠতে পারে। তিনি বিদ্যালয়গুলি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব সংগ্রহালয় গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি শহরগুলিকেও নিজস্ব সংগ্রহালয় তৈরি করতে বলেন।তিনি বলেন সংগ্রহালয় এখন যুব সমাজের কাছে কর্মসংস্থানের উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বলেন, যুব সমাজকে শুধুমাত্র সংগ্রহালয় কর্মী হিসেবে দেখলে চলবে না, ইতিহাস এবং স্থাপত্যের বিষয়গুলির সঙ্গে যুব সমাজ বিশ্ব সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, এইসব যুবক-যুবতী দেশের ঐতিহ্যকে বিদেশের কাছে তুলে ধরতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন এবং অতীত সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী চোরাচালান এবং শিল্পকলা পাচারের উল্লেখ করে বলেন, ভারতের মতো প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলি কয়েকশ' বছর ধরে এই সমস্যার মুখোমুখি। তিনি বলেন, এ দেশ থেকে অনেক শিল্পদ্রব্যই অনৈতিকভাবে স্বাধীনতার আগে ও পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য প্রত্যেককে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পেতেই অনেক দেশই ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরত দিতে শুরু করেছে। বেনারস থেকে চুরি যাওয়া মা অন্নপূর্ণার মূর্তি, গুজরাট থেকে চুরি যাওয়া মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি, চোল সাম্রাজ্যের সময়ে নির্মিত নটরাজ মূর্তি এবং গুরু হরগোবিন্দ সিং-জির নাম লেখা তরবারির উদাহরণ দেন তিনি। শ্রী মোদী জানান, গত ৯ বছরে প্রায় ২৪০টি প্রাচীন শিল্পবস্তু উদ্ধার করে দেশে ফেরানো গেছে যেখানে স্বাধীনতার পরের কয়েক দশকে ২০টিরও কম শিল্পবস্তু ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। তিনি আরও জানান, গত ৯ বছরে ভারত থেকে শিল্পকলা পাচারের ঘটনাও কমে গেছে। শ্রী মোদী সারা বিশ্বের শিল্প রসিকদের, বিশেষ করে যাঁরা সংগ্রহালয়ের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের এই ব্যাপারে সহযোগিতা গড়ে তোলার আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনও দেশের কোনও সংগ্রহালয়ে এমন কোনও শিল্পসামগ্রী থাকা উচিত নয় যা কোনও না কোনও অনৈতিক উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে। আমাদের সব সংগ্রহালয়ের জন্য একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে হবে। সবশেষে তিনি বলেন, আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করব এবং একটি নতুন পরম্পরার সৃষ্টি করব।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি এবং আবু ধাবি লুভ্র-এর অধিকর্তা শ্রী ম্যানুয়েল রাবাতো।

২০ জুলাই থেকে শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন, সমাপ্তি আগস্টের ১১ তারিখ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। চলবে আগস্ট মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত। শনিবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে সংসদের বাদল অধিবেশন, চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত।এবারের বাদল অধিবেশনেই তিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনায় অবদান রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। এবারের বাদল অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এই অধিবেশনে বিভিন্ন বিল পাশ ও উত্থাপন করতে পারে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

মোদীজির নেতৃত্বে সমবায় ক্ষেত্রে অনেক পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃমোদীজির নেতৃত্বে সমবায় ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জানালেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, প্রথমত সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে, নরেন্দ্র মোদী সরকার রাজ্য ও কেন্দ্রের অধিকারকে ক্ষুন্ন না করেই সমবায় আইনে অভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছে। মোদীজির উদ্যোগে, বহু-রাষ্ট্রীয় সমবায় সমিতি আইন সংশোধনের কাজ সংসদীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পন্ন করেছে এবং এই অধিবেশনের মধ্যেই এই আইন আসতে চলেছে। গতশনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলনে তিনি বলেছেন, আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের বয়স প্রায় ১১৫ বছর। স্বাধীনতার পর থেকে সমবায় সেক্টরে শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল সমবায় মন্ত্রককে আলাদা করতে হবে। একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক করার দাবি ৭৫ বছর ধরে ঝুলে ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন, তখন একটি স্বাযত্তশাসিত সমবায় মন্ত্রক তৈরি করা হয়।অমিত শাহ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবং একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী ও সচিব নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত মন্ত্রক গঠনের ফলে সমবায় মন্ত্রক ও সমবায় ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এবং পরিবর্তন হবে। ভবিষ্যতেও তা অবিরত থাকবে। অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, আমরা চিনিকলের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ট্যাক্স ঝামেলা এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের সমস্যা না হয় সেই ব্যবস্থা করেছি।

উদ্ধার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ

বাজারিছড়া (অসম), ২ জুলাই ঃ অসম-ত্রিপুরা আন্ত ঃরাজ্য সীমান্তবর্তী বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়িপুলিশ ওয়াচপোস্টে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ নেশার কফ সিরাপ। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কফ সিরাপবাহী বলেরো পিকআপ ভ্যান। পুলিশ গ্রেফতার করেছে দুই মাদক পাচারকারীকে।আজ শনিবার চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, গত শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ এএস ১১ ডিসি ৭২৭৪ নম্বরের একটি চার চাকার বলেরো পিকআপ ভ্যান শিলচর থেকে ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চেকগেটে আসে।

ধসের জেরে বন্ধ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক, আটকে পুণ্যার্থীরা

দেহরাদুন, ২ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টিতে ধসের জেরে বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ যাওয়ার রাস্তা। শনিবার ধসের জেরে বন্ধ যায় জাতীয় সড়ক।রবিবার সকাল থেকে রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরগুলি সরানো হচ্ছে।শনিবার উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় ছিনকা অঞ্চলে বদ্রীনাথ হাইওয়ে-৭ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। এরফলে বহু পুণ্যার্থী ও পর্যটক আটকে পড়েছেন। অধিকাংশ যাত্রীই বদ্রীনাথ থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ইতিমধ্যেই রাস্তা সাফ করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরগুলি সরানো হচ্ছে।এর আগে, গত বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির জেরে ভূমিধস ও হড়পা বান নামে উত্তরাখণ্ডের একাধিক জায়গায়। বন্ধ হয়ে যায় বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। প্রায় ১০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আগে সোমবারও চণ্ডীগড়-মানালি হাইওয়েও বন্ধ হয়ে যায় ধসের জেরে। ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আটকে পড়েন কয়েক হাজার পর্যটক।

স্বামীজী,নেতাজী ও প্রভুপাদের স্পর্শে দর্শনের পুস্তক এবার ডিজিটাল ফর্মে

নিজস্বসংবাদদাতা,২জুলাইঃবিংশ শতাব্দীর তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক -স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীল প্রভুপাদ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। আর এক অদ্ভুত সমাপতন এই যে তিন দেশনায়ক উত্তর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন।এই কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। কলেজের দিনগুলিতে গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁরা মাঝে মধ্যেই ঘন্টার পর ঘন্টা দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে ডুবে থাকতেন। আর এমনই সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে কলেজের তৎকালীন ইতিহাস থেকে। এবার এই তিন মহাপুরুষের হাতের স্পর্শ পাওয়া দর্শনের সেই সব গ্রন্থের ডিজিটাইজেশানের কাজ শুরু করল স্কটিশ চার্চ কলেজ। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'দর্শন এষণা'এই কাজে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করেছেন কলকাতার ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার।কলেজের গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ডিজিটাইজেশান প্রজেক্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর মধুমঞ্জুরি মন্ডল। তিনি বলেন, কলেজের জন্মলগ্ন অর্থা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সংরক্ষিত প্রায় ১০০০ এর বেশি দুষ্প্রাপ্য দর্শণের বই রয়েছে কলেজের গ্রন্থাগারে। এই সব মহাপুরুষদের হাতের স্পর্শ পাওয়া গ্রন্থ সমূহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হতে বসেছে। তাই অনেক দিন থেকেই এই সমস্ত বই ডিজিটাইজ করার পরিকল্পনা চলছে। সম্প্রতি কলেজের গভর্নিং বডি সিদ্ধান্ত নেয় এই কাজ শুরু করার। এবং সেই কাজ বর্তমানে চলছে। ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার এই উদ্যোগে সা।। দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার তারা খুবই উপকৃত হলেন। এর ফলে মূল্যবান ইতিহাস রক্ষিত হতে পারল। ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন সুমন্ত রুদ্র বলেন, প্রায় এক হাজার বই ডিজিটাইজ করতে ৮ মাস সময় ধরা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দর্শনের বই ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ডিজিটাইজেশনের কাজে তারা কলেজের সহবর্তী থাকবেন। ভবিষ্যতে কলেজের ওয়েবসাইট থেকেই এইসব পুস্তক পাঠ করার সুযোগ পাওয়া যাবে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩জুলাইঃরবিবার, ১৭ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৭ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৭৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃযে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন।শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। বিবাহের যোগ হবে। **মিথুন রাশিঃ**আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার **কর্কট রাশিঃ**আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন **সিংহ রাশিঃ**আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন **কন্যা রাশিঃ**অত্যধিক দুশ্চিন্তা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।এটি এড়িয়ে চলুন, যেহেতু উদ্বেগ,বদমেজাজ এবং দুশ্চিন্তার অল্পস্বল্পও শরীরকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। **তুলা রাশিঃ**সংসারে শান্তি হবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা **ধনু রাশিঃ**অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। বিবাহের যোগ **মকর রাশিঃ**সংসারে শান্তি। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ **কুম্ভ রাশিঃ**ক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে **মীন রাশিঃ**আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। ফলস্বরূপ,

এম আর বাঙুর হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের উদ্যোগে বিনা পয়সায় ৪০ অপারেশন, শহরে এই প্রথম অস্ত্রোপচার মেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ এই প্রথম, এক ছাদের তলায় রাজ্যের তাবড় তাবড় শল্য চিকিৎসকরা! বিষয়টা ভাবতেও অবাক লাগে তাই না। কিন্তু বিষয়টা একেবারে সত্যি। জানা গিয়েছে, এই সমস্ত শল্য চিকিৎসকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে করবেন অপারেশন। একটাদুটো নয়, চল্লিশটা। তাও আবার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ভাবা যায়।
জানা গিয়েছে, এম আর বাঙুর হাসপাতালের সার্জারি বিভাগ আয়োজন করেছে বিনামূল্যে ল্যাপরোস্কোপি গলব্লাডার অপারেশন ক্যাম্পের। যেখানে অস্ত্রোপচার করতে হাজির থাকবেন, ডা. বিশ্বরূপ বোস, ডা.ওম তাঁতিয়া, ডা. দীপ্তেন্দ্র সরকার, ডা. তমোনাশ চৌধুরির মতো খ্যাতনামারা। অর্থাৎ সরকারি তো বটেই বেসরকারি হাসপাতালের দিকপালরাও থাকছেন অভিনব ক্যাম্পে।

এম আর বাঙুর হাসপাতালের অভিনব এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যৌথভাবে রয়েছে, অ্যাসোসিয়েশন অফ মিনিমাল এক্সেস সার্জনস অফ ইন্ডিয়া (ইস্ট জোন চ্যাপ্টার) এবং ওয়েস্টবেঙ্গল চ্যাপ্টার অফ অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্জনস অফ ইন্ডিয়া। সরকারি হাসপাতালে ২ টাকায় অস্ত্রোপচার হলেও, বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করতে বাংলার সেরা সার্জনদের এক জোট হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। এই মুহূর্তে গলব্লাডার স্টোন ঘরে ঘরে। খাদ্যাভ্যাস তো বটেই হঠাৎ ওজন বেশি বাড়লে বা কমলে পিত্তথলির উপর চাপ পড়েও গলব্লাডারে পাথর জমে। অনেক দরিদ্র পরিবারে গল ব্লাডারে পাথর থাকলেও খরচের ভয়ে অস্ত্রোপচার করাতে পারেন না। এম আর বাঙুর হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মাখনলাল সাহা জানিয়েছেন, বাংলার সেরা শল্য চিকিৎসকদের নিয়ে বিনামূল্যে গলব্লাডার অপারেশন ক্যাম্প করা হচ্ছে শহরে প্রথম। আগামী ১১ এবং ১২ জুলাই এই ক্যাম্প বসবে এম আর বাঙুর হাসপাতালে। এই মুহূর্তে গলব্লাডার স্টোন অস্ত্রোপচারে আধুনিক পদ্ধতি ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি। যেখানে একটা ছোট্ট ক্যামেরাকে নাভির পাশে ফুটো করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনটে ছোট ফুটো করে পেটের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় সার্জিক্যাল সরঞ্জাম। কিছুক্ষণের মধ্যে গলব্লাডারকে লিভার থেকে ছিন্ন করে, পিত্তনালী ও রক্তনালীর সংযোগ কেটে দেওয়ার পর নাভির ফুটো দিয়ে এটাকে বের করে আনেন দক্ষ চিকিৎসক। এই পদ্ধতিতেই অপারেশন করবেন চিকিৎসকরা। যাঁরা অস্ত্রোপচার করাতে ইচ্ছুক তাঁদের অবশ্যই এম আর বাঙুর হাসপাতালে এসে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ডা. মাখনলাল সাহার কথায়, আগামী ৪ এবং ৮ জুলাই হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের ওপিডিতে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন গলব্লাডার স্টোনের রোগীরা। এই অস্ত্রোপচার ক্যাম্পে অপারেশন বিনা সয়সায় করা হবে বলে তিনি জানান।

হাওড়ার জগত্বল্লভপুরে আইএসএফের ভোটের প্রচার চলাকালীন ফের হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুলাই ঃ হাওড়ার জগত্বল্লভপুরে আইএসএফের ভোটের প্রচার চলাকালীন ফের হামলার অভিযোগ উঠলো। রবিবার সকালে টোটোয় প্রচার করছিলেন জগত্বল্লভপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী দীননাথ মুখোপাধ্যায়। সে সময় দুস্কৃতীরা ইছানগরী নিমতলায় তার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় দীননাথকে জগত্বল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। জগতবল্লভপুর থানায় আইএসএফের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জগত্বল্লভপুর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে জগত্বল্লভপুর ১ এর ২৩ নং বুথের প্রার্থী শেখ মইদুল ইসলাম জানান, পুলিশের অনুমতি নিয়েই প্রচার হচ্ছিল। শাসক দল আশ্রিত কিছু দুস্কৃতী আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির আইএসএফের প্রার্থী দীননাথ মুখোপাধ্যায়কে মারধর করে। ওনার গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। ওনার শরীরে আঘাত লেগেছে। আমরা পুলিশের অনুমতি নিয়ে জগত্বল্লভপুর ১ এবং ২ এলাকায় প্রচার করছিলাম। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করা প্রতিটি মানুষেরই আছে। যে যাকে খুশি ভোট দিতে পারে। আমরা আইএসএফ করছি ওনাদের তাই অসুবিধা হচ্ছে। জগতবল্লভপুরে বিজেপি ১৩টা সিটে প্রার্থী দিয়েছে। সেখানে কোনও সমস্যা নেই। শুধুমাত্র আইএসএফ প্রার্থী দেখে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের মারার হুমকি দিচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, জগত্বল্লভপুর তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কুন্ডু বলেন, রাজ্যে ভোটের নমিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত জগত্বল্লভপুর শান্ত। এখানে সকলেই অবাধে ননিনেশন দিয়েছে। অবাধে প্রচার করছে। কাউকে কোথাও কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। কোথাও যদি কিছু ঘটে থাকে তা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার। ওদের প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই অশান্তি, মারামারি নিজেদের মধ্যে হচ্ছে। সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই।

অশান্তি পাকানো ও পুলিশের সাথে খারাপ আচরণের অভিযোগে ধৃত ১১

.উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২ জুলাই ঃ ভোটের আর মাএ কটা দিন বাকি। এরই মধ্যে বিভিন্ন ঘটনায় উওপ্ত হয়ে উঠেছে জয়নগর। ভোটের আগে এলাকায় অশান্তি পাকানো ও পুলিশের সাথে উৎশৃংখল আচরণ করার অভিযোগে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া থেকে ধৃত আট জনকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়ায় ইচ্ছাকৃত ভাবে এলাকায় অশান্তি তৈরির অভিযোগ,ওয়ারেন্টের অপরাধী কে গ্রেফতারে বাঁধা প্রদান, জয়নগর থানার পুলিশের সাথে উৎশৃংখল

আচরণ করার অভিযোগে ৮ জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয় শনিবার। ধৃতদের মধ্যে সাতজন মহিলা ও একজন পুরুষ। ধৃত ৮জন হল কাশ্মীরা গায়েন,নাজমা গায়েন, রাবেয়া গায়েন, জাসমিনা খাতুন গায়েন,আমিচা গায়েন, জাহানারা গায়েন,সালমা গায়েন ও আনিসুর হক লস্কর। ধৃত ৮ জনেরই বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া এলাকায়। ধৃত ৮জনকেই রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।এর আগে একই ঘটনায় এই চালতাবেড়িয়া থেকে শুক্রবার রাতে তিন জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিয়াখালা উত্তর বাহিনী মাতার বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসব

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, ২ জুলাই ঃ আজ প্রতিবছরের মতো এবারও মহাসমারোহে শিয়াখালা উত্তর বাহিনী মাতার বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হলো। উৎসব উপলক্ষে দেবীর বিশেষ পূজা চন্ডীপাঠ ও নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়, সাথে সাথে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মত এবারও এক বিরাট মেলা বসে। এই দেবী শিয়াখালা গ্রাম ছাড়া আর কোথাও নেই, এটি ৫১ পীঠের মধ্যে উল্লেখিত না হলেও এটি একটি পীঠস্থান হিসাবে কথিত রয়েছে। প্রায় পাঁচশত বছরের অধিক এই দেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায় এই শিয়াখালা গ্রামের শান্ডিল্য গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তার এক বিদ্যা বিমুখ পুত্র সন্তান ছিল কিছুতেই তার পিতা তাকে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করাতে না পেরে একদিন ওই ব্রাহ্মণ তার গৃহিণীকে আদেশ দিলেন ছেলেকে ভাত দেওয়ার থালায় ভাত পরিবেশন না করে যেন এক থালা ছাই দেওয়া হয়। স্বামীর কথা শুনে তিনি ছেলেকে অন্নের পরিবর্তে এক থালা ছাই পরিবেশন করেন, এই দৃশ্য দেখে ওই ব্রাহ্মণ সন্তান মনের দুঃখে জীবন বিসর্জন দিতে পাশেই প্রবাহিত কৌশিকী নদীতে ঝাপ দেন। জলে ডুব দেওয়ার পরেই তিনি একটি বস্তুর আঘাত পান, এই দৈববাণী শুনে ব্রাহ্মণ সন্তান পাশেই এক চালা ঘরে ওই দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে ওই ব্রাহ্মণ সন্তান এক সর্বজ্ঞ জ্ঞানী পন্ডিতে পরিণত হন। এই দেবীর উৎপত্তি

বস্তুটিকে জল থেকে তুলে তিনি দেখেন একটি দেবী মূর্তি,সঙ্গে সঙ্গে এক দৈববানী শুনতে পান তিনি, কে যেন বলছে আমি দেবী বিশালাক্ষী উত্তর বাহিনী আমাকে তুই এখানে প্রতিষ্ঠিত কর এবং আমার নিয়মিত পূজা অর্চনা কর। সম্পর্কে আরও একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। পরে বর্ধমানের মহারাজার বদান্যতায় এখানে মন্দির নির্মাণ করা হয়। যদিও আদি প্রস্তর মূর্তিটি চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথমে আদি মূর্তির অনুকরণে মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয় পরে বাংলার ১৩৪০ সালের ১৬ই আষাঢ় কাশি ধাম থেকে তৈরি করে আনা বিশালাকার প্রস্তর মূর্তি এই মন্দিরে স্থাপন করা হয়, সেই থেকেই প্রতিবছর এই দিনটিতে মায়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এছাড়াও প্রতিবছর দুর্গা একাদশীতে যাৎ উৎসব পালিত হয়।
উত্তর বাহিনী সেবা সমিতির সম্পাদক অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই সেবা সমিতির পক্ষ থেকে মন্দিরটি সংস্কার করে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি জানান দেবীর প্রতিদিন পূজা এবং ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। আজ এই প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রায় দশ হাজার মানুষের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয়। তিনি জানান সেবা সমিতির পক্ষ থেকে মন্দিরকে সাজানোর কাজ চলছে, এই দেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে কাহিনীগুলি শীঘ্রই মন্দিরের পিছনে চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি জানান এটি একটি ঐতিহাসিক ও জাগ্রত স্থান, তিনি এটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি সহযোগিতার আবেদন জানান।

মেট্রোর ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ৮০.৫ বৃদ্ধি

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ ভারতীয় রেলওয়ে ঐতিহ্যবাহী আয়ের উৎসগুলি ছাড়াও আয় বাড়ানোর জন্য ভাড়া ছাড়া রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করছে। মেট্রো রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের অংশ হিসাবে এই উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা সাধারণত যাত্রীদের উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মেট্রো রেলওয়ে পিক আপ এবং ড্রপ অফ (পুডো) সুবিধা প্রদান, স্টেশনগুলিতে লিটার বিনের ব্র্যান্ডিং, মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হোর্ডিংগুলি প্রদর্শন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্থাপনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের দিকে মনোনিবেশ করছে। বিভিন্ন স্টেশনে কিয়স্ক, হ্যান্ডেল চেইন ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি। দেশের কোনো মেট্রো স্টেশনে প্রথমবারের মতো শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনে PUDO সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আরেকটি অনন্য উদ্যোগে, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের ৩৪টি স্টেশনে ২০৪টি লিটার বিনকে এ পর্যন্ত ব্র্যান্ড করা হয়েছে। বিভিন্ন মেধা রেকের হ্যান্ডেল চেইনও ব্র্যান্ড করা হচ্ছে। এছাড়াও মেট্রো রেলওয়ে ট্র্যাক সাইডওয়ালস ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি-পিসি গেটস এবং ফ্ল্যাপ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিয়স্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ডের মতো উদ্ভাবনী ধারণাগুলিও বাস্তবায়ন করেছে।

বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ জুলাই ঃ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের সভা বানচাল করার অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। হুগলির হরিপালের ঘটনা। সেখানে পশ্চিম গোপীনাথ পুর পঞ্চায়েতের জয়রামপুর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে ওই এলাকায় প্রার্থী হয়েছেন উত্তম পাখিরা। তিনি পশ্চিম গোপীনাথ পুর অঞ্চলের ১৮০ নং গ্রাম সংসদ থেকে দাঁড়িয়েছেন।

স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ০২ জুলাই ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি ও পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিষেবা উভয় পথেই বৃদ্ধি করা হবে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে বিভিন্ন শহরে চলাচল করবে। স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য নিম্নরূপ- ০৭০৪৬নং. (সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড়) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ৩ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে, ০৫টি (পাঁচ) ট্রিপের জন্য প্রত্যেক সোমবার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে রওনা দিয়ে ডিব্রুগড় পৌঁছবে। একইভাবে ০৭০৪৭নং. (ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে, ০৫টি (পাঁচ) ট্রিপের জন্য প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ডিব্রুগড় থেকে রওনা দিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় পথে যাত্রা করার সময় সিমলুগুড়ি, ডিমাপুর, লামডিং, গোয়ালপাড়া টাউন, আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, খড়গপুর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপট্টনম ও বিজয়ওয়াড়া হয়ে চলাচল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। ০৯৫২৫নং. (ওখানাহরলগুন) সামার স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ৪ জুলাই থেকে ২৯আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে, ০৯টি (নয়) ট্রিপের জন্য প্রত্যেক মঙ্গলবার ওখা থেকে রওনা দিয়ে নাহরলগুনপৌঁছবে। একইভাবে ০৯৫২৬নং. (নাহরলগুন-ওখা) সামার স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ৮ জুলাই থেকে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে, ০৯টি (নয়) ট্রিপের জন্য প্রত্যেক শনিবার নাহরলগুন থেকে রওনা দিয়ে ওখা পোঁছবে। স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় পথে যাত্রা করার সময় হারমতিও রাঙাপাড়া নর্থ হয়ে চলাচল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। ০৮০৪৭নং. (সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি) উৎসব সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ৭ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার চলাচলের জন্য আরও ০৪ টি (চার) ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হবে। একইভাবে ০৮০৪৮নং. (গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি) উৎসব সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা গুয়াহাটি থেকে সাতঁরাগাছি পর্যন্ত ৮ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার চলাচলের জন্য আরও ০৪ টি (চার) ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হবে।দুটি ট্রেনইগোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন ও বর্ধমান হয়ে চলাচল করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময় সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বাসন্তীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ২ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন তৃণমূল কর্মী। মৃতের নাম জিয়ারুল মোল্লা(৪০)। তাঁর বাড়ি রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের খিরীশখালি গ্রামে। শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জিয়ারুলের পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, রাতে বিশেষ কাজের জন্য ক্যানিংয়ে এসেছিলেন তিনি। ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের চাতরাখালি-ঘাগরামারি এলাকায় রাতের অন্ধকারে তাঁকে কেউ বা কারা গুলি করে পালিয়ে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দেখা যায় ঠিক মাথায় গুলি লেগেছে তাঁর। খবর যায় পুলিশে। বাসন্তী থানার পুলিশ গিয়ে জিয়ারুলকে উদ্ধার করে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় চাতরাখালি-ঘাগরামারি এলাকায়। এদিকে খবর পেয়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ক্যানিং হাসপাতালে আসেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। জিয়ারুলের মৃত্যুকে শোকের ছায়া তাঁর পরিবারে। অনেকেই বলছেন তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণেই এমনটা ঘটেছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি।

দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরম, আর উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের অস্বস্তি বাড়াতে পারে তাপমাত্রা এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রবিবার আংশিক মেঘলা থাকবে কলকাতার আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকতে পারে। একইসঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য বাড়াতে পারে অস্বস্তি। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। শনিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতাংশ। নিম্নচাপ অক্ষরেখার দরুণ উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়াও বৃষ্টিপাত হতে পারে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গে সক্রিয় থাকছে মৌসুমী বায়ু। ফলে সেখানে চলবে বৃষ্টিপাত। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নতুন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ শ্রী অনিল কুমার মিশ্র ১লা জুলাই, ২০২৩-এ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে শ্রী মিশ্র উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র ১৯৮৭ ব্যাচের একজন IRSSE (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স) অফিসার এবং ১৯৮৯ সালে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন যেমন প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারএন.ই. রেলওয়ে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ধানবাদ, ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে, ডিরেক্টর (টেলিকম)আরডিএসও, লখনউ, চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প)পশ্চিম সেন্ট্রাল রেলওয়ে, চিফ সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার উত্তর মধ্য রেলওয়ে ইত্যাদি। শ্রী মিশ্র ইউনিভার্সিটি অফ রুরকি (বর্তমানে আইআইটিরুরকি) থেকে ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হয়েছেন এবং তার এম. টেক সম্পন্ন করেছেন। ভারতীয় রেলে যোগদানের আগে আইআইটি, দিল্লি থেকে। তিনি হংকংয়ে ম্যাস ট্রানজিট রেলওয়ে (এমটিআর) এবং জাপানে হাই স্পিড রেলওয়েতে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। মোবাইল ট্রেন রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম পরিদর্শনের জন্য তিনি চীন, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং নরওয়ে সফর করেছেন। তিনি এসডিএ, বোকোনি বিজনেস স্কুল, মিলান, ইতালিতে প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। শ্রী মিশ্র খেলাধুলা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে গভীর আগ্রহ রাখেন।

আমি কোনওদিনই মার-দাঙ্গা এসবের পক্ষে নেই ঃ সাংসদ মিমি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ যারা মারপিট করে, দাঙ্গা করে তাদের পাশে আমি কোনদিন ছিলাম না, থাকবও না। ডক্টরস ডে উপলক্ষে পাটুলি থানায .এক শিবিরের উদ্বোধন এসে এমনটাই বললেন যাদবপুরের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত ভোটে আবহে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে। শনিবার ভাঙড়ের হানাহানি নিয়ে সাংসদ মিমি বলেন, আমি কোনওদিনই মার-দাঙ্গা এসবের পক্ষে নেই। কোনওদিন থাকবও না। যাঁরা এগুলোকে উৎসাহ দেয় আমি তাঁদের পাশেও কোনওদিন দাঁড়ব না। আমাদের প্রশাসন গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। অনেকটা নিয়ন্ত্রণও হয়েছে। আমি সাধরণ মানুষকে বলব একটা ভোটের জন্য এই জিনিসগুলি না করতে। এটাই আমার তাঁদের প্রতি বার্তা। সবাই সুস্থভাবে ভোট দিন। যাঁরা কাজ করেছে, যাঁরা সুখেদুঃখে আপনাদের পাশে ছিল তাঁদের ভোট দিন। আসলে মার-দাঙ্গা করে কোনওদিন কিছু হয়নি। হবেও না।

জাঙ্গিপাড়ায় বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ

বনস্পতি দে, জাঙ্গিপাড়া, ২ জুলাই ঃ জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে একের পর এক বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এদিন চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে জাঙ্গিপাড়া থানার আটপুর পঞ্চায়েতের রাজহাটি গ্রামে। তবে বোমা না ফাটায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রাজকুমার মালিক। ঘটনায় ইতিমধ্যেই জাঙ্গিপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এলাকা থেকে দুটি বোমা উদ্ধারও করেছে পুলিশ। রাজকুমার মালিক জানাচ্ছে, শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন অচেনা লোক তাঁর পিছু নেয়। প্রথমে তাঁকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা হয়। তারপরই পরপর দুটি বোমা ছুড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। বিজেপি প্রার্থী রাজকুমারের দাবি, বিজেপি প্রার্থী হওয়াতেই তাঁর উপর আক্রমণের চেষ্টা করছে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় বিজেপির হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মোহন আদক বলেন, ভয় পেয়েই তৃণমূল এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করছে। আর পুলিশ নাকি বলছে ওটা বোমা নয়, সুতুলির দড়ি। আসলে পুলিশ শাসকদলের দলদাস। তাই এসব বলছে। তবে সমস্ত অভিযোগই উড়িয়েছে তৃণমূল। হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইন বলছেন, সব মিথ্যা অভিযোগ। বোমাই নয় ওগুলো। সুতুলির দড়ি। জাঙ্গিপাড়ায় বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই তাই এসব মিথ্যা অভিযোগ করছে।

ভোট প্রচারে বেড়িয়ে আক্রান্ত তিন বাম কর্মী সমর্থক জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ জুলাই ঃ ভোটের আগেই ইতিমধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়েছে জয়নগরে।শনিবার সন্ধ্যায় ভোট প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত হলেন সিপিআইএম দলের কর্মী সমর্থকরা। ঘটনাটি ঘটেছে, জয়নগর থানার ঢোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপির ২৭২ নম্বর বুথে।এই ঘটনায় তিন জন বাম কর্মী সমর্থক আহত হয়। ভর্তি পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম প্রার্থী শফিকুল মন্ডলের সমর্থনে শনিবার সন্ধ্যার সময় এলাকায় প্রচার করতে বেরিয়েছিল বাম কর্মী সমর্থকরা। সেই সময় আচমকাই শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা তাদের উপর বাঁশ ও লাঠি দিয়ে আচমকা আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ বাম কর্মী সমর্থকদের। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আর এই ঘটনায় জখম তিন জন বাম কর্মী

সমর্থকদেরকে নিয়ে আসা হয় পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় দুজনকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা আছে। যদিও এ বিষয়ে স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল যুব সভাপতি সুব্রত মন্ডল তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,এই ধরনের কোন রকম ঘটনা ঘটেনি ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপাচ্ছে। তবে এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সিপিএম নেতা বলেন ভোটের নমিনেশনের শুরু থেকে রাজ্যের শাসক দল যেভাবে বিরোধীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। নমিনেশন জমা থেকে শুরু করে ভোট প্রচারে বাধা দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। ওই এলাকায় আমাদের কর্মীদের বারবার ভয় দেখিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে আমাদের কর্মী সমর্থকদের মনোবল শক্ত বলেই তাঁরা ভোট প্রচারে নেমেছে। কোনো রকম ভাবে শাসক দলের গুন্ডাবাহিনীরা আমাদের কর্মী সমর্থকদের আটকাতে পারবে না। তবে এলাকায় শনিবার রাতে পুলিশ মোতায়েন ছিলো।

গুলশান বিতর্কে এবার মুখ খুললেন মনোজ তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুলাই ঃ টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সিট কিনতে পাঠানো হয়েছিল বলে কয়েকদিন আগে প্রচারে এসে মন্তব্য করেছিলেন পাঁচলার বিধায়ক গুলশন মল্লিক। গত রবিবার পাঁচলার গঙ্গাধরপুরের সভায় বিধায়কের সেই বক্তব্য ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিন রবিবার সকালে হাওড়ায় এক শিবিরে এসে এই নিয়ে মুখ খোলেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। তিনি বলেন, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। আমি অবশ্যই পাঁচলার বিধাযক গুলশান মল্লিকের সঙ্গে কথা বলব। জিনিসটা কি হয়েছে জানব। আমি বাঁকুড়ায়. প্রচারে গিয়েছিলাম। গতকাল রাতেই ফিরেছি। আজ সকালে হাওড়ায় শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমানে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি শিবিরে এসেছি। আমার কাছেও গুলশান মল্লিকের ওই মন্তব্যের একটি ক্লিপিং মোবাইলে আসে। সেটি আমি দেখেছি। তবে আমি বলব যে ঘটনার অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত। গুলশান মল্লিক আমাদের দলের একজন সিনিয়র লিডার। দীর্ঘদিনের বিধায়ক। তাই উনি যখন এমন অভিযোগ করেছেন আমার মনে হয় দলের উচিত গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা। এদিন মনোজ তেওয়ারি

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। বাঁকুড়ায় প্রচারের সময় এই ঘটনার ক্লিপিং আমার কাছে আসে। অভিযোগ যিনি করেছেন তিনি দীর্ঘদিনের পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক। এটা দেখার বিষয়। তিনি যে অভিযোগ করেছেন তা উচ্চ নেতৃত্বের দেখা উচিৎ। তদন্ত করা উচিৎ। এর আগে শিবপুরে আমাদের অফিসের উপর মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল। সেখানে আমাদের দীর্ঘদিনের নেতা বিষয়টি জানার আগেই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু আমি বিষয়টি না জেনে কারও প্রতি কোন মন্তব্য করব না। এই ব্যাপারটি দলের উচ্চ নেতৃত্ব তদন্ত করুক। যদি এই অভিযোগ সত্য হয় দল যেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিধায়ক হিসেবে আমাকে এবং আমার অফিসের কর্মীদেরকে বদনাম করার চেষ্টা চলেছিল। সেখানে অনেক নেতা বিষয়টি না জেনে সরাসরি বড়বড় কথা বলেছিল। এই ব্যাপারে আমি না জেনে কোনও মন্তব্য করব না। একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে কথা পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক বলেছেন উনি কোন নতুন লোক নন। উনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন। উনি যখন কিছু মন্তব্য করেছেন সেখানে উচ্চ নেতৃত্বকে এই ব্যাপারে দেখা উচিৎ। তদন্ত হওয়া উচিৎ। তারপর দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা সকলকে মানতে হবে। সকলে যেন বুঝতে পারে কোনওরকম দুর্নীতি যদি কারও বিরুদ্ধে প্রমানিত হয় তাহলে দল তা বরদাস্ত করবে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী-পুতিন আলোচনা

সম্পাদকীয়

আমেরিকা মিশর সফর করে এসেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন। পুতিনের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থ কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেছেন, ভারত খুবই চিন্তায় ছিল যেভাবে রাশিয়ায় সেনা বিদ্রোহ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে রাশিয়ার নাগরিকেরা বিপদের মুখে পড়তো। তার হাত থেকে রেহাই দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি খুব কড়া হাতে ওয়াগনার সেনা বাহিনী নেতা প্রেগোঝিনের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। ওয়াগনার সেনা বিদ্রোহ থেকে শুরু করে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কথা হয়েছে মোদি এবং পুতিনের সঙ্গে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে সংবাদ মাধ্যমের কাছে এ ব্যাপারে কোনও খবর কেউই দেয়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে ওয়াগনার সেনা বিদ্রোহ যেভাবে পুতিনের ওপরে মানসিক চাপ ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল সে ব্যাপারে মোদি খোঁজ খবর নিয়েছেন। এদিকে পুতিন আবার ভারতের 'মেক ইন ইণ্ডিয়া'র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন ওয়াগনার ঘটনায় রাশিয়ার পাশে থাকছে ভারত। রাশিয়ার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুতিন যে ধরনের ভূমিকা পালন করে চলছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদি। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং জি-২০ সম্মেলন নিয়ে কথা হয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে। আন্তর্জতিক সমস্যা নিয়েও কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে। শাংহাই কোঅপারেশন নিয়ে কথা হল দুই রাষ্ট্র নেতার মধ্যে। সেই সঙ্গে বিক্রস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ভারত আমাদের মহান বন্ধু। 'মেক ইন ইণ্ডিয়া' নামে একটি তত্ত্বের কথা জানানো তাকে হয়েছিল। তিনি এই তত্ত্বকে সমর্থন করছেন। ভারতের উদাহরণ টেনে রাশিয়া এখন দেশজ ব্যবসায় বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন রাশিয়ার তৈরি জিনিপপত্রের ওপরে বেশি করে নজর রাখছে এবং রাশিয়ার তৈরি করা জিনিস ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে সবাইকে। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেছেন, ভারত রাশিয়া সব সময়ে পাশাপাশি ছিল। আগামি দিনে ভারত রুশ মৈত্রী আর বেশি শক্তিশালী হবে। তিনি আরও বলেছেন এখন রাশিয়ার নাম করে নিয়মিত মিথ্যা কথা প্রচার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে এই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত রুশ মৈত্রী নষ্ট করতে এক শ্রেণির রাষ্ট্র উৎসাহিত হতে শুরু করেছে। যা সত্য তাকে কোনও রকমভাবে অস্বীকার করা যায় না। ভারত রাশিয়ার সম্পর্ক হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। এটা একদিনের মৈত্রী নয়। এটা হচ্ছে চিরকালের মৈত্রী। কাশ্মীরে জি-২০ সম্মেলন বয়কট করেছিল চিন এবং পাকিস্তান। তারা একই মেরুতে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন ভারতকে রেহাই দেবে না এটা পরিস্কার হতে শুরু করে দিয়েছে। চিন বরাবরই চাইছে ভারতের কিছু সীমান্ত এলাকা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ভূটান থেকে শুরু করে সিকিম এবং দার্জিলিং এর সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে চিন। বারবার অরুণাচল প্রদেশকে চিন তাদের অংশ বলে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। চিনের চেয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আরও বেশি প্রখব ।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ভারত

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে এর আগে বহু কথা হয়েছে। সমস্যার সমাধান এখনও পর্যন্ত হয়নি। কথা দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কাজ করতে হবে। কাশ্মীর বারতকে ফেরত দিলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রক থেকে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে এক সঙ্গে পাক জঙ্গি হামলা এবং বৈঠক চলতে পারে না। পাকিস্তানের সেনারা যদি ভারতের সীমান্ত এড়াকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাহলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাক সফরে যাবেন না। কাশ্মীরের অংশ দেওয়া পাকিস্তানের অধিকার নেই। কী করে পাকিস্তান চিনকে আর্থিক করিডর গড়তে খানিকটা জায়গা দিল তা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার ভারতের রয়েছে। কোনও অধিকারে তারা চিনকে সেই জায়গা দিয়েছে তা জানার চেষ্টা করতে পারে ভারত। পাকস্তান এ ব্যাপারে একটি কথা বলছে না। তারা চুপ করে রয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলায় তা কাশ্মীরে কোনও উত্তেজনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বিজেপি দল চাইছে যে কাশ্মীরে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হোক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি ইচ্ছা তা অবশ্য জানতে পারা যায়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সেই কথাকে সর্বস্তরে প্রচার করতে কাশ্মীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাশ্মীর উৎসব পালন করা হবে। রাম চর্চা বৃদ্ধি করা হবে। জয় শ্রীরাম স্লোগান সেখানে আরও ব্যাপক করে প্রচার করা হবে। অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রচার করা হবে। কাশ্মীরের হিন্দু মন্দিরগুলিকে সুরক্ষিত করা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। লাদাখ অঞ্চলে সেখানকার সংস্কৃতি চর্চার গতিকে আরও বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রক। ফলে কাশ্মীরের হিন্দুদের আধিপত্য বিস্তার করতে এখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উদ্যোগী হতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরের হিন্দু নিবাস গড়ে তোলার পক্ষে সায় দিয়েছে সেখানকার সরকার। সেখানে যাতে সেখানকার হিন্দু বাসিন্দাদের সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। সেখানকার প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে শুরু করে পুলিশ দফতরে হিন্দুদের চাকরি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে। প্রতিটি সরকারি অফিসে হিন্দুদের কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। কাশ্মীর রাজ্যকে হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে পরিণত করা হবে। এদিকে কাশ্মীরের হিন্দুদের প্রভাব বিস্তার করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তার ফলে সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা খানিকটা অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট হলেও করার কিছু নেই। কারণ ভারতের সেনারা তাদের কোমরের শক্তি একেবারে বিনিষ্ট করে দিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়াহয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান।

রামকৃ

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

বিবেকানন্দ বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মা কালীর ভক্ত হতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে।

বাংলার রেনেসাঁসের বাঙালি মনীষীগণ

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার রেনেসাঁসের মূল তত্ত্বই ছিল প্রাচীনত্ব থেকে বের হয়ে আসার পথ প্রস্তুত করা। প্রাচীনত্বের খোলস থেকে বাংলাকে মুক্ত করে নতুন ভাবে তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতে শিল্প বিপ্লব হওয়ার ফলে কাচা মালের প্রয়োজনে উপনিবেশ স্থাপন করাটা জরুরী হয়ে পড়তে শুরু করলো। ইংরেজদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউরোপের ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসি দেশগুলি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করলো।। ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। তার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি ভারতের ওপরে প্রভাব বিস্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতি মেলবন্ধন হতে থাকে। নতুন চেতনা শক্তি প্রসারিত হতে শুরু করলো বাংলায়। পাশ্চ্যাত্য সংস্পর্শে বাংলায় নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকলো। বাংলা তখন প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। নবাবী আমল থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে বাংলার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে ইংরেজ শক্তি। বাংলা তাকেই আঁকড়ে ধরলো। তাকে অবলম্বন করেই বাংলা তখন জাগতে শুরু করেছে। ইংরেজ রাজশক্তি সেই চিত্রটা পরিস্কার করে ধরে ফেলেছে। বাংলার দুর্বল দিকটাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। সেই দুর্বলকে অবলম্বন করেই ইংরেজ শক্তি বাংলা.য় প্রসার লাভ করতে থাকে। বাংলাকে রক্ষা করতে ইংরেজ সরকার তৎপর। তারা আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বাংলার হাত ধরে ভারত জয় করতে হবে। বাংলা তখন ইংরেজদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। তখন বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাটা শক্তিশালী ছিল না। ধর্ম তখন সারা বাংলাকে গ্রাস করে ফেলে রেখে দিয়েছে। একটি সময়ে সমাজে সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার হাত থেকে বের হয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলা। কিন্তু পারছিল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শাস্ত্র তখন গোটা বাংলার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করার কোনও ভাষা তখন ছিল না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন শক্তিশালী জর্ব চার্নক। তিনি স্বয়ং একজন সতী মহিলাকে শশ্মান

থেকে উদ্ধার করে নিজের স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিলেন।

তখন জব চার্নকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না সমাজ। পুরো ব্যাপারটকে তারা তখন হজম করে নিয়েছিল। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার হওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলা নবাবী শাসন থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে বাংলা। তার ফলে পলাশির যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। বাংলা তখন ইংরেজদের পক্ষে। নবাব সিরাজ পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে গেল বাংলা। নবাবী শাসনের পতন ঘটল। বাংলা প্রাচীন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে বিদায় জানাতে প্রস্তুতি নিল। সব দিক দিয়ে নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রবণতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন উদারপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী সাহেব হিকি, উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম জোন্স, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, শ্রীরামপুরের মিশনরারীরা। বাংলাকে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা চর্চার পীঠস্থান। মানবতাবাদের জয়গান শুরু হয়ে গিয়েছে। ধর্ম বড় নয়। মানুষ বড় সেটা প্রমাণ করতে উপস্থিত হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে শুরু করে দিলেন পাশ্চাত্য চর্চা। হিন্দু কলেজ তখন সাহেবি চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া শুরু হয়েছে। তার আগে ডিরোজিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বোপন করে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা আর বেশি করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ ধরে পাশ্চাত্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাল। বাংলা জড়ে নয়া কর্মযজ্ঞ শুরু হল। গোটা বাংলার পরিস্থিতি ওলোটপালট। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা থেকে বের হয়ে ধর্ম ও সাহিত্য নতুন পথ ধরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রবনতা প্রবলতর হতে থাকলো। ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার উপস্থাপিত হতে থাকে। বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা, ধর্মীয় নেতারা এই নতুন কর্মযজ্ঞে সামিল হতে থাকলেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের রীতিনীতি থেকে ধর্ম এবং সাহিত্যকে বের করে নিয়ে আসতে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার সহ আরও অনেকে। এদের সংগ্রামে দেবদেবী তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পেল মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ। মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এর মূল লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা সেখানে হিন্দু ধর্মের আধুনিক রূপ দেখতে পাওয়া গেল। ব্রাহ্ম ধর্মকে অবলম্বন করেই বাংলার মেয়েরা শিক্ষিত হতে শুরু করে। তারপরে বহু সংগ্রাম করে হিন্দু মে.রো স্কুলে যাওয়ার অধিকার অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিকাশ এবং প্রসার ঘটতে শুরু করলো। ইংরেজ মিশনারীরা যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজি স্কুল তৈরি করতে ব্যস্ত তখন বিদ্যাসাগর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন। জেলায় জেলায় বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। ঠিক সেই সময়েই মাইকেল বাংলায় আর্বিভূত হলেন।

ইংল্যাণ্ডে 'ইণ্ডিয়ান হাউস'তে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন

(পূর্ব প্রকাশের পর)

রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন তার আগেই ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয়রা একজোট হয়ে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা রচিত করতে শুরু করে দিয়েছিল। শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, প্যারিস এবং জার্মানির বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্র হয়ে সেখানে সমিতি গঠন করে। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা, এস. আর. রানা, মিসেস ভি. আর. কামা এবং ভি ডি সাভারকর সবাই মিলে একটি বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করে ইউরোপে। কাথিয়াওয়ারের কৃষ্ণ ভার্মা প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সমিতি'ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি'। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। এই সমিতি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো নাম 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' সেখানে ভারতীয়দের সমস্যা এবং অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। ১৯০৫-০৬ সালে তিনি একটি ফেলোশিপ দেওয়া ব্যবস্থা করলেন এবং এই ফেলোশিপকে সমর্থন দিলেন প্যারিসের অবস্থানকারী ভারতীয় এস. আর. রানা যা সেই সময়ে ইউরোপের ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীয় হিসাবে গণ্য হয়েছিল। কৃষ্ণ ভার্মা ' ইণ্ডিয়া হাউস' (১ জুলাই ১৯০৫) ভারতীয় ছাত্রদের বসবাস স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে দেখতে পাওয়া গেল এখানকার ছাত্ররা বিপ্লবী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই ভবনে প্রতি রবিরার সভা হতো সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা হতো। এখানে এসে উপস্থিত হলেন শিবাজি ফেলোশিপ প্রাপক ভি ডি সাভারকর ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে। তারপরে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণ ভার্মাকে আইনী শাস্তির ভয় দেখালে তিনি বিলাত ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান ১৯০৭ সালে। তার ফলে ভিডি সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাডস'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরে একটি শাখা প্রতিষ্ঠান তৈরি হল নাম 'অভিনব ভারত সোসাইটি'। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বেশ কিছু সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ভারতীয়রা বিলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অমরাওটির ডি এস খারপারডে, লালা লাজপত রায়, হরদয়াল এবং পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত এবং কলকাতার বিসি পাল। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সংগ্রামী স্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকলো। ১৯০৮ সালের ৮ নভেম্বর একটি আলোচনা বসল ইণ্ডিয়া হাউসে। আলোচনার বিষয় বস্তু হল 'আমরা কি সত্যিই নিরস্ত্র?'। সেখানে সাভারকর বক্তব্য রেখেছিলেন।,"In spite of the Arms Act there was plenty of warlike material in India. He instanced the Native States and Native troops which, he said, wouls be sufficient to overpower and drive the British out of India. What was wanted was active work in the Native States and among the native troops, and it would be the duty of every Indian leaving the shores for India to work in that direction. The advance of bomb had terrified the British public " we must teach our people to hate the foreign oppresssor and success is sure.(Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73)।"। সাভারকর রচিত বই 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব ১৮৫৭' সেই সময়ে লেখকের আসল নাম গোপন করে (লেখক ঃ একজন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট) ১৯০৯ সালে বহু বই ভারতে পাঠানো হয়েছিল ভারতীয়দের পাঠ করানোর জন্য। ৯ মে, ১৯০৯ সালে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস-এতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ দিবস পালন করা হয়েছিল এবং ১০ মে, ১৯০৯ সালে সাভারকর একটি বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যেমন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ঠিক সেই রকম আবার নতুন একটি সামরিক বিদ্রোহ করার খুবই প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা করতে গেলে। বিলাতের ইণ্ডিয়ান হাউস' ক্রমশ ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীদের সদর দফতরে পরিণত হতে শুরু করলো। তারপরে সাভারকর বহু বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড চত্বরে রিভালবার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন । ১ জুলাই ১৯০৯ সালে ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউট ভারতীয় অফিসে 'এইড-দ্য-ক্যাম্প'তে ইউলিয়াম কার্জন উইলি হত্যার অভিযোগে মদন লাল ধিংরাকে ব্রিটিশ সরকার অভিযুক্ত করে। সেই সময়ে ইংরেজ শাসকদের এই রকম নোংরা আচরণের প্রতিবাদে সাভারকর একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন "I attempted to shed English blood internationally and of purpose, as an humble protest against the inhuman transportations and hanging of Indian youth. (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73)" (ক্রমশ)

অজানা তথ্যের ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়

কৌশিক দাস ঃ চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের সফল মুখ্যমন্ত্রীর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পেশাগত ভাবে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। অন্যদিকে, তিনি একজন সমাজসেবক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। রাজনীতির ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের একজন গুরুত্বপূর্ণ গান্ধীবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধির ডাকে সাড়া দিয়ে বিধানচন্দ্র রায় যোগ দেন কংগ্রেসে। ১৯২৬ সালে নিজের প্রথম রাজনৈতিক ভাষণ দেন বিধান রায়। ১৯২৮ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ওই সময় ফিরিয়ে দেন জওহরলাল নেহেরুর উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব। তবে গান্ধীজির পরামর্শেই গ্রহণ করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদ। ডাঃ বিধান রায় মেধায় পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথমে এমবিবিএস ও পরে এমডি করেন। এরপর পড়াশোনার জন্য লন্ডনে যান। সেখান থেকে ডাঃ বিসি রায় এমআরসিপি এবং এফআরসিএস-এর মতো ডিগ্রি অর্জন করে ফিরে আসেন। তখনকার দিনে খুব কম চিকিৎসকই এত শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এমন একজন ক্ষণজন্মা চিকিৎসককে নিয়ে রয়েছে নানান কাহিনী। যেমন, প্রেমিকা কল্যাণীর নামেই তিনি একটি শহরের নাম করেছিলেন 'কল্যাণী'। কল্যাণী কি প্রকৃত অর্থেই বিধানচন্দ্র রায়ের প্রেমিকা ছিলেন? কিংবদন্তি চিকিৎসক নীলরতন সরকারের মেয়ে ছিলেন কল্যাণী। একদা যাঁর প্রেমে পড়েছিলেন মহান বাঙালি চিকিৎসক তথা পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়। যদিও 'ভিলেন' বাবার কারণে ভেঙে যায় বিধান চন্দ্র রায় এবং কল্যাণী সরকারের সম্পর্ক। এবং হলি-বলি-টলি ছবির নায়কের মতোই একদা ক্ষুদে মার্কিন উপনিবেশ 'রুজভেল্টে নগরে'র নাম 'কল্যাণী' রাখেন বিধান রায়, ঠিক যেন দাগা খাওয়া প্রেমিক। পরাধীন ভারতে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির বছর দুই আগে, সেই ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডে অর্জন করেন এমআরসিপি এবং এফআরসিএস ডিগ্রি। আসল কথা তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা ডিগ্রির চেয়েও বড় চিকিৎসক ছিলেন। সেই মানুষটাই বাংলার দ্বিতীয় এবং অন্যতম সফল মুখ্যমন্ত্রী। একদা কলকাতার মহানাগরিকও হয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ এক জীবনে অতিরিক্ত সফল মানুষ ছিলেন চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়। এমন মানুষ কালে কালে মিথ হয়ে উঠবেন, একই কারণে মিথ্যের ফাঁদে

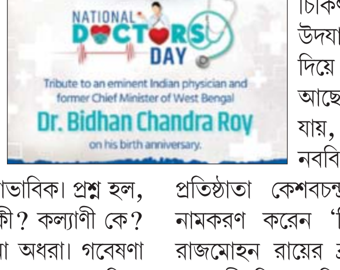

পড়বেন, তাও স্বাভাবিক। প্রশ্ন হল, তাহলে সত্যিটা কী? কল্যাণী কে? এর উত্তর এখনো অধরা। গবেষণা চলছে বিধানচন্দ্র রাযকে নিয়ে দেশজুড়ে এখনো।

বিহারের পাটনা থেকে মাত্র কয়েক টাকা সম্পদ নিয়ে মানুষটির উদয় হয়েছিল এই রাজ্যে। বিদেশে ডাক্তারি পড়েও বিনা পয়সায় রোগী দেখতে আগ্রহী ছিলেন বেশি। মধ্য কলকাতায় বসবাসের ঘুপচি ঘর, সাদামাটা পোশাক আর চিকিৎসক হয়ে ওঠার কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেই অনুরণিত হয়েছিল বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনও। প্রশাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের কথা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু তিনি স্বল্প সময়ই মসনদে ছিলেন। তাঁর পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন বিধান। একদা নেতাজি সুভাচন্দ্র বসুর পছন্দের মানুষ, কলকাতার প্রাক্তন মেযর, কংগ্রেস নেতা, জনপ্রিয় চিকিৎসক ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি দায়িত্ব নিলেন। একজন সাধারণ চিকিৎসক থেকে ক্রমেই বাংলার রূপকার হয়ে ওঠার যাত্রাপথ সত্যিই বিস্মিত করে। একই দিনে জন্ম আবার একই দিনে মৃত্যু। ১৮৮২ সালের ১ জুলাই পাটনার বাঁকিপুরে জন্মগ্রহণ করেন ডঃ বিধান চন্দ্র রায়। আবার ১৯৬২ সালের ১ জুলাইতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিচিত্র জীবন এই বিধানচন্দ্র রায়ের। একাধারে তিনি চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ আবার অন্যদিকে তিনি ট্যাক্সিচালকও ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি যেমন কিংবদন্তি। প্রশাসক হিসেবেও কিংবদন্তি। ১৪ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন। ডঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রতি বছর ১ জুলাই (তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস) জাতীয় চিকিৎসক দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন । জানা যায়, ব্রাহ্মনেতা ও নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নামকরণ করেন 'বিধান'। রাজা রাজমোহন রায়ের ব্রাক্ষ সমাজের অনুসারী ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়ের পরিবার। ফলে ব্রাক্ষ সমাজকে অনুসরণ করেই চলতেন তাঁরা। স্নাতক হওয়ার পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন বিধানসচন্দ্র রায়। কিন্তু তিনি বরাবরই লন্ডন থেকে চিকিৎসার ডিগ্রি অর্জুন করতে চাইতেন। ফলে ইংল্যান্ডের একটি কলেজে তিনি ২৯ বার আবেদন করেন। শেষবার তাঁর আবেদন গৃহীত হয় ইংল্যান্ডের কলেজে। একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জনের পর চিকিৎসার উন্নয়নে একাধিক কাজ করেন বিধানচন্দ্র রায়।

বিধানচন্দ্র রায়ের আরেকজন প্রিয়. রোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুজনার মধ্যে ছিল এক মধুর সম্পর্ক। চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রাণের পর দেশবন্ধুর একটা ছবি বিক্রি করে তিনি কিছু টাকা তোলবার পরিকল্পনা করেন। ছুটে গেলেন কবিগুরুর কাছে। গিয়ে বললেন ছবিতে দুটো লাইন লিখে দিতে। কবি বললেন, ডাক্তার, এ তো প্রেসক্রিপশন করা নয়। কাগজ ধরলে আর চটপট করে লেখা হয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তার নাছোড়বান্দা সকাল, দুপর, সন্ধ্যা বয়ে যায়। কবি আর কিছুই লিখেন না। বারবার দেশবন্ধুর ছবির দিকে চেয়ে থাকেন। লিখতে গিয়ে আর লিখতে পারেন না। অবশেষে লিখলেন সেই বিখ্যাত অপূর্ব লাইন দুটি। যা আজো মানুষের মুখে মুখে ফিরে।

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

তিনি সাংবাদিকদের একটু এড়িয়েই চলতেন যতটা সম্ভব। কিন্তু একদিন আর পারলেননা।সরাসরি প্রশ্নের মুখে পড়ে গেলেন। তুলে দেওয়া হল সরাসরি আমরা আপনার কী ক্ষতি করলাম? না পারি কাছে ঘেঁষতে, না পারি সংবাদ নিতে? আপনাদের নিয়ে ভয়ের আমার অন্ত নেই। আপনারা দোধারি তলোয়ার।এই তলোয়ারে আপনার কী ধরনের ভয়? জবাব দেওয়ার ভয়। সে আবার ভয় কী! আপনার জবাব আপনি দেবেন, তাতে আবার ভয় কী! সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে দিলেই হলো! না, হলো না। আপনাদের প্রশ্নের ধরনধারণ বড় উদ্ভট থাকে। একটা উদাহরণ নিন, তাহলেই আমার ভয়ের কারণ বুঝতে পারবেন। আপনারা এমনভাবে প্রশ্ন করেন, 'হ্যা' বলাও বিপদ, 'না' বলাও। বলা যায়, এটির চেয়ে অন্যটি বড় বিপদ। যেমন? যেমন, এই ধরুন আপনি কি স্ত্রী প্রহার বন্ধ করেছেন? এর জবাবে আমি যদি 'হ্যা বলি, তার অর্থ হবেআমি আগে পেটাতাম, এখন বন্ধ করেছি। এটি আমার ব্যাপারে কোনো ভালো খবর নয়। যদি আপনাদের প্রশ্নের জবাবে আমি 'না' বলি, বুঝতে হবে আমি এখনও স্ত্রী প্রহারের মতো মন্দ কাজ অব্যাহত রেখেছি। যা এমন এক সংবাদ, একজন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে কোনোদিনই কানে তোলার নয়। এবার আপনারাই বলুন, আমি কী করব! আপনাদের তাড়ানোর কথা আমি বলব না, এড়ানোসরানো ছাড়া আমার কি আর উপায় আছে। বয়সের এই ধাপে প্রহারের জন্য পিঠবিছানো কি আমার পক্ষে সম্ভব! আপনারাই ভেবে বলুন। এমন বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা একমাত্র বোধহয় ওনার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

হেরিটেজ

আদি সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

কলকাতায় আদি সিদ্ধেশ্বরী মন্দির রয়েছে চিৎপুরে। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জব চার্নক আসার সময়ে। তিনি যখন কলকাতায় এসে তিনটি গ্রাম কিনে কলকাতা প্রতিষ্ঠা করলেন তখন এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। হিন্দু মতে বিশ্বাসী ব্যবসায়ীরা এই মন্দিরটি তৈরি করেন। তারা মনে করতো সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুজো করলেই ব্যবসায় সফলতা আসবে। তখন কলকাতায় বসবাস কেউই করতো না। ব্যবসার সুত্র ধরে লোকেরা আসা যাওয়া করতো। কলকাতার অতি কাছেই গঙ্গা ছিল। গঙ্গার জল কলকাতা শহরটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। ফলে কলকাতায় ব্যবসা করতে আসা লোকেদের বহু ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হতো। সেই কারণে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পুজো সকলেই করতো। কলকাতায় বেশ কয়েকটি স্থানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির রয়েছে। এর মধ্যে একটি আছে বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা কলকাতা সবচেয়ে বড় পাইকারি সবজির বাজার। এই বাজারে ব্যবসায়ীরা সকাল থেকে পাইকারি দামে সবজি কিনে গ্রামে গ্রামান্তরে চালান দিত। এই পাইকারি ব্যবসা এখনও চালু আছে। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি এখন আর নেই। সেটা চলে গিয়েছে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনে। সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনটা অবস্থিত হচ্ছে চাঁপাতলা লেনে। সেখানেই এখন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিত্য পুজো হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে কালী মন্দির। কালী মন্দির কলকাতায় প্রায় প্রতিটি পাড়ায় রয়েছে একটি করে। কালী ভক্ত কলকাতাবাসীরা। কলকাতায় শক্তি পুজোর আরাধনা বেশি করে হয়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাতীয় জাগরণ।

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়

ভারতের সঙ্গে সম্ভবত জুলাই মাসে রাশিয়ার তাসখন্দে শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকে কথা চলছে। তা নিয়ে ইতিমধ্যে দুই দেশের শীর্ষ স্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক সব কিছু খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। তবে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করবে না। ভারত কাশ্মীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা নিয়ে কথা বলার অধিকার পাকিস্তানের নেই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি চায়। তবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। কাশ্মীরে পণ্ডিতদের পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হয়েছে। কাশ্মীরের বিজেপি দলের নেতারা আাগামি দিনে কাশ্মীরের একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে কাশ্মীরের এতদিন ধরে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী ছিল। এবারে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী করানোর ওপরে জোর দেওয়া হবে। বিজেপি দল বলতে শুরু করেছে যে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী করে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যালান্স করতে পারে।

গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। রবিবার তাকে পেশ করা হয় আদালতে। ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত শালুগাড়া বাজার এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ রাজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সম্প্রতি শিলিগুড়ি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে রেগুলেটেড মার্কেটের এক লেবু ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং-এর অপহরণের ঘটনা ঘটে। যদিও অপহরণের পরের দিনই সেই লেবু ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেয় অপহরণকারীরা। তবে অপহরণের মামলায় তদন্তে নেমে প্রধাননগর থানার পুলিশ প্রথম যে গাড়িতে অপহরণ হয়েছিল সেই গাড়িটি উদ্ধার করে এবং তার পর গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালককে। গাড়ির চালককে গ্রেফতারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় প্রধান নগর থানার পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গতকাল রাতে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত শালুগাড়া বাজার এলাকা থেকে এই অপহরণ কাণ্ডের মূল মাথা মহম্মদ রাজকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় প্রধান নগর থানার পুলিশ । আজ ধৃত মহম্মদ রাজকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে প্রধান নগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি এই অপহরণ কান্ডে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়েও তদন্ত করছে প্রধান নগর থানার পুলিশ।

দোকানে আগুন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ রাতের অন্ধকারে দেশবন্ধুপাড়া হয়ে এনজেপি যাওয়ার প্রধান সড়কের পাইপ লাইন সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা একটা নাচের ড্রেস তৈরীর দোকানে আগুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃষ্টির কারণে একটু তাড়াতাড়ি রাত ৯টা থেকে ৯.৩০ মধ্যে দোকান মালিক দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। এরপর আগুন আগুন শুনে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে দেখেন তাদের দোকান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। খবর যায় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমান তপাদার ও দমকলে। তার আগে এলাকাবাসী ও স্থানীয় দোকান মালিকেরা আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়েন। এরই মধ্যে প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে আগুন খুব বেশি একটা ছড়ায়নি। প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ করতে থাকে। এরপর দমকলের আরেকটি ইঞ্জিন এসে দক্ষতার সাথে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমান তপাদার প্রাথমিক ভাবে জানান, বিদ্যুৎ লাইনের সর্টসার্কিটের ফলেই আগুন লেগেছে। তিনি এলাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে দমকলের অপেক্ষা না করে নিজেরা আগুন নেভানোর কাজের জন্য।

অনলাইন জুয়া

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃ প্রধান নগর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে সমরনগর বটতলা এলাকার একটি বাড়িতে অনলাইন মাধ্যমে অবৈধভাবে জুয়ার আসর চলছে। সেইমতো শনিবার রাতে ওই বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত দুজন হল রঞ্জন চক্রবর্তী ও সুজিত চৌধুরী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রঞ্জন সমরনগর বটতলা এলাকার বাসিন্দা এবং সুজিত চৌধুরী শিলিগুড়ি রাজিবনগর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে বটতলা এলাকার একটি বাড়িতেই এই জুয়ার আসর চলছিল। রবিবার ধৃত দু'জনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ।

ভোট প্রচারে শতাব্দী রায়ের মুখে আদিবাসী শব্দ

দেউচা নিয়ে ফের সওয়াল সাংসদের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ জুলাই ঃ দেউচা-পাঁচামীতে একটা বড়ো প্রকল্প হচ্ছে। একটা বড়ো শিল্প হলে, সেখানে অনেক বিকল্প আয়ের পথ খুলে যায়। শুধু এটাই নয় যে যাঁরা চাকরি পেলেন শুধু তাঁরাই লাভবান হলেন, কোনো জায়গাই একটা শিল্প হলে সেখানে আরও অনেক কিছু হয়। খাবার দোকান থেকে আরও অনেক আয়ের পথ খুলে যায়। দেউচা এলাকায় আপনার বাড়িতে কলকাতার লোক থাকতে আসবে না। আপনারাই থাকবেন। এলাকার স্কুল-কলেজ ভালো আছে। আরও ভালো হবে। রাস্তা ঘাট, আলো আরও ভালো হয়ে যাবে। এগুলো আপনাদের জন্য। তাই দেউচায় তৃণমূল প্রার্থীরা জিতলে, আপনারাই লাভবান হবেন। এদিন মহম্মদবাজার ব্লকের দেউচা অঞ্চলে রঘুনাথপুর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভায় এভাবেই মানুষের কাছে আবেদন রাখেন সাংসদ। পাশাপাশি, মহম্মদ বাজার ব্লকের চরিচা অঞ্চলের ছাগলাকুড়ি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা ছিল বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়ের। উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়া বিধায়ক নীলাবতী সাহা সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। এদিনের দেউচা অঞ্চলে রঘুনাথপুরের সভায় শতাব্দী রায় বলেন, সাধারণত মানুষ যাঁরা কোনো কারণে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা বাংলা আবাস পান নি, তার জন্য আবেদন করেন। বা সেগুলো পেয়ে, ছেলে-মেয়ের পড়ার সুযোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু কয়েকদিন আগে একটি আবেদন আমার কাছে আসে। তৃণমূল একটি পরিবার। এক মহিলা বলেন, আপনাকে দেখছি, কিন্তু আপনার স্বামীকে দেখলাম না। তাই এবার নিয়ে এলাম। তারপর প্রার্থীদের সঙ্গে উপস্থিত মানুষের পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন, আমরা কাজ না করে ভোট চাই না। ৭৪টি প্রকল্প চলছে সারা বাংলায়। আমিও স্কুলে পড়েছি, কোনদিন সাইকেল পাই নি। জামা জুতো পাই নি। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বা যুবশ্রীর কথায় শুনি নি। এদিকে প্রচারে তারকা জনপ্রতিনিধির মুখে আদিবাসী শব্দ শুনে খুশিতে মন ভরে গেল আদিবাসী মহিলা ফুলমনি, সরস্বতীদের। এদিন মাসড়া অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গড়িয়া জনসভায় আদিবাসীদের মন জয় করলেন শতাব্দী। আদিবাসী মহিলাদের উদ্দেশ্যে শতাব্দী বলেন, 'আইমা আইমা' (বিপুল) ভোট করে তৃণমূলকে জেতাও। এদিন মাসড়া অঞ্চলের গড়িয়া আপার প্রাইমারি ফুটবল মাঠে শতাব্দী রায়ের সভা ছিল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাসড়া অঞ্চলের বিদায়ী প্রধান দিলীপ কিসকু বলেন, দিদির মুখে আদিবাসী শব্দ শুনে সবাই, বিশেষত মহিলারা খুশি। মাসড়া পঞ্চায়েতের ৩৭টি গ্রামের মধ্যে ৩৬টি গ্রামই আদিবাসী অধ্যুষিত। এদিন শতাব্দী বলেন, বিজেপি বা জোটকে একটি ভোট দিলে, ভোটটাই নষ্ট হবে। একটা ভোট সরকার বদলাতে পারবে না। কারণ তৃণমূলই জিতবে। তৃণমূল সরকার থাকবে। সাংসদ বলেন, আগে মোরামের রাস্তা ছিল। আসার সময় দেখলাম রাস্তা কত চওড়া, কত সুন্দর। বিদ্যুৎ এসেছে। তারপর বনহাট অঞ্চলের বড়জোল বেলগাছিয়া গ্রামে পথসভা করেন সাংসদ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী ও পরিষদীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু ছিলেন। তিনি সিউড়া, শিবদাসপুর গ্রামে পথসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জঙ্গলমহলে মুখ্যমন্ত্রী প্রচুর উন্নয়ন করেছেন। আজ আদিবাসী থেকে তপশিলি সম্প্রদায় সহজেই জাতিগত শংসাপত্র পাচ্ছেন। প্রতিটি ঘরে কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী কত প্রকল্প ঢুকেছে। তাই গ্রামসভা, সমিতি ও জেলাপরিষদ তিনটি স্তরেই জোড়া ফুলে ভোট দিন। এদিন কুসুম্বা অঞ্চলের সুঁদিপুর আঁখিরা গ্রামে রোড শো করেন সাংসদ শতাব্দী রায়।

নদীয়ায় ভোটের প্রচারে অদিতি মুন্সি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ জুলাই ঃ নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকেই প্রচারে জোর কদমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসক-বিরোধী সকলেই। সকলেই তাদের হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীদের দিয়ে দলীয় প্রার্থীদের প্রচার সারছেন। বিরোধীরা যেমন তৃনমুলের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির ইস্যু নিয়ে ময়দানে নামছে, পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসও সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছে। রবিবার নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর থেকে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রোড-শো আয়োজন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি। ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল কর, তাপস ঘোষ সহ অনেকে ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অদিতি মুন্সি বলেন, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতার বিষয়ে সকলেই আশাবাদী, আমরাও আশাবাদী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কাজ করেছেন, মানুষের শান্তিতে থাকার জন্য, মানুষের ভাল থাকার জন্য কাজ করেছেন। তাই আমরা আশাবাদী। এদিন নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়ে শিমুলগাছি হয়ে স্বরূপগঞ্জ এলাকায় শেষ হয়। তবে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের এদিনের কর্মসূচীতে এত সাধারণ মানুষ ও কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি এটাই প্রমান করে বিরোধীদের করা কটাক্ষের চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়ন মূলক প্রচারটাই এগিয়ে। এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

বোমা বিস্ফোরণ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ জুলাই ঃ ভোটের মুখে দিকে দিকে অশান্তির অভিযোগ। আর এরই মধ্যে এক কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ির পাশেই বোমা বিস্ফোরণ। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে সামশেরগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর-মাঠপাড়া গ্রামে কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন রাজীব হোসেন। প্রার্থীর বাড়ির পাশেই একেবারে লাগোয়া তাঁর ভাই জাহাঙ্গির শেখের বাড়ি। তিনিও কংগ্রেস কর্মী। রবিবার দুপুরে জাহাঙ্গিরের বাড়ি থেকে হঠাৎ বিকট শব্দ পাওয়া যায়। তীব্র বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে উড়ে যায় বাড়ির পাঁচিল। অভিযোগ উঠছে, ভোটের মুখে ওই কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল। সেই বোমা ফেটেই এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। এদিকে রবিবার দুপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার পর থেকেই জাহাঙ্গির শেখের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। ওই বাড়িটির যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই জায়গাটিকে ফিতে দিয়ে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু ওই কংগ্রেস কর্মী এলাকা থেকে পলাতক বলেই অনুমান পুলিশের। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। এদিকে ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় কংগ্রেস কর্মী জাহাঙ্গির শেখের বাড়ির এক সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, এই বিস্ফোরণের সময়ে জাহাঙ্গিরের দাদা এলাকার কংগ্রেস প্রার্থীও বাড়িতে ছিলেন না। জাহাঙ্গিরের স্ত্রী জানাচ্ছেন, তিনি রাজীবের প্রচারের জন্য এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়েই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনার সময়ে বাড়িতে কেউ ছিলেন না। ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। তাঁরা বলছেন, আগে থেকে তাঁরা কিছুই টের পাননি। এদিন দুপুরে হঠাৎ তীব্র আওয়াজ হয় ওই বাড়িতে। তখনই তাঁরা বুঝতে পারেন বিস্ফোরণ হয়েছে। যদিও স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইমাম শেখের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এক কর্মীর বাড়ির পাশে বিস্ফোরণ হয়েছে বলে খবর পেয়েছেন তিনি। বললেন, তবে যাই হোক না কেন, সেটা খারাপ। খারাপকে খারাপ বলতেই হবে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। যদি প্রমাণ হয়, এমন কিছু হয়েছে, তাহলে শাস্তি পাবে।

প্রাক্তন উপাচার্যর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃ সম্প্রতি শিক্ষা দফতরকে এড়িয়ে আচার্য হিসেবে রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েছে। লড়াই গড়িয়েছে আদালতেও। এই অবস্থায় এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল। যা নিয়ে ফের নবান্ন-রাজভবনের সংঘাত শুরু হতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দীর্ঘদিন কংগ্রেস রাজনীতি করলেও কয়েক বছর আগে তৃণমূলে যোগ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এই অধ্যাপক। তার কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে বসানো হয়। ওই দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁকে আর সেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই ওমপ্রকাশের বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়কে এই তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। অভিযোগ, ওমপ্রকাশের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ম -নীতি মেনে হয়নি। সেই সব বিষয়ই তদন্তের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল এমনই খবর। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে থাকাকালীন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হন স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তারপরই তড়িঘড়ি ওমপ্রকাশ মিশ্রকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য করে শিক্ষা দফতর। ওমপ্রকাশের মেয়াদকালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগই তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল। এই প্রসঙ্গে ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেছেন, আমি যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। আমার বিরুদ্ধে কোথায় দুর্নীতি বা বেনিয়ম, তাঁর কোনও উল্লেখ নেই।

অস্ত্রসহ গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে মালদায় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। শনিবার গভীর রাতে রতুয়া থানার জাননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ-এর কর্তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি পাইপ গান এবং ২৫ রাউন্ড কার্তুজ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে ধৃতরা বেআইনি এই আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ মালদায় পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে তদন্তকারী এসটিএফ কর্তারা। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুইজনের নাম লুৎফর রহমান এবং মহম্মদ শরিফ। প্রথম জনের বাড়ি মালদার রতুয়া এলাকায়। দ্বিতীয় জনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর এলাকায়। শনিবার ধৃত দুইজন জামনগর এলাকার ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ এর কর্তারা সাদা পোশাকে অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে কার্তুজ সহ ধরে ফেলে।

ফের খড়্গাপুর আইআইটিতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২ জুলাই ঃ তখন মধ্যরাত। খড়গপুর আইআইটি তখন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জ্বলছে। আর সেই আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গেল লালবাহাদুর শাস্ত্রী (এলবিএস) হলের কমন রুম। সেখানে থাকা প্রচুর জিনিসপত্র এখন ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, খড়গপুর এবং সালুয়া থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে খবর। কী করে আগুন লাগল? সেটা যদিও স্পষ্ট নয়। এদিকে আগুন যখন লেগেছিল তখন গোটা ক্যাম্পাস ঘুমিয়ে ছিল। সেখানে পড়ুয়াদের বেশ কিছু জিনিস রাখা ছিল। তাতে আগুন লাগতেই দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভাতে দমকলের ইঞ্জিন যখন এসেছিল তখন আইআইটি চত্বর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল। আগে খড়্গপুর থেকে দমকল আসে। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না বলে সালুয়া থেকে আরও দমকলের ইঞ্জিন আনা হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। তবে একঘণ্টার কিছু বেশি সময় চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রাত প্রায় ৩টের সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। অন্যদিকে এই আগুনের লেলিহান শিখায় যখন তপ্ত হয়ে ওঠে খড়্গপুর আইআইটির ক্যাম্পাস তখন শোরগোল পড়ে যায়। যাঁদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁরা ছুটোছুটি করতে শুরু করেন। সেখান থেকেই আগুনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকল দফতরে। তাঁরা এসে আগুন নেভানোর জোর চেষ্টা শুরু করেন। এখানের কমন রুমে দাহ্য বস্তু ছিল বলে জানতে পেরেছেন দমকল কর্মীরা। তাতেই আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। আর তখন থেকেই বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। উল্লেখ্য, ২০২১ সালেও খড়গপুর আইআইটির ক্যাম্পাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল। সুতরাং আগুন লাগার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এখানে। কত টাকার ক্ষতি হল সেটা এখনও হিসেব করা হয়নি। তবে বড় বিপদ থেকে সবাই রক্ষা পেলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর রবিবার সকাল থেকে সেখানে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এমনকী আজ এখানে এই ঘটনা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তবে ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার বামকুমার চৌধুরী বলেন, আইআইটির এলবিএস হলের স্টোর রুমে আগুন লেগেছিল। দু'টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। কোন হতাহতের খবর নেই।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাইলট কার দুর্ঘটনায় আহত ৪ পুলিশ

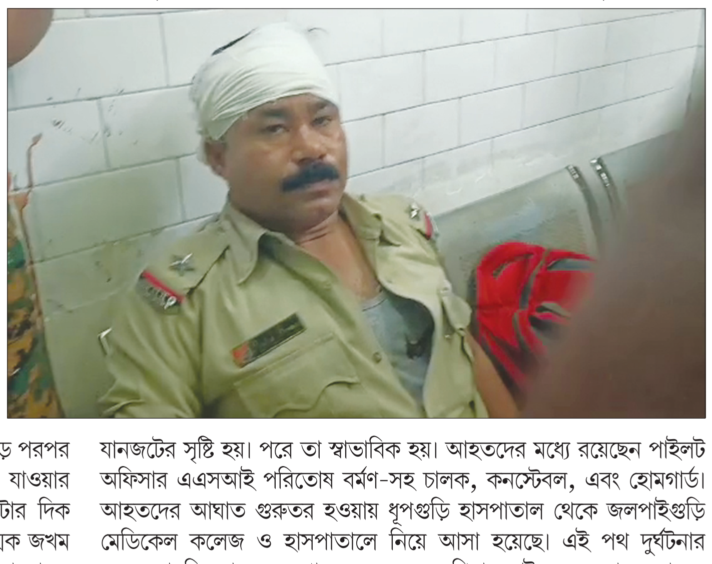

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ রবিবার বানারহাটে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার পাইলট কার। রবিবার সকালে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের ঠাকুরপাঠ এলাকায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের উপরে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন চারজন পুলিশকর্মী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি যেতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পুলিশের পাইলট কার। তার জেরেই আহত হন চারজন পুলিশকর্মী। এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত ঠাকুরপাঠ এলাকায়। জলপাইগুড়ি থেকে এক অফিসার-সহ মোট চার পুলিশ কর্মীকে নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার বানারহাটের বাড়িতে যাচ্ছিল পাইলট কারটি। তখন ঠাকুরপাঠ এলাকায় একটি গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওপর একটি দুধ নিয়ে যাওয়া গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। এদিকে দুটি গাড়ি পথ দুর্ঘটনা কবলে পড়ার পর উলটো দিক থেকে আসা আর একটি গাড়িও এসে ধাক্কা মারে। সুতরাং পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পরপর তিনটি গাড়ি। এদিকে পুলিশের এসকর্ট কারটি বানারহাটের দিকে যাওয়ার সময় একটি গাড়িকে ওভারটেক করে বলে খবর। তখন গয়েরকাটার দিক থেকে আসা একটি দুধের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতেই মারাত্মক জখম হন পুলিশকর্মীরা। তারপর কন্টেনার দুধের গাড়ির পিছনে এসে ধাক্কা মারে। আর তার জেরে দুমড়ে মুচড়ে যায় পুলিশের গাড়ি। এই পথ দুর্ঘটনায় আহত পুলিশ কর্মীদের দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। এই পথ দুর্ঘটনার জেরে রাস্তাঘাটে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে তা স্বাভাবিক হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন পাইলট অফিসার এএসআই পরিতোষ বর্মণ-সহ চালক, কনস্টেবল, এবং হোমগার্ড। আহতদের আঘাত গুরুতর হওয়ায় ধূপগুড়ি হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। এই পথ দুর্ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে যান চলাচল। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং ট্রাফিকের ওসি দুর্ঘটনাস্থলে আসেন। এই গাড়িতে করেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলাকে আনতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এভাবে পথ দুর্ঘটনা হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নবদ্বীপে সিপিএমের অস্থায়ী নির্বাচনী ক্যাম্প অফিস তছনছ করল দুষ্কৃতিরা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২ জুলাই ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লকের চরমাজদিয়া চরব্রহ্মনগর এলাকায় সিপিএমের অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর সহ দলীয় প্রার্থীর ব্যানার ছেঁড়ার ঘটনায় রবিবার সকালেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহ আগেই নবদ্বীপ ব্লকের অপর প্রান্ত মহিশুরা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ওপর মারধর করার অভিযোগ ওঠে সিপিএমের প্রার্থী সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এবং নবদ্বীপ আদালত থেকে অভিযুক্ত সিপিএমের নেতৃত্বরা জামিনও নেয়। এবার নবদ্বীপ ব্লকের সিএমসিবি এলাকায় সিপিএমের অস্থায়ী ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল, বিজেপির বিরুদ্ধে। সিপিএমের দাবী শনিবার প্রায় রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সব কিছুই অক্ষত ছিল। কিন্তু রবিবার ভোর আনুমানিক তিনটে নাগাদ তাদের দলের এক কর্মী মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করেন এই অস্থায়ী ক্যাম্প অফিসটির এই অবস্থা। সকাল হতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সিপিএমের সিএমসিবি এলাকার শাখা সম্পাদক বাবুল সরকার সহ স্থানীয় সিপিএমের নেতৃত্ব ও ঐ এলাকার প্রার্থীরা। সিপিএমের তরফে জানা গেছে, এলাকায় সিপিএম এবার ভাল ফল করার জায়গায় আছে, আর তাই তৃণমূল-বিজেপির দুস্কৃতিরাই এই জঘন্য কাজটি করেছে। শুধু ক্যাম্প অফিসে নয়, প্রার্থীর ব্যানার, ফ্লেক্স সহ দলীয় পতাকাও ছেড়া হয়েছে। আমরা নবদ্বীপ থানার পুলিশ-প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে লিখত অভিযোগও দায়ের করেছি, পাশাপাশি এও দাবি রাখছি অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে ঘটনার সাথে জরিতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নিতে হবে। যদিও নবদ্বীপ ব্লকের জেডপি ২৬ এর বিজেপি সভাপতি মধুসূদন সেন জানান, এই ঘটনার সাথে বিজেপি কোন ভাবেই জড়িত নয়। আমরা এমন নোংরা রাজনীতি করি না। পাশাপাশি তিনি কটাক্ষ করে আরও বলেন, বিজেপির ওতো সময় নেই যাদের বুথে চার-পাঁচটির বেশি ভোট নেই সেই সিপিএমের পতাকা ছিঁড়তে যাবে। সব মিলিয়ে ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক তরজা ও চাপানোতোর ততই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে শেষ হাসি কে হাসবে সেটা দেখার এখন সময়ের অপেক্ষা।

২ জায়ের লড়াইয়ে জমজমাট নির্বাচন

দেবাশিস কংশবণিক, পলাশীপাড়া, ২ জুলাই ঃ নদীয়ার পলাশীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৭ নম্বর বুথে দুই জায়ের ভোট লড়াইয়ে জমে উঠেছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। পলাশীপাড়া পঞ্চায়েতে ৫৭ নং বুথে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন বড় জা মিনা বিশ্বাস। অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ ছোট জা সমাপ্তি বিশ্বাস। সিপিএম প্রার্থী দিলেও মূলত লড়াই বিপদমান দুই জায়ের মধ্যে। এলাকার মানুষ তাকিয়ে আছে আগামী ১১ জুলাই ভোটের ফলাফলের দিকে কোন জা জয়ী হন। যদিও এই লড়াইয়ে তাঁদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি হবে না বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে দু'জনেই। তেহট্ট-২ ব্লকের পলাশীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৭ নম্বর বুথ। যে বুথে ভোটার ১২৬৮ জন। সেই বুথে এই দুই জা প্রার্থী। মহিলা প্রার্থী দুই দল একই পরিবার থেকে দেওয়ায় নির্বাচনী লড়াই জমে উঠেছে। তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছেন ছোট জা সমাপ্তি বিশ্বাস। আর বড় জা মীনাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তবে দুই জা তাঁদের সংসার সামলে প্রচার করছেন। সমাপ্তির পরিবার অনেকদিন থেকে তৃণমূল করেন। তেমন মীনার পরিবার বিজেপি করেন। দুই ভাই দুই দল করলেও কোনদিন তাঁদের মধ্যে অশান্তি হয় নি। তাই তাঁদের বক্তব্য, আমাদের বউরা ভোটে দাঁড়ালেও সম্পর্ক একই থাকবে। মীনা বলেন, আমার স্বামীর ইচ্ছাই এবার প্রথম ভোট যুদ্ধে নামা। তাই সংসার সামলে প্রচারে বের হচ্ছি। আমি মানুষের সাড়া পাচ্ছি। তাই এই নির্বাচনে আমি জিতবোই। তবে যাই হোক ভোটের ফলাফল, আমরা যেমন নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করি সেটাই করবো। ভোট নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনরকম মনোমালিন্য হবে না। সমাপ্তি বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ধ সমর্থক। ছোট থেকে তাঁকে আদর্শ মেনে চলি। বিয়ের পরেও সেটার কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই দল যখন প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিল আর না করতে পারি নি। তবে এই জন্য আমাদের মধ্যে কোনরকম মনোমালিন্য তৈরি হয় নি। আমি মনোনয়ন দিতে যাওয়ার সময় বৌদির আশীর্বাদ নিয়েছি। আমার আশা আমি জিতবো। আমার শাশুড়ি সংসার সামলাচ্ছেন। তাই আমি নিশ্চিন্তে প্রচার করছি। দুই জায়ের লড়াই তারিয়ে উপভোগ করছেন গ্রামবাসীরা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছেন না।

তৃণমূলের প্রার্থী দুই রাজ্যের ভোটার

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ জুলাই ঃ আসানসোল রানিগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রার্থীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এমন ব্যক্তিকে পঞ্চায়েতে প্রার্থী করেছে শাসক দল। প্রতিবাদে সোচ্চার বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তৃণমূল প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিলের দাবিতে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম থাকার কথা অস্বীকার করেছেন প্রার্থী। ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার জেমেরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪১ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী পঙ্কজ কুমার যাদব। পঙ্কজ কুমার যাদব জে কে নগর এলাকায় বসবাস করেন। এখানকার তিনি ভোটার। এবং এই সংসদ থেকেই তিনি ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু পঙ্কজ কুমার যাদবের বিহার রাজ্যের লক্ষীসরাই জেলার ১৬৭ সুরোজগরা কেন্দ্রে পার্ট নম্বর ৩০৯ এবং সিরিয়াল নম্বর ২৭৭-এ নাম রয়েছে। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের অভিযোগ কিভাবে এক ব্যক্তি দুই জায়গায় ভোটার কার্ড থাকতে পারে। দ্রুত পঙ্কজ কুমার যাদবের প্রার্থী পদ বাতিল করতে হবে নতুবা তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন। অপরদিকে পঙ্কজ কুমার যাদব জানান, তিনি বিহার খুবই কম যান। দল যখন তাকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তিনি জানতে পারেন বিহারে তার ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে বিহারে ভোটের তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন ২০২২ সালেই। কিন্তু তারপরও বিহারের ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেওয়া হয়নি কেন এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এই বিষয় নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না। আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সহ-সভাপতি চঞ্চল মুখার্জি জানান এলাকায় পঙ্কজ কুমার যাদবের জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিরোধী প্রার্থীরা ভোটের ময়দানে পঙ্কজের কাছে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত হতে বাধ্য। সেই জন্য বিরোধীরা পঙ্কজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বর্তমানে তার শুধুমাত্র এক জায়গাতেই নাম রয়েছে। বিরোধীরা চক্রান্ত করে তাদের দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। রানিগঞ্জ বিডিও অভীক কুমার ব্যানার্জি জানান, এই বিষয় নিয়ে তার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি।

বাজারে টাস্কফোর্স

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ সবজি বাজারে আগুন দাম। খতিয়ে দেখতে বাজারে পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরে সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া। পটল ৬০-৮০ টাকা কিলো, ঝিঙে ৫০ টাকা কিলো, কচু ১ পিস ৫০ টাকা, কুমড়ো ৪০ টাকা, বেগুন ৫০-৬০ টাকা, আদা ২৫০-৩০০ টাকা কিলো, লংকা ২৫০ টাকা কিলো, টম্যাটো ১২০ টাকা কিলো দরে বিকোচ্ছে। আর এর জেরে হেঁসেলে আগুন গৃহস্থের। যদিও বিক্রেতাদের বক্তব্য বর্ষাকাল। আমদানি কম। তাই দাম বেড়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বাজারে চড়া দামে সবজি কিনতে নাভিশ্বাস উঠছে গৃহস্থের। তাই বাজরে কাটছাট করতে হচ্ছে। অভিযোগ পেয়ে অভিযানে নামে জেলা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখেন সবজির দাম। কেনো এতো দাম বেড়েছে সেটাও পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানতে চাইছেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি খুচরো ব্যবসায়ীদের সাথেও কথা বলছেন ডিইবি অফিসারা।

ভোট প্রদান শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ ইডি ভোটের মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটপর্ব শুরু হয়ে গেল জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি রবিবার ইডি ভোটে অংশ নিয়ে ভোট দিতে দেখা গেল সরকারি কর্মচারীদের। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই ইডি ভোট। এদিন ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ভোটকর্মীরা মূল ভোটের দিন বুথগুলিতে কড়া নিরাপত্তার দাবী জানিয়েছেন। মূলত যারা প্রিসাইডিং অফিসার ও ভোট কর্মীর দায়িত্বে রয়েছেন তাদের জন্যই ইডি ভোটের ব্যবস্থা করা হয় জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসে। এদিন লাইন দিয়ে ভোট দিতে দেখা যায় তাদের। ভোট দিতে এসেছেন প্রিসাইডিং অফিসার স্বপন রায়। তিনি বলেন খুব ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদের। তবে নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের একটাই দাবি ভোটের দিন অবশ্যই যেন তাদের জন্য সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ইডি ভোটে অংশ নিতে এসে এমনই দাবি করেছেন খোকন মোহন্ত সহ অন্যান্য সরকারি কর্মীরাও।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন গ্লোবাল ই-টেন্ডার

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

নং. : সিওএস/ সিআরজে/ পাব/ ই-টেন্ডার/ ১৯/ ০১৬২, তারিখ : ২৯.০৬.২০২৩। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিঙ্কের অধীনে দেখা যাবে। এই ই-টেন্ডারের সাপেক্ষে দর শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক মাধ্যমে www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply লিঙ্ক অ্যাক্সেস করে জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনও প্রশ্ন থাকলে অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য জানতে ডেপুটি সিএমএম/ এইচকিউ/ সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/ কন/ এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১-এর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। [illegible]

PR8/072

আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

হোমিওপ্যাথিতে মাইগ্রেনের যন্ত্রনা থেকে মুক্তিলাভ

দুরন্ত বার্তা ঃ মাইগ্রেন হলে তীব্র মাথাব্যথা হয়- যা সাধারণত মাথার একদিকে বা পেছনের দিকে অনুভূত হয়। তবে চোখের চারপাশে হতে পারে। সাধারণভাবে এটিকে আমরা আধকপালি মাথাব্যথাও বলি। মেয়েদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা দেয়, তবে পুরুষেরও হতে পারে। সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে এই রোগ শুরু হয়। মাইগ্রেন মাথাব্যথা হলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এটি একদিকে শুরু হয়ে সারা মাথা ছড়িয়ে পড়ে। নারী ও পুরুষের এই অনুপাত ৫ঃ১।

মাইগ্রেন কি ঃ মাইগ্রেন হলো এক বিশেষ ধরনের অসহণীর মাথাব্যথা। এটি গ্রিক শব্দ 'হেমোক্রেনিয়া' হতে এসেছে যার অর্থ অর্ধ মাথার খুলি বা করোটি। এটি প্রথমে অর্ধ মাথায় হয়ে থাকে। এর পরে সারা মাথা ছড়িয়ে পড়ে। এতে মাথায় স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। মাথার বহিরাবরণে যে ধমনিগুলো আছে, সেগুলো মাথাব্যথার শুরুতে স্ফীত হয়ে যায়। যাদের মাইগ্রেন হওয়ার প্রবণতা বেশি তাদের শব্দ, আলো ও গন্ধ সবই অসহ্য লাগে। মাথাব্যথার সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমিও হতে পারে। কখনো চোখে ঝাপসাও দেখা যায়।

কেন ও কাদের বেশি হয় ঃ মাথার ভেতরে রক্ত চলাচলের তারতম্যের কারণে মাইগ্রেন মাথাব্যথা হয়। রক্ত চলাচল কমে গেলে চোখে অন্ধকার দেখায় তারপর হঠাৎ রক্ত চলাচল বেড়ে গেলে প্রচন্ড মাথাব্যথা অনুভূত হয়। মাইগ্রেন কেন হয়, তা এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। অনেক কারণেই মাইগ্রেন হতে পারে। যেমন বংশগত বা জেনেটিক, অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা, পরিবেশের প্রভাব, জন্মনিয়ন্ত্র ওষুধ ও হরমোন। এ ছাড়াও আরো কিছু কারণেও হতে পারে। যেমন- মদ্যপান, ধূমপান। পনির, চকোলেট, কফি, কোমলপানীয়, প্রচন্ড শীত, অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত আলোতে কাজ করা, বেশি সময় কম্পিউটার মনিটর ও টিভির সামনে থাকা, মাসিকের সময়, হঠাৎ বিপজ্জনক খবর বা আবেগ প্রবণ হলে। মোবাইলে কথা বলা বা বেশি কথা বলা, অতিরিক্ত ভ্রমণ, ব্যায়াম। আবার মাইগ্রেন রোগী কিন্তু পাশাপাশি সাইনাসে ভুগছে বা সর্দি কাশি বা ঠান্ডায় ভুগছেন। তাদের ব্যথা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার শীতকালে কুয়াশা পরিবেষ্টিত অবস্থায় মাইগ্রেনের মাথাব্যথা বেড়ে যায়।

প্রকারভেদ ও লক্ষণাবলি ঃ মাইগ্রেনকে বেশ কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে সাধারণ ক্ল্যাসিক্যাল, ব্যাসিলার আর্টারি, অপথেলমোপ্লেজিক, হেমিপ্লেজিক ও ফেমিওপ্লেজিক মাইগ্রেন ইত্যাদি। এদের মধ্যে কমন ও ক্ল্যাসিক্যাল মাইগ্রেনই বেশি দেখা যায়।

সাধারণ মাইগ্রেন ঃ সাধারণ মাইগ্রেনই বেশি দেখা যায়। এই ব্যথা ৪-৭২ ঘণ্টাব্যাপী হয়। সাধারণ মাইগ্রেনে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলি লক্ষণীয় হতে পারে- অর্ধেক মাথায় ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, দপদপ বা চিনচিন করে মাথাব্যথা। শব্দ ও আলো ভীতি। এই ধরনের মাথাব্যাথায় কানের ওপরে চাপ দিলে, কপাল টিপলে ও মাথার চুল টানলে আরাম বোধ হয়।

ক্ল্যাসিক্যাল মাইগ্রেন ঃ এটিও বেশি দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে চোখের সামনে আলো ঝলকানি ও চোখ ঝাপসা হতে পারে। হাত, পা ও মুখের চারপাশে ঝিনঝিনে ব্যথা অনুভূতিসহ শরীরের একপাশে দুর্বলতা ও অবশ হতে পারে এরপর প্রচন্ডভাবে মাথাব্যথা শুরু হয়। প্রথমে এক পাশ হতে শুরু হয়ে মাথায় সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর দপদপে মাথাব্যথা, শরীরে প্রচুর ঘাম হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলে। কখনো কখনো চোখের দৃষ্টির সমস্যা নিয়ে এই রোগ দেখা দিতে পারে। তখন অবশ্য মাথাব্যথা নাও থাকতে পারে। লক্ষ্য করতে হবে দৃষ্টির সময় ১ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে ধরে নিতে হবে এটি মাইগ্রেন নয়, ব্রেন বা চোখের অন্যান্য সমস্যা হতে পারে।

ব্যাসিলার আর্টারি মাইগ্রেন ঃ এই ধরনের মাথাব্যথা মাথার পেছন দিক হতে শুরু হয়। এতে মাথাঘোরা ভাবও থাকতে পারে।

অপথেলমোপ্লেজিক মাইগ্রেন ঃ এই ধরনের মাথাব্যথায় চোখের উপরিভাগ হতে শুরু করে মাথার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ঝাপসা দেখে। আলোর প্রতি তাকাতে পারে না ফলে অন্ধকার ঘরেই থাকতে ভালো লাগে।

হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন ঃ এই মাথাব্যথায় শরীর অবশ হয়ে যায়। এই ধরনের ব্যথা বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয়।

মাইগ্রেনের মাথাব্যথার পূর্বের লক্ষণাবলি ঃ মাথাব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে কয়েক দিন পূর্বের অবস্থাতে হতে পারে। এই সময় মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে। এ সময় রোগী খিটখিটে, অতি উৎসাহী, শান্ত ধীরগতি, বিষন্ন, উল্লসিত, ঝিমুনি, অতি সচেতন ভাব হতে পারে। অনেক সময় বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে। এই লক্ষণগুলো আমরা হয়তো এড়িয়ে চলি। তবে এগুলো শনাক্ত করে অতিদ্রুত চিকিৎসা নেওয়া জরুরি।

মাইগ্রেন মাথাব্যথার পরে লক্ষণাবলি ঃ মাথাব্যথা শেষ হওয়ায় পর রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বলতা বোধ করে। ক্ষুধামন্দা ও মনোরোগের সমস্যা হতে পারে।

কিভাবে হয় ঃ বিশেষজ্ঞরা এই মাথাব্যথার জন্য একটি হরমোনকে দায়ী করেছেন, সেটি হলো সেরোটোনিন। মেকানিক্যাল কারণে বহিঃ মস্তিষ্কের ধমনীগুলোর প্রসারণ ঘটে। তবে সেরোটোনিন ও মেকানিক্যাল কারণে যখন কোষগুলোর উদ্দীপিত হতে থাকে, তখনই ব্যথা অনুভূত হয়।

রোগ শনাক্তকরণ ঃ এই রোগে সাধারণত রোগীর দেওয়া উপসর্গ ভিত্তিতেই শনাক্ত করা যায়। তবে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাইনাসের প্রয়োজনীয় এক্স-রে, চোখ পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি করা যেতে পারে।

কি ধরনের খাবার এড়িয়ে চলবেন ঃ চা, কফি, কোমলপানীয়, চকোলেট, আইসক্রিম, দুধ, দই, মাখন খাবেন না। টমেটো ও টক জাতীয় ফল খাবেন না। গম জাতীয় খাবার যেমন-রুটি ও ব্রেড ইত্যাদি এড়িয়ে চলবেন। আপেল, কলা ও চিনাবাদাম খাবেন না। পেঁয়াজ খাবেন না। ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন খাবারে সমস্যা হতে পারে। তাই যে খাবার খেলে সমস্যা হচ্ছে সেটি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কোন কোন খাবার খাবেন ঃ সবুজ, হলুদ ও কমলা রংয়ের শাক-সবজি, ফলমূল খাবেন। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডিসমৃদ্ধ খাবার খাবেন। ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাবেন। গ্রিন টি, আদার রস খাবেন। খেজুর ও ডুমুর জাতীয় খাবার খাবেন।

মাইগ্রেন হতে মুক্তি পেতে কি করবেন ঃ দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকা যাবে না। রোগীকে প্রত্যহ অন্তত ৮ ঘণ্টা ঘুম অত্যাবশ্যকীয়। মদ, ধূমপান পরিহার করতে হবে। জন্ম বিরতিকরণ পিল ব্যবহার না করে অন্য কোন উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত বা কম আলোতে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তীব্র ঠান্ডা ও কড়া রোদ দুটোই এড়িয়ে চলতে হবে। কোলাহলপূর্ণ এলাকা, উচ্চ শব্দ এড়িয়ে চলতে হবে। দীর্ঘ ভ্রমণ, মানসিক চাপ ও পরিশ্রম এড়িয়ে চলতে হবে। দীর্ঘক্ষণ টিভি ও কম্পিউটারের সামনে না থাকা।

নিজে নিজে ব্যথা কমাতে যা করবেন ঃ বমি বমি ভাব কাটাতে ১ টুকরা আদা মুখে দিন ব্যথা অনেকটা লাঘর হবে। মাথাব্যথা বেশি হলে বরফের টুকরা একটা আইসব্যাগে নিয়ে ব্যথাযুক্ত স্থানে দিয়ে রাখুন তাতেও ব্যথা কমে যাবে। গ্রিন টির সঙ্গে আদা কুচি ও লেবু দেওয়া হলে ব্যথার প্রকোপ অনেকটাই কমে আসবে। অতিরিক্ত আলোময় স্থানে না থেকে ঘর অন্ধকার করে ঘুমিয়ে নিন। এতে ব্যথা অনেকটাই কমে আসবে। আরামদায়কভাবে বসে বা শুয়ে নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নিন, আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। এভাবে ৫ থেকে ১০ বার গভীর শ্বাস নিলে শরীর হালকা হয়ে যাবে। রেহাই পাবেন মাইগ্রেনের মতো তীব্র যন্ত্রণা থেকে।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা মানেই ওষুধ নয়। দরকার নিয়ম মেনে চলা ও সচেতন হওয়া। মনে রাখা উচিত সব মাথাব্যথাই কিন্তু মাইগ্রেন নয়। মাথার টিউমার, মাথায় রক্তক্ষরণ দৃষ্টি স্বল্পতার কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে। হোমিওপ্যাথিক লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। তাই সঠিক লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিলেই ভালো চিকিৎসা করা সম্ভব। হোমিও মতে গ্লোনয়িন, স্যাঙ্গুনেরিয়া, নাক্স, স্পাইজেলিয়া, আইরিস, ক্যানাবিস স্যাট, ন্যাট মিউর, ন্যাজা, সাইলিসিয়া, সিপিয়া, সাইক্ল্যামেন, ইপিকাক, ক্যাকটস, চেলিডোনিয়াম, ল্যাকেসিস, আর্সেনিক মেট, এমন পিক্রেটাম, ককুলাস, ব্রায়োনিয়া, থুজা, সিমিসিফুগা, জিঙ্কাম, ম্যাগ ফস, ক্যাল ফস, বেলেডোনা, অনসমোডিয়াম, একোনাইট, ক্যাল ফস প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করে মাইগ্রেনের মতো তীব্র যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই এই রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ডায়াবেটিস থেকে পায়ে ঘা হলে

দুরন্ত বার্তা ঃ ডায়াবেটিক রোগীদের অনেকেরই পায়ে ঘা হয়, যাকে বলে ডায়াবেটিক ফুট। পায়ের ঘা বিস্তার লাভ করলে একপর্যায়ে পচন ধরে এবং তখন পুরো পা কেটে ফেলতে হয়। অথচ সময়মতো সঠিক চিকিৎসা নিলে সম্পূর্ণ ভালো হয়। ডায়াবেটিসের কারণে পায়ে ক্ষত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ডায়াবেটিক রোগীদের এমন পাকে বলা হয় ডায়াবেটিক ফুট। শুরুতে চিকিৎসা না নিলে একপর্যায়ে বেহাল অবস্থা হয়। তখন গ্যাংগ্রিন হয়ে অনেকের পায়ে পচন ধরে। তখন কারো হাঁটুর নিচ থেকে, কারো আবার হাঁটুর ওপর থেকে পা কেটে ফেলতে হয়। কেউ মাসের পর মাস পায়ে তৈরি হওয়া ক্ষত নিয়মিত ড্রেসিং করেন। চিকিৎসা খরচের ভারে নুইয়ে পড়েন অনেকে।

কারণ ঃ দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের যেসব কারণে পায়ে ক্ষত তৈরি হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি, সেগুলো হলো-পায়ের বোধশক্তি কমে আসা (নিউরোপ্যাথি), পায়ের রক্ত চলাচলের পরিমাণ কমে যাওয়া (পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ), ছোট কোনো ক্ষত বা পায়ের তলায় তৈরি হওয়া ফাটল (ক্র্যাক) দিয়ে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ইত্যাদি।

নিউরোপ্যাথি ঃ নিউরোপ্যাথির কারণে পায়ের বোধশক্তি কমে আসে। পা তখন গরম বা ঠাণ্ডা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলেও রোগী তা বুঝতে পারে না। তৈরি হয় ছোট একটি ক্ষত, যেটা পরবর্তী সময়ে বড় হতে থাকে। আবার বোধশক্তি না থাকায় অনেক সময় পায়ে ছোটখাটো আঘাত বা পায়ে কোনো কিছু ফুটে গেলেও রোগী বুঝতে পারে না। সেখান থেকে তৈরি হয় বড় ক্ষত।

পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ ঃ পায়ের হাড়, মাংস-অর্থাৎ পায়ের টিস্যু বা কোষগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য সঠিক মাত্রায় রক্তপ্রবাহ প্রয়োজন। ডায়াবেটিক রোগীদের এই রক্তপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটে, ফলে পায়ে সহজে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তৈরি হওয়া ক্ষত সহজে সারে না। রক্তপ্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলে পায়ে পচন ধরে, যেটাকে বলা হয় গ্যাংগ্রিন। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নিলে পায়ের ওই অংশ কেটে ফেলা লাগতে পারে।

পায়ের তলায় ফাটল (ক্র্যাক) ঃ দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের তলার চামড়া শুকিয়ে ফাটল তৈরি হয়। এই ফাটলগুলো দিয়ে রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে এবং পায়ে ও পায়ের হাড়ে ক্ষত (অস্টিওমায়েলাইটিস) সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিরোধে করণীয়

-জল অতিরিক্ত গরম অনুভূত হচ্ছে কি না তা বুঝতে বাসায় অন্য কারো সাহায্য নিন। বেশি গরম জল ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

-হিটার বা আগুনের খুব বেশি কাছাকাছি বসবেন না। হট ব্যাগ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

-ছোটখাটো কাটাছেঁড়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

-পা যদি রুক্ষ হয় বা পায়ে যদি ফাটল থাকে, তাহলে ভেসলিন বা অলিভ অয়েল মাখুন।

-স্নানের পর নখ নরম থাকে, তাই স্নানের পর নখ কাটুন। নখ অতিরিক্ত বাঁকা বা শক্ত থাকলে সার্জারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

-নিয়মিত নিজে নিজে আঙুল, আঙুলের ফাঁকা জায়গা, পায়ের তলা পরীক্ষা করুন।

-ডায়াবেটিস রোগীরা জুতা পায়ে দেওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবেন, যাতে পায়ে কোনো খোঁচা না লাগে, কোনো ক্ষত যেন তৈরি না হয়।

-পায়ে সামান্যতম জখম হলেই সেটা ঘায়ে পরিণত হতে পারে। পায়ে ঘা হলে ডায়াবেটিক রোগীদের ঘা সহজে শুকাতে চায় না এবং সময়মতো চিকিৎসা না নিলে ঘায়ের বিস্তৃতি ঘটে, পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়। তখন পুরো পা কেটে ফেলতে হয়।

-রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ না করলেও যেকোনো সময় পায়ে ঘা দেখা দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

-কোনো কারণে পায়ে ঘা বা ক্ষত দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ফুট কেয়ার বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন।

-অজ্ঞতার কারণে এই রোগীরা কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তারসহ বিভিন্ন জায়গায় যায়। কিন্তু সঠিক চিকিৎসার অভাবে তাদের পা কেটে ফেলতে হয়।

সতর্কতা

-পায়ে হঠাৎ করে ব্যথা ও ফুলে লাল হয়ে গেলে, ফোসকা পড়লে, ছোট কোনো ক্ষত তৈরি হলে, পায়ে কিছু বিঁধলে, গরম জল বা গরম কোনো বস্তুতে পা ঠেকলে সতর্ক হতে হবে।

-পায়ের নখ পুরু ও বাঁকা হয়ে আঙুলের মধ্যেই প্রবেশ করলে, পায়ের হাড়ের গঠনগত কোনো ত্রুটি থাকলে। পায়ে এর আগে কোনো ক্ষতের ইতিহাস থাকলে, পায়ের বোধশক্তি এতটাই কম যে ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি বোঝা যাচ্ছে না-এমন হলেও সতর্ক হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রতি তিন থেকে ছয় মাস পর পর পা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো।

জুতা সম্পর্কে ঃ বাইরে বের হওয়ার সময় স্যান্ডেল না পরে চামড়ার জুতা পরুন। জুতা পরলে পায়ের আঙুল ও গোড়ালি সুরক্ষিত রাখে। জুতা হতে হবে সমতল, নরম, হালকা কিন্তু জুতার সোল শক্ত হওয়া আবশ্যক, যাতে কোনো ধারালো বস্তু জুতার সোল ভেদ করে পায়ে ক্ষত তৈরি না করে। জুতার মাপও সঠিক হওয়া চাই, যাতে বড়ও না হয় আবার ছোটও না হয়। দরকার হলে মাপ দিয়ে জুতা বানান।

ডায়াবেটিক ফুট কেয়ার ঃ ফুট কেয়ার হচ্ছে আলাদা একটা প্রযুক্তি, যেখানে পায়ের ঘায়ের নিয়মিত ড্রেসিং থেকে শুরু করে, ডিব্রাইবমেন্ট (ক্ষতস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা), ক্ষতস্থানের অপারেশন, প্রয়োজনে স্কিন গ্রাফটিং, পারটিয়াল অ্যাম্পুটেশন, পুষ্টিবিদের পরামর্শে পুষ্টি ও খাদ্য গ্রহণ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বোঝায়। এখানকার সার্জনরা ও নার্সরা ফুট কেয়ার সার্জারির ওপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যাঁরা সার্বক্ষণিক তদারকিতে রোগীদের সেবা দেন।

সময়মতো সঠিক জায়গায় চিকিৎসা করালে ডায়াবেটিসজনিত পায়ের ঘা নিয়ন্ত্রতযোগ্য, নিরাময়যোগ্য ও সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য। অর্থাৎ সময়মতো সঠিক চিকিৎসা নিলে পা না কেটে চিকিৎসা দিয়ে রক্ষা করা যায়। অনেক সময় হয়তো একটা আঙুল কেটে ফেলতে হয় অথবা সব আঙুল কেটে ফেলতে হয়। এতে পা রক্ষা করা সম্ভব হলে রোগীটি হাঁটতে পারে। কিন্তু বিলম্বের কারণে ঘা বিস্তৃতি লাভ করে অনেক সময় হাঁটু পর্যন্ত উঠে যায়। তখন হাঁটুর ওপর থেকে পা কেটে ফেলে দিতে হয় রোগীকে বাঁচানোর জন্য। তাই ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ে সামান্য ক্ষত তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিক ফুট কেয়ারে যাওয়া উচিত।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরুষত্বের ইতি

দুরন্ত বার্তা ঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে হরমোনের মাত্রা পরিবর্তিত হতে থাকে। মেয়েদের নিয়মিত রজঃস্রাবের জন্য দায়ী যেসব হরমোন, সাধারণত ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়সে তা সহসা কমে যায় এবং রজঃনিবৃত্তি ঘটে। ইংরেজিতে একে মেনোপজ বলা হয়। পুরুষদের বেলায় পুরুষত্বের জন্য দায়ী হরমোনের মাত্রা এমন সহসা কমে যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে এর মাত্রা কমতে থাকে এবং এই পরিবর্তন কয়েক বছর ধরে চলে। এক পর্যায়ে পুরুষত্বের অনেক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। একে পুরুষদের মেনোপজ বলা যায়। অধিকাংশ চিকিৎসা বিজ্ঞানী পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ লোপ পাওয়াকে অ্যান্ড্রোপজ বলে থাকেন। পুরুষত্বের জন্য দায়ী মূল হরমোন টেস্টোস্টেরন। টেস্টোস্টেরন শরীরে কমে যাওয়ার কারণে আন্ড্রোপজ হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনোপজ বা রজঃস্রাব নিবৃত্তি হলে ডিম্বস্ফোটন বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মিত মাসিক রজঃস্রাব হয় না। এই পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান। পাশাপাশি রজঃনিবৃত্তির জন্য মহিলাদের নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। অনেক মহিলা রজঃনিবৃত্তির শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন তীব্রভাবে অনুভব করেন। অনেকে এসব পরিবর্তন তেমন আমলে নেন না এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। পুরুষদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমতে থাকে। টেস্টোস্টেরনের ঘাটতি সহসা তেমনভাবে দৃশ্যমান হয় না। এজন্য অ্যান্ড্রোপজ কখন ঘটে যায় তা অনেক পুরুষই উপলব্ধি করতে পারেন না। টেস্টোস্টেরন হরমোনের অভাবে পুরুষের যৌন চাহিদা, মানসিক শক্তি ইত্যাদি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। গড় পড়তা ৩০ বছর বয়স হওয়ার পরে এর মাত্রা প্রতিবছর ১ শতাংশ করে কমে সাধারণত ৭০ বছর বয়স্ক পুরুষের শরীরে এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক কমে যায়। কারও কারও এই মাত্রা আরও কমে যেতে পারে। স্বভাবত একজন পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বয়স বাড়ার জন্য কমেছে, নাকি অন্য কোনো রোগ-ব্যাধির জন্য কমেছে তা মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসা না করলে অনেক কারণেই টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যায় যেমন- নিদ্রাকালীন শ্বাস আবদ্ধতা। টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমে গেলে নানা রকম লক্ষণ-উপসর্গ দেখা যায়। যেমন-

-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনাচরণের পরিবর্তন। অনেকের অণ্ডকোষ দুটি আকারে-আকৃতিতে ছোট হয়ে যায় এবং যৌন দুর্বলতা দেখা দেয়।

-অনেক পুরুষের ঘুমের ধরন বদলে যায়। অনেকে নিদ্রাহীনতায় ভুগতে পারেন।

-শরীরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়, পেশির পরিমাণ কমে যায় এবং ভারি শারীরিক কসরত করার ক্ষমতা কমে যায়। হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়। অনেক পুরুষের স্তন বৃদ্ধি ঘটে এবং তা ব্যথাযুক্ত হতে পারে। অনেকের মাথার চুল পড়ে যায় এবং টাক দেখা যায় এবং কেউ কেউ হঠাৎ হঠাৎ শরীরে উত্তাপের ঝলক সৃষ্টি হয় বলে অনুভব করে থাকেন।

-কর্মস্পৃহা অনেক কমে যায়। কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার পাশাপাশি অনেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যৌবনের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, মনের জোর, সব জয় করার এক উদগ্র বাসনা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমার ফলে তা কোথায় যেন উবে যায়। অনেকে কোনো কাজে একভাবে মনঃসংযোগ করতে পারেন না, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এমনকি অনেকে বিভিন্ন মাত্রার বিষন্নতায় ভুগতে পারেন।

অনেক সময় অন্যান্য শারীরিক অসুখ যেমন- থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা, বিষন্নতা রোগ, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি কিংবা ওষুধ সেবনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসাবেও এ রকম হতে পারে। সুতরাং একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। পুরুষের পরিণত বয়সে টেস্টোস্টেরন কমে যাওয়ার ফলে পুরুষত্বের ইতি বা অ্যান্ড্রোপজও কোনো অসুখ নয়। এটি জীবনের একটি পরিবর্তিত ধাপ বা পর্যায় মাত্র। এটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে জীবনের এই নতুন পর্যায়টিকে উপভোগ করা এবং আনন্দমুখর করে তোলা লক্ষ্য হওয়া উচিত। শেষ বয়সে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পুণরায় টেস্টোস্টেরন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে কতগুলো বিষয় খেয়াল রাখা উপকারী

চিকিৎসকের সঙ্গে এ বিষয়ে সরাসরি কথা বলা উত্তম। সমস্যাগুলো যদি বয়স বাড়ার কারণে না হয়ে অন্য কোনো অসুখ-বিসুখ কিংবা ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে হয়, তাহলে তার সমাধান করা যেতে পারে। জীবনাচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যেমন- স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীর চর্চা করা ইত্যাদি। সুস্থ জীবনাচরণ শারীরিক শক্তি ও মানসিক উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। বিষন্নতার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে গেলে পুরুষের কর্মস্পৃহা, মানসিক উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পায়। বিষন্নতার কারণে অনেকের মেজাজ খিট খিটে হয়ে যায়, নিঃসঙ্গ থাকতে পছন্দ করেন এবং সামাজিক কর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত কাজ করার প্রবণতা, অতিরিক্ত নেশা করা কিংবা বিপজ্জনক কাজকর্ম করাও বিষন্নতার কারণে হতে পারে।

বনজ ওষুধ সেবনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। গাছগাছড়ার কিংবা পাতার রস খেয়ে হরমোন বাড়ানো যায় না। এগুলো সেবন করে যকৃত কিংবা কিডনি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। টেস্টোস্টেরন প্রতিস্থাপন চিকিৎসায় অনেকে উপকৃত হয়ে থাকেন। তবে এর কার্যকারিতা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

গরুর দুধ যখন শিশুদের জন্য অ্যালার্জির কারন হয়

দুরন্ত বার্তা ঃ গরুর দুধে প্রায় ২০ ধরনের প্রোটিন আছে, যার মধ্যে পাঁচটি বেশ অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী। যেমন-বিটা ও আলফা ল্যাকটো গ্লোবুলিন, কেসিন, বোভাইন সিরাম এলবুমিন ও গামা গ্লোবুলিন। অনেক শিশুরই গরুর দুধে অ্যালার্জি হওয়াটা বিচিত্র নয়। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে ধীরে ধীরে গরুর দুধে অভ্যাস করানোর সময় এটি ধরা পড়ে। সে কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিশুর দুই-তিন বছর বয়সের দিকে এটা শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এসব শিশুর গরুর দুধ নয়, দুধের তৈরি যেকোনো খাবারে অ্যালার্জি হতে পারে।

গোদুগ্ধ অ্যালার্জির প্রায় ৮০ শতাংশ হলো তীব্র মাত্রার। এতে রক্তে আইজি-ই বেশি পাওয়া যায়। স্কিন টেস্ট পজিটিভ হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক ইতিহাস থাকে। কারও কারও (২০ শতাংশ) অ্যালার্জি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, ফলে সহজে নির্ণয়যোগ্য নয়। এগুলোতে রক্তে আইজি-জি বা এম বেশি থাকতে পারে। এসব শিশুর অনেকে ঠিকভাবে বাড়ে না, অসুখ লেগেই থাকে। ১-২ শতাংশ শিশুর গরুর দুধে অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া প্রথম বছরেই দেখা দেয়। লক্ষণগুলো হলো- বমি, ডায়রিয়া, পেটব্যথা, শরীরে র‍্যাশ, অ্যাকজিমা, নাকের অ্যালার্জি, কানপাকা অসুখ, অ্যাজমার মতো দীর্ঘমেয়াদি কাশি ও বুকে শোঁ শোঁ শব্দ। এরা রক্তস্বল্পতায় ভোগে ও ওজনে কম বাড়ে। ভগ্নস্বাস্থ্য থাকে।

কী করবেন?

১. শিশুর প্রথম বছরে গোদুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাবার পরিহার করা উচিত। প্রথম ছয় মাস শুধু মায়ের বুকের দুধ এবং তারপর মায়ের দুধের সঙ্গে অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার দিন। এক বছর পার না হলে গরুর দুধ বা দুধের তৈরি কোনো খাবার দেবেন না।

২. গরুর দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার পর পেটব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, ত্বকে র‍্যাশ ইত্যাদি দেখা দিলে সংেদহ করতে হবে যে এতে অ্যালার্জি আছে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা ও স্কিন টেস্ট করে নিশ্চিত হতে পারেন। সমস্যা শনাক্ত হলে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এড়িয়ে যেতে হবে। কারও কারও ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে, যাদের দুগ্ধজাত খাবার খেলেই পেট ফাঁপে ও বদহজম হয়। তারাও দুধ এড়িয়ে চলবে।

৩. গরুর দুধের অ্যালার্জির কারণে যদি শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রক্তস্বল্পতা বা শ্বাসকষ্টে পড়ে, তবে তার খাবার তালিকা থেকে গোদুগ্ধ উপাদান বাদ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমিষের চাহিদা পূরণ করতে অন্যান্য আমিষযুক্ত খাবারে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

উত্তর ঃ এখন তো জীবন মানেই ইন্টারনেট, তবে তা ব্যবহারের জনপ্রিয় প্রযুক্তি হলো 'ওয়াই ফাই'। কিন্তু এই প্রযুক্তি যে মানব শরীরের জন্য নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করছে সে খেয়াল আমাদের অনেকেরই নেই। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ওয়াই ফাই বিকিরণের নানা ক্ষতিকর প্রভাব মানবদেহের ক্ষতি করেই চলেছে। বিশেষ করে শিশু শরীরে এর ক্ষতির প্রভাব আরও বেশি। ঘরের মধ্যে থাকা মোডেম ও রাউটারগুলি থেকে বের হয়ে আসা বিকিরণ ঘরের বাতাসকে দূষিত করে তুলছে। শিশু ও গর্ভবতী নারীর জন্য এই বিকিরণ আরও মারাত্মক। তাই বাড়িতে শিশু ও গর্ভবতী নারী থাকলে ওয়াই ফাই ডিভাইস সেখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, দিনের অনেকটা সময় ওয়াই ফাই রেডিয়েশনের মধ্যে থাকলে অনিদ্রার সমস্যা অবশ্যই হতে পারে। ঘুমের সময় অবশ্যই ওয়াই ফাই বন্ধ রাখা উচিত। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যারা এই বিকিরণের মধ্যে থাকেন, তাদের এনার্জি লেভেল অনেক কম। বিজ্ঞানীরা আরও বলছেন, স্কুলে পড়া শিশুদের ক্ষেত্রে 'ওয়াই ফাই'-এর কুপ্রভাব আরও বেশি। বয়স্কদের ক্ষেত্রে মনসংযোগের অভাব দেখা দেওয়ার কারণ এই বিকিরণ। পুরুষদের স্পার্ম ও ডিএনএ-তে এই বিকিরণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কোষের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ওয়াই ফাই বিকিরণ। একই সঙ্গে মোবাইল ফোনের বিকিরণও সমান ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীদের পরামর্শ, যতটা সম্ভব কমানো উচিত এর ব্যবহার। ওয়াই ফাই চালু করলেই তার বিকিরণের প্রভাবে অনেকের হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে। হার্টের দুর্বলতা থাকলে তো 'সোনায় সোহাগা'। এর মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের মধ্যে থাকলে মাথাব্যথা হওয়া খুব স্বাভাবিক। প্রথমে বোঝা না গেলেও পরের দিকে তা জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৬। আমি একজন শিক্ষক। দিনের বেশির ভাগ সময়ই বসে থাকতে হয়। কোমর খুব ব্যথা করে আর মেরুদণ্ডের হাড়েও ব্যথা করে। ঘুম থেকে ওঠার পরই কোমর আর মেরুদণ্ডের হাড়ে বেশি টের পাই। করণীয় কী?

উত্তর ঃ দীর্ঘ সময় বসে থাকার কারণে, ভুল দেহভঙ্গির কারণে এমন সমস্যা হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা ভালো, আপনার বয়সী পুরুষদের অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস নামের বাতরোগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যদি ঘুম থেকে ওঠার পর বা বিশ্রাম নেওয়ার পর ব্যথা বেশি হয়, সন্ধি স্টিফ বা অকেজো মনে হয়, তবে মেডিসিন বা বাতরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৩ বছর। কণ্ঠস্বর তুলনামূলক অনেক পাতলা। মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় অচেনা লোক আমাকে দিদি বা ম্যাডাম বলে সম্বোধন করে। মাঝেমধ্যে আমি খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। এই বিষয়ে সুপরামর্শ কামনা করছি।

উত্তর ঃ ছেলেদের কণ্ঠস্বর কৈশোরে পরিবর্তিত হয়। এই সময় পাতলা কণ্ঠ মোটা, ভারী ও পুরুষালি হয়ে ওঠে পুরুষ হরমোনের প্রভাবে। ভোকাল কর্ডে পরিবর্তন আসে। কারও এই পরিবর্তন ঠিকঠাক না হলে কণ্ঠস্বর পাতলা রয়ে যেতে পারে। এর সুরাহা করা মুশকিল। তবে আপনার হরমোনজনিত অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না, তা দেখে নিতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ১৪ বছর। আমি সবার সামনে কথা বলতে পারি না তোতলামোর কারণে। অপরিচিত লোক বা নতুন পরিবেশে এটা বেশি হয়। করণীয় কী?

উত্তর ঃ উদ্বেগ, মানসিক চাপ ইত্যাদি তোতলামোর সমস্যা বাড়ায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো কমে গেলেই তোতলামো কমে যায়। স্পিচ থেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া যায়। অতিরিক্ত উদ্বেগপ্রবণ হলে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্যও নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ প্রস্রাব পুরোপুরি হয় না। সমস্যা কোথায়? মূত্রথলি নাকি মূত্রনালিতে?

উত্তর ঃ প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হওয়ার কারণে মূত্রথলি বা মূত্রনালিতে পাথর বা বাধা থাকলে মূত্রথলির পেশি দুর্বল হয়ে পড়া বা স্নায়ুজনিত দুর্বলতায় এমন হতে পারে। দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস থেকেও হতে পারে এমন। কারণটি বের করে তা দূর করলে সমাধান হবে।

ফের খেলা হবে!

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে 'খেলা হবে' স্লোগান। বিরোধীদের উদ্দেশে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য এবং জেলা পরিষদের প্রার্থী কাজল শেখের গলায় শোনা গেল 'খেলা হবে' স্লোগান। তাঁর হুঁশিয়ারি, যাঁরা রাতের অন্ধকারে প্রচারের নামে আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষজনকে টাকা দিয়ে, মদ খাইয়ে ভুল বোঝাতে আসবেন, তাঁদের দেখে নেওয়া হবে! তখন খেলাও হবে! কী 'খেলা হবে', তা অবশ্য কাজল খোলসা করেননি। তাঁদের উপস্থিতিতেই বিজেপির উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে কাজল শেখ বলেন, যদি ধরতে পারে, রাতের অন্ধকারে, এখন কথাটা বলব না। তখন তোমরা বুঝতে পারবে। রাতের অন্ধকারে প্রচার করতে নয়। বিজেপির কাছে প্রচুর টাকা আছে। রাতের অন্ধকারে যারা আমার আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাই আছে, যাদের মধ্যে শিক্ষার হারটা কম, তাদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, মদে আসক্ত করে, ভুল পথে যারা পরিচালনা করবে, তাদেরকে দেখে নেব। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবে, তাদেরকে দেখে নেব। দেখে নেবই। গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হয়ে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা। আর, যেদিন ফের খারিজ হল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন, সেদিনই বীরভূমে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মণ্ডলের ঢঙে হুঙ্কার দিলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থী কাজল শেখ। বললেন, সময় কথা বলবে, যদি তারা আসে। আসতে বলুন, দেখতে পাবেন কী খেলা হবে। এদিন তিনি বলেন, বামফ্রন্টের একটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। সেই কুখ্যাত হার্মাদদের একাংশ আর নেই। তারা এখন বিজেপির ছত্রছায়ায় গিয়েছে। সিপিএমের হার্মাদের বলে যেতে চাই, ১৫টি অঞ্চলে আপনাদের ভোট নেই। ১৭টি অঞ্চলের মধ্যে ২টিতে ভোট আছে। আমার মতো হাজার হাজার কাজল সেখ দাঁড়িয়ে থাকবে। বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন তো? ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবেন তো? মিলিয়ে নেবেন কথাটা। থাকব যখন বলে যাচ্ছি, থাকব আমি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাতে দেব না। কোনও মায়ের কোল খালি হতে দেব না। আমি যেমন আমার ভাইকে হারিয়েছি তেমনি আর কারও ভাইকে হারাতে দেব না। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করবে, যারা রক্ত নিয়ে খেলবে তাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকব। বিজেপি বন্ধুদের বলুন, তোমরা তো ১৮ জনকে দিল্লিতে পাঠিয়েছো। দিল্লি থেকে কী এনেছো বাংলার জন্য? তোমরা বাংলার জন্য অবজ্ঞা এনেছো।

শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মাটিগাড়া, ২ জুলাই ঃ বালাসনে বাঁধের কাজ করতে গিয়ে পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃতের নাম ফজলুল করিম। তিনি ময়নাগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার নৌকোতে বাঁধের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে নদী পারাপার করছিলেন ফজলুল। সেই সময় পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে তিনি নদীতে পড়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বালাসন নদীতে বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিকরা এসেছেন। প্রতীপ ভৌমিক নামে এক শ্রমিক জানান, বাঁধের কাজের জন্য সারাদিনে বারবার নদী পারাপার করতে হয়। সেইমতো এদিন বেলা সাড়ে ৩টা নাগাদ নৌকোতে বেশ কিছু দড়ি, বাঁধ তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে নদী পারাপার করছিলেন ফজলুল। সেই সময় হঠাৎই পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে ফজলুল বেসামাল হয়ে নদীতে পড়ে যান। ফজলুলকে বাঁচানোর চেষ্টাও করেন তাঁরা। কিন্তু জলের তোড়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। পরে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ফজলুলের দেহ ভেসে ওঠে। ঘটনাস্থলে মাটিগাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তৃণমূলকে দুর্বল করতে বিজেপির দালালি করছে। ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ জুলাই ঃ বিজেপির সব থেকে বড় রাগ মমতা বিজেপি বিরোধিতার প্রধান মুখ। নলহাটির লোহাপুরে কাঁটাগড়িয়া মোড়ের জনসভায় ফিরহাদ বলেন, বিজেপির সব থেকে বেশি রাগ মমতার উপর কেন জানেন? মোদি বিরোধিতা। মমতার সঙ্গে আমি মোদি বিরোধী জোটের আলোচনায় পাটনায় গেছিলাম। যখন ছোট ছোট শক্তি তাগড়া হচ্ছে, তখন গভীর ষড়যন্ত্র হলো মমতাকে দুর্বল করো। মমতার পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নাও। বিজেপি দেখলো একা মমতাকে পারা যাবে না। তাই বাংলায় মমতাকে দুর্বল করতে সিপিএম ও কংগ্রেসের মত বিরোধী দলের সাহায্য নাও। কিন্তু সিপিএম-কংগ্রেস তাতে সাড়া দিতে বিজেপির দালালি করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে ফিরহাদ হাকিমের প্রচার ছিল বিকেল পাঁচটায় এবং নলহাটির কাঁটা গড়িয়ায় সন্ধ্যে সাতটায়। কুসুম্বা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুন্দিপুর গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ বলেন, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছিল রবার্ট ক্লাইভ। তারজন্য তার গদ্দারের দরকার ছিল। আমাদেরও দুই চারটা গদ্দার ছিল। তারা চলে গেছে। আমাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করতে হবে। বিজেপির কাছে ইডি, সিবিআই কেন্দ্রীয় এজেন্সি আছে। আমাদের কাছে আপনারা আছেন। আজকে লাল ঝাণ্ডা উঁকিঝুঁকি মারছে। তৃণমূলকে হারিয়ে সিপিএম, কংগ্রেস রাজ্যে আসতে পারবে? পারবে না। তাহলে তৃণমূল হারাতে গিয়ে কার জয় নির্দেশ করছে বিরোধীরা। এই অঙ্কটা আপনাদের বুঝতে হবে। ওরা সাম্প্রদায়িক তাস খেলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভোটের বিভাজন করতে চাইছে। কারণ চব্বিশে জিততে চাইছে। তাহলে বলুন, সিপিএম, কংগ্রেস কার দালালি করছে? ফিরহাদ বলেন, মমতাকে টাইট দিতে গিয়ে, আপনাদের মতো গরীব মানুষকেই তো টাইট দিতে চাইছে মোদি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিতেও নয় কোটি মানুষকে রেশন দিচ্ছে। একশো দিনের টাকা আটকে দিয়েছে মোদি। মোদি গরীব মানুষের ভোটে জিতে বড়লোকের পাশে। যেমনভাবে বামেরা গরীবের ভোটে জিতে টাটার দালালি করেছে। বিজেপির টিকা লাগানো যুবকদের কাছে আমার প্রশ্ন, ভাই তোমার পাশবুকে মোদির পনেরো লক্ষ টাকা ঢুকেছে? মোদির চাকরি পেয়েছো? আজকে যারা চোর চোর বলছেন, অধীরবাবুরা। আমার প্রশ্ন, রাহুল, সোনিয়াজী, চিদাম্বরম সকলের বিরুদ্ধে ইডি সিবিআই কেস করেছে। তারা কি সবাই চোর? আমাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি রাজনৈতিক স্বার্থে। তারা জেলে আছেন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার পর দলে ফিরবেন। কিন্তু যে দাড়িওয়ালা নীরব মোদি, মেহুল চোক্সিদের দেশের টাকা নিয়ে পালাতে দিলেন? নীরব মোদি তো বলেছে, দেশের টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। তবে, বিজেপি ফাণ্ডে টাকা দিয়েছি। বলুন তো, আদানি কি করে আম্বানীকেও অর্থের দিকে ছাড়িয়ে গেল। তাহলে মোদি সাহেবরা কেন জেলের ভিতরে নেই? তার জবাব চাইবেন না? চব্বিশে লোকসভা, তাই বিভাজন করতে অভিন্ন দেওয়ানি বিল। মোদি সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে চাইছেন। ফিরহাদ হাকিম বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিল নির্বাচনী বৈতরণী পেরানোর জন্য আনছেন মোদি। এতে কি লাভ? যেখানে দেশের জ্বলন্ত সমস্যা প্রচুর করছে। মানুষের পেটে ভাত নেই। যুবকের হাতে কাজ নেই। মাথার উপর ছাদ নেই। মোদিজী আপনি কি এগুলো মানুষকে দিতে পেরেছেন? আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সারা দেশে বেকারদের দুই কোটি চাকরি দেবেন। দিতে পেরেছেন। এই জ্বলন্ত সমস্যা থেকে মানুষের চোখ ঘোরাতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল। এই বিল আইনে পরিনত হলে হিন্দুদের জয়েন্ট প্রপার্টির কি হবে? বলতে পারেন? আদিবাসী সমাজের আলাদা নিয়ম আছে তার কি হবে? আসলে এই অভিন্ন দেওয়ান বিধি হলো মুসলিমদের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নাও। যে অধিকার ভারতীয় সংবিধান মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আদিবাসী সকলকে দিয়েছে, তা কেড়ে নাও। আজ মনিপুর গোষ্ঠী সংঘর্ষে জ্বলছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই রাষ্ট্রপতি ভবনের দ্বারোদঘাটনে ভবনের দেওয়ালের ফলকে কার নাম লেখা? মোদির। আগে বলা হতো মেরা ভারত মহান। এখন তার জায়গায় মোদি মহান।

শারদীয়া সংবাদ দর্পণ-এর প্রচ্ছদের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের মধু মহারাজ, দমদম লোকসভার সাংসদ সৌগত রায়, বরাহনগর বিধানসভার বিধায়ক ও উপমুখ্যসচেতক তাপস রায়, বরাহনগর উপপুরপ্রধান দিলীপ নারায়ণ বসু, পৌরপারিষদ সদস্য ও ন'পাড়া দাদাভাই সংঘের মুখ্য সংগঠক অঞ্জন পাল, অফিসার ইন চার্জ বরাহনগর থানা দেবাশীষ পাহাড়ি, সংবাদ দর্পণ-এর সম্পাদক সৌরভ দত্ত সহ বরাহনগর পুরসভার পৌরপ্রতিনিধিগন।-নিজস্ব চিত্র।

মেটেলিতে সিপিএমের মিছিলে হামলা

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২ জুলাই ঃ সিপিএমের মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ, সিপিএমই প্রথমে হামলা চালায়। এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ির মেটেলি। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। দুপক্ষই ইটবৃষ্টি শুরু করে একে অপরের উপর। রড, লাঠি নিয়ে মারমারি শুরু হয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এই ঘটনায় উভয় পক্ষের প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন। এর ফলে এলাকায় থমথমে পরিবেশ। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। সিপিএমের তরফে অভিযোগ করা হয়, মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পাল্টা সিপিএমের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে তারা। সিপিএমই তাদের সমর্থকদের উপর প্রথমে হামলা চালায়। তার ফলে গন্ডগোল শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার তিনটি বুথের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সিপিএমের একটি মিছিল বের করে। অন্যদিকে ডাঙ্গাপাড়া এলাকার প্রাথমিক স্কুল ময়দানে তৃণমূলের নির্বাচনী জনসভা ছিল। সিপিএমের মিছিলটি তৃণমূলের জনসভার সামনে এলই উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন কলাবাড়ি বাজার থেকে সিপিএমের মিছিল শুরু হয়ে যায়, যখন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় মিছলটি পৌঁছায়, তখন তৃণমূলের বেশ কিছু কর্মী সিপিএমের মিছিলের উপরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্বের পাল্টা দাবি সিপিএম কর্মীরাই লাঠিসোঁটা ও পাথর নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। এরপর ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় তৃণমূল ও সিপিএম কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় পাথর ও ইট ছোঁড়াছুড়ি। উভয় পক্ষের আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পরে এলাকায় পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় গিয়ে রুট মার্চ করতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

বৌমা কংগ্রেস প্রার্থী হওয়ায় শ্বশুরের কলাবাগান তছনছ

রাজেন্দ্র নাথ দত্ত, মুর্শিদাবাদ, ২ জুলাই ঃ একটা বিশাল কলাবাগান রাতারাতি তছনছ। ৩০০-র বেশি কলাগাছের মাথা কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে কেউ বা কারা। বাগানজুড়ে পড়ে আছে শুধু কাটা গাছ এবং পাতা। ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদের ডোমকল। অভিযোগ, বৌমা কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছেন বলে শ্বশুরের কলাবাগানে 'হামলা' চালিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা আত্তাব মণ্ডল দেড় বিঘা কলাবাগানের মালিক। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তিনি খবর পান রাতের অন্ধকারে কেউ তাঁর কলাবাগানের প্রায় সব গাছ কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। খবর পেয়ে বাগানে ছুটে যান আত্তাব। দেখেন, পুরো বাগান তছনছ। সব দেখে তিনি রাগে-দুঃখে ফেটে পড়েছেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, বৌমা কংগ্রেস প্রার্থী হওয়ায় শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই ঘটনায় তিনি ডোমকল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। শ্বশুরের মতো একই অভিযোগ করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস প্রার্থী রুমা খাতুন। তাঁর কথায়, কংগ্রেস প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই নানা ভাবে আমার পরিবারের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল শত চেষ্টা করেও আমাকে দমাতে পারবে না। যদিও কংগ্রেস প্রার্থী ও তাঁর শ্বশুরের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে তৃণমূল। স্থানীয় নেতৃত্বের কথায়, ভোটে হারার ভয় পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী এখন তাঁর পরিবারকে দিয়ে তৃণমূলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। মিথ্যা অভিযোগ করছে। মানুষ ঠিকই সব বুঝে নেবে। অন্য দিকে, অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এভাবে কারোর বাগান, ফসল নষ্ট করা সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারছেন না। এমনিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে মুর্শিদাবাদ জেলায় বোমা-গুলির লড়াই চলছে।

ব্রিজ না থাকায়

দুরন্ত বার্তা, ভরতপুর, ২ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার লোহাদহ গ্রামে বাবলা নদীর উপর লোহাদহ ঘাট। আর সেই ঘাটে ঝুঁকির পারাপার সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা বাবলা নদীর পারাপারের একমাত্র ভরসা নৌকা। শুধু তাই নয়, নৌকার ওপর দিয়ে ঝুঁকির পারাপার করছে পণ্যবাহী ট্রাক। বাজারসৌ শক্তিপুর থেকে ভরতপুরে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে পণ্যবাহী ট্রাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহন নৌকায় ঝঁকিপূর্ণ চলাচলে বিপদের মুখে বার পড়তে হচ্ছে। সম্প্রতি ঈদের পরের দিন বর্ষার সময়ে বৃষ্টির মুহূর্তে বাবলা নদীতে নেমে গেল আস্ত একটি লরি। যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেল নেট দুনিয়ায়। এলাকাবাসী মোজ্জামেল হোসেন জানিয়েছেন লোহাদহ থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাজারসৌ স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাওয়া কিংবা নিত্য প্রয়োজনে বাজার হাট করতে ওপার যেতে গেলেও তাদেরকে প্রায়ই ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হচ্ছে, নৌকার জন্য দুই পাড়ের যোগাযোগের জন্য যদি একটি সংযোগকারী ব্রিজ নির্মাণ করত প্রশাসন তাহলে তারা উপকৃত হতেন। জাহাঙ্গীর সেখ বলেন, ব্রিজের প্রতিশ্রুতি অনেকবার দেওয়া হয়েছে আর আমরা চাতকের মতো অপেক্ষা করছি। সেই বিপদ নিয়ে এই ঘাটের ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে পদে পদে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেন স্থানীয় থেকে নিত্যযাত্রীরা। ভোট আসে, ভোট যায়। অনেক নেতা-মন্ত্রীরা ব্রিজ পরিদর্শনে করে একাধিকবার ব্রিজ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসনের তৎপরতায় অতি শীঘ্রই ব্রিজ নির্মানের দাবি স্থানীয়দের। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর ব্লকের অন্তর্গত আমলাই অঞ্চলের লোহাদহ, জোরগাছি, খয়রা, আমলাই-সহ প্রায় ১০টি গ্রামের সঙ্গে রেজিনগর ব্লকের শক্তিপুর পঞ্চায়েতের অধীনে বাজারসো, শক্তিপুরসহ প্রায় ১৫টি গ্রামের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম নদীর উপর দিয়ে নৌকা। তাই বাবলা নদীর উপর ব্রিজ হলে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মুর্শিবাদের যোগাযোগ আরও উন্নত হবে বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত সালার

এজাজ আহম্মেদ, সালার, ২ জুলাই ঃ ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে খুন জখমের ঘটনা বাড়ছে। গত সোমবার ২৬ জুন ভরতপুরের বিধায়ক সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেছিলেন তাদের এই লড়াই ভোটে প্রভাব পড়বে না, লড়াইটা দলের জেলা সভানেত্রী এবং চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। ভোটে যারা নির্দল তারাও তৃণমূলের লোক। এবার তাদের সঙ্গে অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের সঙ্গে গোষ্ঠী কোন্দলে আহত ৮ জন। ভোটের দিন যতই যাচ্ছে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তত প্রকাশ্যে আসছে। আজ

হুমায়ুন কবিরের বিধানসভায় নির্দল প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীদের সংঘর্ষে দুপক্ষের ৮ জন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় নুরেল শেখ বলে এক ব্যক্তিকে সান্টু, ঝন্টু, মন্টু এবং রান্টু চারজন মিলে ধরে প্রচন্ড হারে মারধর করে বলে জানান তার স্ত্রী আসিয়া বিবি। তিনি আরও বলেন তার স্বামীকে পিছন থেকে দুজন হাত সমেত কোমর জড়িয়ে ধরে আর একজন বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। আসিয়া বিবি তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে তার স্বামী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায়। তারপর থেকে তার স্বামী নুরুল শেখকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন পুলিশের কাছে যাব ভয়ে যেতে পারছি না যতক্ষণ না স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছি। তৃণমূল সমর্থক বলে যারা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন তাদের মধ্যে সান্টু শেখ বলেন যে সিপিএম এবং কংগ্রেসের কিছু লোকজন আমাদের কে লাথি, বাঁশ নিয়ে আঘাত করে এবং ছুটতে থাকে, বাঁশ এবং ইটের আঘাতে তার ভাই, মা এবং সে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নুরুল শেখের কন্যা বলেন, আমরা কোন দল করি না, নির্দল। সেই কারণে আজ আমার বাবার উপর এরা আক্রমণ করে। তারপর থেকেই আমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আম লিচু বাগান দেখতে পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে

নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানো নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, মুর্শিদাবাদের আম লিচু বাগান দেখতে পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। রোডে রোডে ঘুরবে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর এখানকার পুলিশ করবে ভোট। পুরসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে রাজি ছিল না নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে বারবারই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়েছিল। এই নিয়ে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল মামলা। এমনকী কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত মামলা যায়। শেষে সুপ্রিম নির্দেশ মেনে রাজ্যে ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে রাজি হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে বেশ কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। একাধিক জেলায় তারা টহল দিতেও শুরু করেছে। এই নিয়ে কটাক্ষ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। রবিবার প্রচারে গিয়ে তিনি বলেছেন, রাজ্য সরকার নিজের টাকা খরচ করে অন্য রাজ্যের পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে এই রাজ্যের পুলিশের সাথে একত্রিত করে ভোট করতে চাইছে। আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবস্থা আদালত বিনা পয়সায় করে দেওয়ার পরেও রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্র বাহিনী আটকানোর জন্য তবে সাধারণ মানুষ আপনাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরাও যাচ্ছি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামীকাল আদালতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্দেশ্যে। রবিবার সালারের কাগ্রাম বাজারে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সভামঞ্চ থেকে এই কথা বলেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী এদিকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় কেন্দ্রীয় বহিনীর টহলের মাঝেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ চলার সময়ে হঠাৎই বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বেলডাঙা থানার মির্জাপুর পিনপাড়া। মির্জাপুর পিনপাড়াতে জঙ্গলে মধ্যে মজুত রাখা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যজুড়ে। আর তার আগেই মুর্শিদাবাদ জেলার কোথাও উদ্ধার হচ্ছে তাজা বোমা বা আগ্নেয়াস্ত্র। ইতিমধ্যেই বেলডাঙায় বোমা বাঁধতে গিয়ে বোমা ফেটে মৃত্যু হয় একজনের। তারপরে ফের আবারও বেলডাঙায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল, যদিও এই ঘটনায় হতাহত হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। কি ভাবে বোমা রাখা হল কে বা কারা এই বোমা মজুত করে রাখার সঙ্গে যুক্ত তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। শমীক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জুলাইঃ বিজেপি বা অন্যান্য বিরোধী দলের জন্য নয়, তৃণমূল কর্মীদের হাত থেকে তৃণমূল কর্মীদের বাঁচানোর জন্যেই এ রাজ্যের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন। কারন মানুষ তৃণমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। তাই তৃণমূলের হাতেই আক্রান্ত হচ্ছে তৃণমূল। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে এক সাংগঠনিক সভায় যোগ দিতে এসে বর্ধমানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে এভাবেই কটাক্ষের সুরে আক্রমন করলেন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, সাধারন সম্পাদক এসআর ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র বলেন, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার বলি হয়েছিলেন প্রায় ৯৯ জন। যদিও পুলিশ প্রশাসন ৯৯ কে ২৯ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। ওই ৯৯ জন কর্মীর মধ্যে ৪৯ জন ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। আর ওই ৪৯ জনের মধ্যে ৪৭ জনের পরিবার তাদের সদস্যদের মৃত্যুর জন্য সরাসরি দায়ী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসকেই। অর্থাৎ এরাজ্যে নির্বাচনে শাসক দলের কর্মীদেরকে তাদের দলেরই একাংশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেও কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার বলে এদিন দাবী করেন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র। তৃণমূল থেকে মানুষ এখন বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। যেখানে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে মানুষজন মুখ খুলতে পারত না তৃণমূলের বিরুদ্ধে এখন সেই মানুষদের মনে সাহস এসেছে। তাই তারা আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন। শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন সেখানেই তাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। যেদিন থেকে ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে সেই দিন থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা অন্যতম। একদিকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা থেকে শুরু করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং রাতের বেলা বিরোধী প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে হামলা, সর্বত্রই তাণ্ডব চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। জামালপুরের এক বিজেপি প্রার্থী নীলকমল ভট্টাচার্যকে গতকাল রাতে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সমস্ত বিজেপি প্রার্থীদের তাদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বাইরে চলে যেতে বলা হচ্ছে এবং ভোটের পর পুনরায় ফিরে আসতে বলা হচ্ছে। যে পূর্ব বর্ধমান জেলা এক সময় সিপিএমের গড় বলে পরিচিত ছিল। সেই পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের ৩৪ বছরের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এমনকি ২০১১ সালের পর তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সেই একই রকম অত্যাচার ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মানুষের কাছে পাট্টা কেড়ে নেওয়া। ডিভিসির জমি বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করা। তৃণমূল কংগ্রেস গত দুমাস ধরে যে নবজোয়ার কর্মসূচি করেছে সেই নবজোয়ারে কার্যত সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নবজোয়ার কর্মসূচির শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফাঁকা বাক্স নিয়ে ফিরেছে। তার ফলেই আজ নেত্রীকে ভোটের প্রচারে নামতে হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করেছে বুথের ভেতর যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকে। তার সর্বোপরি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং রাজ্যের যে সমস্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার রয়েছে তাদের বিভিন্ন জেলা থেকে অন্যান্য জেলায় বদলি করা হচ্ছে। এবং তাদের পুলিশের পোশাক পরিয়ে ভোট পরিচালনা করার একটা চিন্তাভাবনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ লেগে গেছে। যুবর সঙ্গে মাদারের সংঘর্ষ হচ্ছে। এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা যারা খুন হচ্ছে তাদেরও রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা নেই। তারাও চাইছে সিবিআই তদন্ত হোক। যদিও এই প্রসঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সংগঠন না থাকলে একটা দল অনেক কিছুই মিথ্যা অভিযোগ করে। এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়ন দেখেছে। রাজ্যের এমন কোন পরিবার নেই যে রাজ্য সরকারের কোন প্রকল্পের সুবিধা পান নি। সুতরাং রাজ্যের মানুষের আস্থা তৃণমূলের উপরেই রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই রয়েছে। তারা পুনরায় তৃণমূলকেই জেতাবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি।

পাল্টা সভায় সিপিএমকে তোপ দেবাংশুর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ জুলাই ঃ যারা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন সহ্য করতে পারছেন না তারা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার কথা বলছে। স্বস্তিপল্লীতে সিপিএম নেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জীর সভায় জনৈক প্রশ্নকর্তাকে হেনস্থার প্রসঙ্গ টেনে সিপিএমের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়লেন তৃণমূলের যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে রবিবারে বর্ধমান ১ ব্লকের স্বস্তিপল্লী এলাকায় দলীয় প্রচারে এসে একসাথে সিপিএম এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। এদিন তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে ঝড় তোলার পাশাপাশি তার স্বভাবসুলভ চাঁছাছোলা আক্রমন শানান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে। এদিন তৃণমূলের এই যুব নেতা পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম, রায়না ও বর্ধমান ১ ব্লকে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে রোড শো, জনসভার মাধ্যমে প্রচারে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার সহ অন্যান্যরা। শনিবার বর্ধমান ১ ব্লকের স্বস্তিপল্লী এলাকায় সিপিএম প্রার্থীদের প্রচারে একটি জনসভা করেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সেখানে সভা শেষে তাকে এক ব্যক্তি কিছু প্রশ্ন করেন। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর দিলেও তাকে প্রশ্ন করায় সভা শেষে তাকে মারধর করা হয়। যদিও সিপিএম এই ঘটনার কথা অস্বীকার করে। তাদের কোনও কর্মী তাকে মারধর করেনি বলে জানান তারা। রবিবার একই জায়গায় তৃণমূলের হয়ে প্রচারে আসেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। সেখানে রোড শো করেন তিনি। দেবাংশু মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সভায় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, যে দল সাধারণ মানুষের প্রশ্ন গ্রহণ করতে পারে না। তারা গণতন্ত্রের কথা কিভাবে বলেন। গত বছর বর্ধমানের কার্জন গেটে বামেদের কর্মসূচিতে গরিব ফল বিক্রেতার কলা চুরি করে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। গোটা এলাকায় সিপিএম কর্মীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। তারাই আবার সন্ত্রাসের অভিযোগ করছে। কলা চুরি করেছে, সন্ত্রাস চালাচ্ছে, প্রশ্ন শুনতে পারছেন না তাদের মানুষ কি ভোট দেয়। অন্যদিকে, বিজেপি জব কার্ড বাতিলের কথা বলছে। সব থেকে বেশি ভুয়া জব কার্ড পাওয়া গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে কাজেই মিথ্যা অভিযোগে গরিব মানুষের কাজ করে নেওয়া ঠিক নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ এর জবাব দেবে। যদিও এ বিষয়ে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, তৃণমূল কোন লেবেলের চোর তা সাধারণ মানুষ জেনে গেছে।

নকল ব্যালট পেপার

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের জন্য নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে। বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত। রবিবার একটি ব্যালট পেপার নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মোহিতবাবু দাবি করেন, পঞ্চায়েত ভোটের জন্য নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে। যা মানুষের ভোট লুঠ করতে ব্যবহার করবে শাসকদল। এর আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী একই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। মোহিতবাবুর অভিযোগ, তৃণমূল নকল ব্যালট পেপার ছাপছে। মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এদিন রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি অঞ্চলের এক বাসিন্দা এই ব্যালট পেতেই আমাদের জানান। মানুষের রায়কে বদলে দিতে ব্যবহার করা হবে এই ব্যালট। তৃণমূল ভয়ংকর কারচুপির খেলা খেলছে। তিনি বলেন, নকল ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে। সেই ব্যালট বুথ থেকে স্ট্রংরুমে যাওয়ার পথে পরিবর্তিত হবে। ব্যালটে সিরিয়াল নম্বর আছে। বাড়িতে ব্যালটে ভোট দিয়ে সেই ব্যালট ভোট কেন্দ্রে জমা দিতে বলছেন তৃণমূলকর্মীরা। কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, মানুষের ভোটকে পরিবর্তন করে, নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে চাইছে শাসকদল। এদিন কমলাবাড়ি অঞ্চলের উদয়পুর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথের ব্যালট পেপার সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন মোহিতবাবু। যদিও জেলা কংগ্রেস সভাপতির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের রায়গঞ্জ ব্লক সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ ও রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

ক্ষোভ ভোট কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুরক্ষার দাবীতে সোচ্চার হলেন ভোট কর্মীরা। রবিবার ভেদুয়াশোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে আচমকাই একদল ভোটকর্মী সুরক্ষার দাবী তোলেন। তাদের সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন বেশ কিছু ভোটকর্মী। এই ঘটনায় শিবিরে আগত পদস্থ আধিকারিকরা হকচকিয়ে যান। ভোটকর্মীদের বক্তব্য পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই বড়সড় অশান্তি ঘটে গেছে। ভোটের দিন পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে। একারনে ভোটকর্মীরা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন।

চেন্নাইয়ে অঙ্কিত

চেন্নাই, ২ জুলাই ঃ আইএসএল-এর বড়সড় দলবদল সেরে ফেলল চেন্নাইয়িন এফসি। রবিবার চেন্নাইয়িনে যোগ দিলেন অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়। ডিফেন্ডার বিজয় ছেত্রীকেও সই করাল দুবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। মরসুম শেষের অনেক আগেই অঙ্কিতের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফ্রি এজেন্ট ছিলেন বাঙালি তারকা। ফ্রি এজেন্ট হিসাবেই দক্ষিণী ক্লাবে সই করে অঙ্কিত বলে দিলেন, দু'বারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ক্লাবে যোগ দিতে পেরে ভালো লাগছে। চেন্নাইয়িনের সমর্থকদের প্যাশন অফুরন্ত। চেন্নাইয়িনের জার্সিতে সমর্থকদের সামনে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বারেবারেই শিরোনামে উঠে এসেছেন বাঙালি এই ফুলব্যাক। গত ফেব্রুয়ারিতে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে পরিবর্ত হিসাবে তাঁকে তুলে নেওয়ার পরেই কোচ কনস্টানটাইনের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। জার্সি ছুঁড়ে ফেলে দেন অঙ্কিত। তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ইস্টবেঙ্গল সরাসরি চুক্তি ছিন্ন করে তারকার সঙ্গে। তার আগেও আচরণবিধি ভঙ্গের কারণে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল অঙ্কিতকে। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইন প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, অঙ্কিত ভবিষ্যতে লাল-হলুদ জার্সিতে আর খেলবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফেব্রুয়ারির পর থেকে অঙ্কিত দলের অনুশীলনে থাকলেও মাঠে নামানো হয়নি। তারপর চুক্তির মেয়াদ শেষের আগেই অঙ্কিতকে বিদায় করেছিল ইস্টবেঙ্গল। অতীতে, এটিকে, এটিকে মোহনবাগানের রিজার্ভ দল, মহামেডানে খেলা অঙ্কিত দক্ষিণী দলের হয়ে ফুল ফোটাতে পারবেন, সময়ই উত্তর দেবে। রবিবার সিএফসির পক্ষ থেকে জোড়া সই এর খবর প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। দুটি সই রক্ষণভাগকে মজবুত করার জন্য এবং দুই ফুটবলারই তরুণ। একজন অঙ্কিত মুখার্জী অন্যজন বিজয় ছেত্রী। একুশ বছর বয়সী বিজয় সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার হিসেবে খেলেন। বয়স কম হলেও ভারতের বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছেন। ইন্ডিয়ান অ্যারোজ, চেন্নাই সিটি এফসি, রিয়াল কাশ্মীর, শ্রীনিধি ডেকানের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। বিজয়ের দাদা অজয় ছেত্রী ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কিছু ম্যাচ খেলেছিলেন।

চ্যাম্পিয়ান হতে

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ গত কয়েকদিন আগেই শুরু হয়েছে এবারের কলকাতা ফুটবল লিগ। বেশ কয়েকবছর পর ফের এবার সেখানে অংশগ্রহন করেছে ময়দানের দুই প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। তবে এবারের কলকাতা লিগের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্লাবগুলির মতো সিনিয়র দলের বদলে মূলত রিলায়েন্স ডেভলপমেন্ট লিগে খেলা ফুটবলারদের পাশাপাশি ক্লাবের জুনিয়র ফুটবলারদের খেলানোর কথা শোনা গিয়েছে দুই প্রধানের কর্তাদের তরফে। সেইমতো বেশকিছুদিন আগে থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিল সবুজ-মেরুন দল। তবে এক্ষেত্রে রোমার বদলে সিনিয়র দলের কোচ হুয়ান ফেরেন্দোর সহকারী বাস্তব রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দলের দায়িত্ব। সেইমতো এই বাঙালি কোচের হাত ধরেই অনুশীলন চালাচ্ছে মোহনবাগান। কিন্তু পড়শি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল? এক্ষেত্রে লাল-হলুদের তরফ থেকে ও মূলত ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট লিগে খেলা ফুটবলারদের পাশাপাশি জুনিয়র খেলোয়াড়দের নামানোর কথা শোনা গেলেও গত কয়েকদিন আগেই সিনিয়র দলের পাশাপাশি বেশকিছু জুনিয়র খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেয় লাল-হলুদ ব্রিগেড। যার ফলে, নতুন করে খেলোয়াড় বাছাই করার জন্য সল্টলেক স্টেডিয়ামের অনুশীলন মাঠে বিশেষ ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়। সেখান থেকেই বেশকিছু ফুটবলারদের বেছে নিয়ে মূল দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করার পরিকল্পনা নেন লাল-হলুদের জুনিয়র দলের কোচ বিনো জর্জ। সেইমতো ট্রায়াল থেকে বেছে নেওয়া হয় বেশকিছু ফুটবলার। যাদের মধ্যে এবার রয়েছেন রিলায়েন্স ফুটবল অ্যাকাডেমির ১৮ বছরের তরুণ বাঙালি ফুটবলার রাজিবুল মিস্ত্রি। এবার এই প্রতিভাবান ফুটবলারের দিকেই তাকিয়ে দলের সমর্থকরা। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেই ক্লাবের সোশ্যাল সাইট থেকে আপলোড করা হয় একটি বিশেষ ভিডিও। যেখানে দলের কোচ বিনো জর্জ বলেন, আসন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টের কথা মাথায় রেখে দলের অনুশীলন চলছে। দলের প্রত্যেক ফুটবলার নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ভারতে আসতে পাক সরকারের দ্বারস্থ হল পিসিবি

করাচি, ২ জুলাই ঃ আগামী অক্টোবরে ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অংশগ্রহণ এখনও অনিশ্চিত। নিজ দেশের সরকারের ছাড়পত্র ছাড়া বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে না জাতীয় দল, এমনটা আগেই জানিয়েছিলো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এজন্য বিশ্বকাপে খেলতে ভারত সফরের অনুমতি চেয়ে সরকারকে চিঠি দিয়েছে পিসিবি। পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহনের জন্য আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র চেয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বাবর, আফ্রিদি, রিজওয়ানদের ভারত ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা, যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে পাকিস্তানের ম্যাচগুলোর নির্ধারিত ভেন্যু নিয়ে কোন আপত্তি আছে কিনা এবং পরিদর্শনের জন্য নিরাপত্তা প্রতিনিধি দল পাঠাতে চায় কিনা পাকিস্তান সরকার, সে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য গত ২৬ জুন চিঠিটি পাঠিয়েছে পিসিবি। রাজনৈতিক সমস্যা কারনে ভারত সফরের জন্য সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সরকারের কোন সময়সীমা নেই। তবে সরকারের ছাড়পত্র ছাড়া ভারত সফর করবে না পিসিবি। সরকারের কাছে পাকিস্তানের খেলার সূচি ও ভেন্যু জানিয়েছে পিসিবি। ১৫ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচসহ পাঁচটি ভেন্যুতে নয়টি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে পিসিবি জানিয়েছে, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়ে গত মঙ্গলবার বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণার পরপরই, আমরা প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শেহবাজ শরিফ, আন্তঃপ্রাদেশিক সমন্বয় (আইপিসি) মন্ত্রকের মাধ্যমে বিদেশ্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে অনুলিপি দিয়ে চিঠি লিখেছি। পিসিবি আরও জানায়, ভারত সফর এবং কোন কোন ভেন্যুতে পাকিস্তান দলের খেলা রয়েছে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু পাকিস্তান সরকারের রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সরকারের পরামর্শ আমরা সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করবো। পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে আমাদের পরামর্শ দেওয়ার আগে কোন প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করবে সেটি নির্ভর করে পাক সরকারের উপর। এজন্য সরকার যদি ভেন্যু পরিদর্শন ও আয়োজকদের সাথে কথা বলতে চায় বা ভারতে কোন দল পাঠাতে চায়, সেটি সম্পূর্ণভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত হবে। রাজনৈতিক কারনে সর্বশেষ ২০১২ সালে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলেছিলো ভারত-পাকিস্তান। ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সর্বশেষ ভারত সফর করে পাকিস্তান। গত কয়েক মাস এশিয়া কাপ নিয়ে চলেছে আলোচনা। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে ৩১ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ। ঐ আসরে ভারতের ম্যাচগুলো হবে নিরপেক্ষ ভেন্যু শ্রীলঙ্কাতে। তবে পাকিস্তান সরকার অনুমতি দিলে সাত বছর পর আবারও ভারতে খেলবে বাবররা। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী লিগ পর্বে অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম পাঁচ ভেন্যু হায়দারাবাদ, আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই ও কলকাতায় খেলবে পাকিস্তান। ৬ অক্টোবর হায়দরাবাদে বাছাই পর্ব পেরিয়ে আসা দলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশকাপ শুরু করবে পাকিস্তান। ১৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে চিরপ্রতিন্দ্বন্দি ভারতের বিপক্ষে লড়বে পাকিস্তানের ক্রিকেট দল।

বড় জয় নিয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বে শ্রীলঙ্কা

হারারে, ২ জুলাই ঃ জিম্বাবোয়েকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল শ্রীলঙ্কা। শনিবার ব্যাটে-বলে তাদের নাস্তানাবুদ করে দাসুন শানাকারা পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের মূল পর্বে। ১০১ বল বাকি থাকতে ৯ উইকেটে জিম্বাবোয়েকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। অর্থাৎ লঙ্কা ব্রিগেডের ভারতে আসাটা নিশ্চিত হয়ে গেল। তবে কিছুটা চাপে পড়ে গেল জিম্বাবোয়ে। তারা অবশ্য স্কটল্যান্ডকে হারালেই সহজে ভারতের আসার টিকিট পেয়ে যাবে। স্কটল্যান্ড যদি জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে দেয়, তবে অঙ্কটা এলোমেলো হয়ে যাবে। ভুললে চলবে না ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো টিমকে হারিয়ে দিয়েছে স্কটিশরা। জিম্বাবোয়ের পয়েন্ট ৪ ম্যাচে ৬। আর স্কটল্যান্ডের পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৪। তাই সিকান্দার রাজাদের চাপটা কিন্তু বেড়েই গেল। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় জিম্বাবোয়ে। দলের ৮ রানের মধ্যে ২ উইকেট পড়ে যায়। ৩০ রানের মাথায় পড়ে ৩ উইকেট। চতুর্থ উইকেটে সিন উইলিয়ামস এবং সিকান্দার রাজা কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ৬৮ রানের পার্টনারশিপও করেন। তবে জিম্বাবোয়ে ১০০ রানে পৌঁছানোর আগেই সেই পার্টনারশিপ ভেঙে যায়। ৫১ বলে ৩১ করে আউট হন রাজা। সিন উইলিয়ামস কিছুটা লড়াই করেছিলেন। তবে তিনি ৫৭ বলে ৫৬ করে সাজঘরে ফেরেন। সিন উইলিয়ামস ফিরতেই যেন জিম্বাবোয়ের ব্যাটিং অর্ডার একেবারেই গুঁড়িয়ে যায়। ৩২.২ ওভারে ১৬৫ রানে অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবোয়ে। দলের বাকিদের দশা তথৈবচ। বাকিরা কেউ ২০ রানও করতে পারেননি। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৬ রান করেছেন রায়ান বার্ল। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে সফল বোলার মহেশ থিকশানা। ৮.২ ওভার বল করে ২৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নিয়েছেন। ৫ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন দিলশন মাদুশঙ্কা। এ ছাড়া মাথিশা পাথিরানা ২ উইকেট নিয়েছেন। ১ উইকেট নিয়েছেন দাসুন শানাকা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে খুব সহজেই জয় ছিনিয়ে নেয় শ্রীলঙ্কা। পাথুম নিসঙ্কা এবং দিমুথ করুণারত্নে মিলে ওপেনিং জুটিতেই ১০৩ রান করে ফেলেছিলেন। করুণারত্নে ৫৬ বলে ৩০ করে আউট হলেও, পাথুম ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। শেষ বলে চার হাঁকিয়ে সেঞ্চুরি করার পাশাপাশি দলকেও কাঙ্খিত জয় এনে দেন। তিনে নেমে কুশল মেন্ডিস ৪২ বলে ২৫ রান করেন। ১০১ বল বাকি থাকতে ৯ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয় শ্রীলঙ্কা। তারা ৩৩.১ ওভারে ১ উইকেটে ১৬৯ রান করে ফেলে। জিম্বাবোয়ের হয়ে একমাত্র উইকেটটি নিয়েছে রিচার্ড এনগারভা। বিশ্বকাপের মূল পর্বে ঢুকে শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক শনকা বলে দেন, কোয়ালিফায়ারে পৌঁছনো বেশ কঠিন। আর সেই পর্ব থেকে যদি যোগ্যতা অর্জন করা যায়, তাহলে তো কথাই নেই। এই সাফল্যের কৃতিত্ব গোটা দলের। বেশ কয়েকটা দলের সঙ্গে কঠিন টক্কর হয়েছে। তবে আমরাই সাফল্য পেলাম। শ্রীলঙ্কার অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে বলতেই হয় যে বিশ্বকাপে মূল পর্বে থাকার তারা যোগ্য। এবার বিশ্বকাপেই সমস্ত ফোকাস থাকবে।

সতর্ক থাকার আহ্বান সুনীলের

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই ঃ ১৩ দিন আগেই ৪৬ বছর পর লেবাননকে হারিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতেছিল ভারত। শনিবার ফের লেবাননকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিল ব্লু ব্রিগেড। শেষ ১৫ দিনে ফিফা ক্রম তালিকায় এগিয়ে থাকা লেবাননের সঙ্গে ৩ ম্যাচ খেলল সুনীল ব্রিগেড। তিনবারের মধ্যে লেবানন একবারও জেতেনি। এমনকি শেষ ১০ ম্যাচে কোনো বিপক্ষ ফুটবলার ভারতের জালে বল জড়াতে পারেনি। এবার মিশন ফাইনাল। মঙ্গলবার সাফ কাপের ফাইনালে কুয়েতের মুখোমুখি হবে ভারত। আন্তঃমহাদেশীয় টুর্নামেন্টের পর এবার ঘরের মাঠে সাফ কাপ জয়ের হাতছানি সুনীলদের সামনে। ভালো পরিসংখ্যান নিয়ে ফাইনালে উঠলেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি নন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। ফাইনালে কুয়েতের বিরুদ্ধে নামার আগে দলকে সতর্কতার চাদরে মুড়ে রাখছেন ভারত অধিনায়ক। ফাইনালে উঠার পর সুনীল ছেত্রী বলেন, কোনও প্রতিপক্ষই সহজ নয়। লেবাননের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে পড়তে হবে এমনটা জানাই ছিল। আমাদের আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ১২০ মিনিটের লড়াই শেষে জিতে মাঠ ছাড়তে পারছি। এ বার ফাইনাল ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেব। টাইব্রেকারে ভারতের নায়ক অবশ্য অভিজ্ঞ গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। একটি শট বাঁচিয়ে ভারতকে অ্যাডভান্টেজ দেন পাঞ্জাব তনয়। যদিও ম্যাচ শেষে টিম গেমের কথা গুরপ্রীতের মুখে। ভারতীয় দলের গোলরক্ষক বলেন, এই জয় কৃতিত্ব টিমের সকলের। আমরা ক্লিনশিট বজায় রাখতে পেরেছি। সে কারণেই বলব, দলগত শক্তিতেই জিতলাম আমরা। টাইব্রেকারে স্নায়ুর চাপ সামলে রেখে সকলেই গোল করেছে। গত চার পাঁচ সপ্তাহ আমরা যে পরিশ্রম করে চলেছি, তারই ফল এই পারফরম্যান্স। সেমিফাইনালে লেবাননের বিরুদ্ধে সহজে জয় আসেনি। ১২০ মিনিটেও গোল করতে পারেনি ভারতীয় দল। সেমিফাইনাল ম্যাচে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোল করতে ব্যর্থ ছিলেন দুই দলের ফুটবলাররা। খেলার ফল ছিল ০-০। ফলে ম্যাচ গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। ছাংতে, মহেশ সিংরা সুযোগ তৈরি করলেও তা রুখে দিলেন লেবানন গোলরক্ষক। গোলের নীচে দুভের্গ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১২০ মিনিট শেষেও খেলার ফল ০-০। এরপর খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুট আউটে ভারতের হয়ে গোল করলেন সুনীল ছেত্রী, আনোয়ার আলি, মহেশ সিং, উদান্তা। হাসান মাথুর প্রথম শটই রুখে দেন গুরুপ্রীত, খালিল একটি শট বাইরের মারেন। ফলে ৪-২ ফলেই ম্যাচ জেতে ভারত। ফাইনাল ম্যাচেও ম্যাচে ইগর স্টিমাচকে ছাড়াই মাঠে নামবে ভারত। লাল কার্ড দেখায় দু'ম্যাচের জন্য স্টিমাচকে ব্যান করা হয়েছে। পাকিস্তান ম্যাচের পর কুয়েত ম্যাচেও লাল কার্ড দেখেছেন ভারতীয় দলের কোচ।

ফাইনালের আগে সুনীলদের জন্য আবেগী বার্তা স্টিমাচের

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই ঃ ভারত-লেবানন রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনাল ম্যাচের ভাগ্য লেখা হয়েছে টাইব্রেকারে। সুনীল ছেত্রীর ব্লু টাইগার্স শ্যুটআউটে, ৪-২ গোলে লেবানিজদের হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কনফার্ম করেছে কুয়েতের বিরুদ্ধে। ফের একবার শো-স্টপার হয়ে নিজের জাত চিনিয়েছেন দেশের এক নম্বর গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু। আগামী মঙ্গলবার কান্তিরাভায় কাপ যুদ্ধের মেগাফাইনাল। কুয়েতের বিরুদ্ধে নামবে টিম ইন্ডিয়া। আর তার আগে দলের জন্য আবেগি ট্যুইট করলেন ভারতীয় দলের কোচ। রবিবার স্টিমাচ ট্যুইটারে লেখেন, এই দলের সকলের জন্য, আমি যে ঠিক কত'টা গর্বিত, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। প্লেয়ার থেকে শুরু করে কোচিং স্টাফ। না বললেও, সকলেই প্রতিবার এগিয়ে এসেছে। আমরা বুক ফুলিয়ে মাঠে নামি, দেখি না উল্টোদিকে কোন দল আছে। এটা সবে শুরু। অনেকটা পথ যেতে হবে। তবে সবার আগে আমরা সাফ কাপ হাতে তুলতে চাই দু'দিনের মধ্যে। ভুবনেশ্বরে আন্তঃমহাদেশীয় কাপ জিতেই বেঙ্গালুরুতে সাফ অভিযান শুরু করেছে ব্লু টাইগার্স। এবার সাফ জেতাই লক্ষ্য সুনীলদের। টানা ন'বার সাফ ফাইনালে ভারত। বিগত আট বছরে পাঁচবার এই ট্রফি জিতেছে সুনীল অ্যান্ড কোং। সেমিফাইনালের আগেই ভারত বড় ধাক্কা খেয়েছে। দুই ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন স্টিমাচ। সঙ্গে দিতে হয়েছে বিশাল অঙ্কের জরিমানাও। সেমিফাইনালে স্টিমাচ বেঞ্চে ছিলেন না। ফাইনালেও টেকনিকাল এরিয়ায় পাওয়া যাবে না সুনীলদের হেডস্যারকে। গত মে মাসে এএফসি এশিয়ান কাপের ড্র সামনে চলে এসেছে। ভারত রয়েছে 'বি' গ্রুপে। যাকে 'গ্রুপ অফ ডেথ' বললেও একেবারেই ভুল হবে না। সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু ও সন্দেশ জিঙ্ঘানদের লড়াই হতে চলেছে অত্যন্ত কঠিন। এশিয়ান ফুটবলের সব মহাশক্তিধর দলগুলির বিরুদ্ধে খেলতে হবে ভারতকে। সুনীলদের রাখা হয়েছে সিরিয়া, উজবেকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার মতো তিন দুরন্ত দলের সঙ্গে। এএফসি এশিয়ান কাপই হতে চলেছে ভারতের অগ্নিপরীক্ষা। এশিয়ান কাপে ভারত যাদের বিরুদ্ধে খেলব, তাদের বিরুদ্ধে ভারতের রেকর্ড একেবারেই ভালো নয়। ২০১৯ সালে আন্তঃমহাদেশীয় কাপে ভারত ১-১ ড্র করেছিল সিরিয়ার বিরুদ্ধে। উজবেকিস্তানকে কখনও হারায়নি ভারত। শেষবার ১৯৯৯ সালে এশিয়া কাপে দেখা হয়েছিল ভারত-উজবেকিস্তানের। ৩-২ ব্যবধানে ভারত হেরেছিল। অস্ট্রেলিয়া ৪-০ গোলের মালা পরিয়েছিল ভারতকে। শেষবার ফুটবলে ইন্দো-অজি মহারণ হয়েছিল ২০১১ সালের এশিয়ান কাপে। ২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাতারে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। ভারত এর আগে ১৯৬৪, ১৯৮৪, ২০১১ এবং ২০১৯ সালে অংশ নিয়েছিল। ১৯৬৪ সালে প্রথমবার খেলতে নেমে রানার্স হয় ভারত। তবে ২০১৯ সালে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয় ব্লু টাইগার্সদের।

সমন্বয় বজায় রাখার চেষ্টায় বিসিসিআই

মুম্বই, ২ জুলাই ঃ বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে গত মঙ্গলবার। ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ নিয়ে মোট ১২টি শহরের ডজন ভেন্যু বেছে নিয়েছে বিসিসিআই। ৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ৪৮ ম্যাচের বিশ্বযুদ্ধের আসর বসবে- আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, ধরমশালা, দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা, লখনউ, মুম্বই ও পুণেতে। তিরুঅনন্তপুরম ও গুয়াহাটিতে হবে গা ঘামানোর ম্যাচগুলি। আইসিসি সূচি ঘোষণা করার আগের দিনই বিসিসিআই সচিব জয় শাহ সকল রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের কাছে জয় অনুরোধ করেন যে, বিশ্বকাপের আগে যেন আর কোনও একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ তাঁরা আয়োজন না করেন। জয় শাহ বিবৃতিতে লিখেছেন, আমাদের বৈঠক চলাকালীন, আমি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলির সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করার জন্য একটি সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমি অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং কেরালা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বাদে (যাদেরকে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি বরাদ্দ করা হয়েছিল) সবাইকে অনুরোধ করেছিলাম তারা যেন, স্বেচ্ছায় আসন্ন দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে মরসুমের ম্যাচ আয়োজন থেকে বিরত থাকে। যে সব রাজ্য সংস্থাগুলি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ পায়নি তারা যেন এই ম্যাচগুলি পায়। বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হওয়ার পরেই, চূড়ান্ত সমালোচিত হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। অভিযোগ উঠেছিল যে, ঐতিহ্যবাহী একাধিক রাজ্য সংস্থাগুলিকে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেওয়া হয়নি! মোহালি (১৯৯৬ ও ২০১১ সালের সেমিফাইনাল), ইন্দোর, রাজকোট, রাঁচি ও নাগপুর কোনও ম্যাচ পায়নি। একাধিক রাজ্য সংস্থা ব্রাত্য থাকায় সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস। ট্যুইট করেছিলেন তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখেল ও কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। সেই ১৯৯৬ থেকে মোহালিতে বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ সব ম্যাচ হয়ে আসছে। দেখলে গেলে মোহালির ম্যাচ না পাওয়া কার্যত চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। মোহলিকে ব্রাত্য করে রাখায় স্বভাবতই ফুঁসছেন পাঞ্জাবের ক্রীড়ামন্ত্রী গুরমিত সিং মিত হায়ের। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেই, পাঞ্জাবের মোহালিকে বিশ্বকাপের আয়োজক শহর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব সরকার এই নিয়ে বিসিসিআই-এর সঙ্গে কথা বলবে। বিসিসিআই-এর সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যারা ম্যাচ পায়নি, তাদের মাঠ আইসিসি-র মানদণ্ড স্পর্শ করেনি।

ডায়েট পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ চোটের কারনে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতার বাইরে ছিলেন নীরজ চোপড়া। কিন্তু ডায়মন্ড লিগে সোনা জিতে ফের খবরের শিরোনামে পানিপথের অ্যাথলিট। অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ বর্শা হাতে ফিল্ডে নামলেই নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করছেন। সাফল্যের জন্য জরুরি ফিটনেস। কীভাবে নিজেকে ফিট রাখেন নীরজ? কী থাকে তাঁর ডায়েট চার্টে? জানলে অবাক হবেন আপনিও। ছোটবেলা থেকেই নিরামিষভোজী নীরজ। কিন্তু সাফল্যের লক্ষ্যে নিজের ডায়েট চার্টে বড়সড় বদল আনেন টোকিও অলিম্পিকের চার বছর আগে। নীরজের নিরামিষ মেনু বদলে যায় আমিষে। ২০১৬ সাল থেকে আমিষ খাওয়া শুরু করেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিট। কিন্তু কী কারনে ডায়েটে বড়সড় বদল ঘটালেন নীরজ। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেনিং করার সময় নিজের ওজন কমানোর সিদ্ধান্ত নেন নীরজ। ফলে তখন থেকেই তাঁর ডায়েটে আমিষ খাবার যুক্ত হয়। মাছ-মাংস খেতে শুরু করেন পানিপথের অ্যাথলিট। টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিটের সকালের শুরুটা হয় জুস বা ডাবের জল খেয়ে। এরপর ব্রেকফাস্টে ৩ থেকে ৪টি ডিমের সাদা অংশ এবং ২ পিস পাউরুটি খান তিনি। সঙ্গে থাকে ১ প্লেট ডালিয়া এবং ফল। প্রসঙ্গত, ব্রেড অমলেট হল নীরজের পছন্দের ব্রেকফাস্ট। দিনের যেকোনও সময়েই নীরজ ব্রেড অমলেট খেতে পারেন। শুধু অমলেট খেতেও খুব পছন্দ করেন নীরজ। এছাড়াও, তিনি সেদ্ধ ডিম এবং গ্রিলড চিকেন ব্রেস্টও খান। প্র্যাকটিস বা ট্রেনিংয়ের সময় তিনি তাজা ফলের রস পান করতে পছন্দ করেন। প্রতিযোগিতার দিনগুলোয় তাঁর ডায়েটে হালকা খাবার থাকে, ম্যাচের দিনগুলিতে ফ্যাট জাতীয় খাবার একেবারেই পছন্দ করেন না নীরজ। স্যালাড এবং ফল বেশি করে থাকে ডায়েটে। এছাড়া চাটনি চুরমা, ফুচকা, ক্ষীর খেতেও পছন্দ করেন। তবে এই খাবারগুলি মূলত মরসুমের শেষ দিকেই খান নীরজ। এই ধরনের খাবার খাওয়ার পর ফিটনেস ট্রেনিং-এও জোর দেন নীরজ। অর্থাৎ যা ক্যালোরি গ্রহণ করলেন, তা ঝরিয়ে ফেলতে বিশ্বাসী তিনি। এটাই তাঁর ফিটনেসের রহস্য। দোহা ডায়মন্ড লিগে সোনা জিতে মরসুম শুরু করেছিলেন। এরপর চোটের জন্য দীর্ঘ বিরতির পর প্রত্যাবর্তন করলেন লসেনে আরও এক ডায়মন্ড লিগেই। শুক্রবার রাতে নীরজের পঞ্চম থ্রো ছিল ৮৭.৬৬ মিটারের। এই থ্রো তাঁকে জয় এনে দিল। ৮৭.০৩ মিটার থ্রো করে দ্বিতীয় স্থানে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার। তৃতীয় স্থানে শেষ করলেন চেক প্রজাতন্ত্রের অ্যাথলিট জাকুব ভ্যাডলেখ। তাঁর সেরা থ্রো ৮৬.১৩ মিটারের। দোহার পরে এটিই ছিল চলতি মরসুমে নীরজের দ্বিতীয় ইভেন্ট।

হেরে প্রস্তুতির অভাবকে দোষারোপ হোপের

হারারে, ২ জুলাই ঃ আগামী অক্টোবরে ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরে দেখা যাবে না প্রথম দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এই প্রথমবার ওয়ানডে বিশকাপের মঞ্চে খেলতে পারবে না ক্যারিবীয়রা। চলমান বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে শনিরাতে সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে ৭ উইকেটে হেরে যাওয়ায় বিশকাপে খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ক্যারিবীয়দের। গ্রুপ পর্বে ৪ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২টিতে জিততে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাছাই পর্বে ভালো করতে না পারার কারন হিসেবে প্রস্তুতির ঘাটতিকে দায়ী করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ। তিনি জানান, আমাদের প্রস্তুতিতে ঘাটতি ছিলো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভালো দল হওয়া যায় না, ভালো দল হতে হলে প্রস্তুতি দরকার। বিশ্বকাপ সুপার লিগে ২৪ ম্যাচে ৮৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নবমস্থানে থাকায় বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হাতছাড়া করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের গ্রুপ পর্যায়েও ভালো করতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। ৪ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২টিতে জিততে পারে তারা। সেই দু'টি জয় নেপাল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। জিম্বাবোয়ে ও নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে যাওয়ায় সুপার সিক্সে খালি হাতে খেলতে নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ খেলার আশা শেষ হয়ে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। কারন সুপার সিক্সে বাকি দুই ম্যাচে জিতলেও, বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে থাকা শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবোয়ের ৬ পয়েন্টকে স্পর্শ করতে পারবে না ক্যারিবীয়রা। সুপার সিক্সে দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই হৃদয় ভাঙ্গে ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালের চ্যাম্পিয়নদের। প্রস্তুতি ছাড়া ভালো দল হওয়া যায় না বলে জানান অধিনায়ক হোপ। তিনি বলেন, এখানে আঙুল তোলার মত কেবল একটিই বিষয় নেই। আমরা পুরো টুর্নামেন্টেই নিজেদেরকে হতাশ করেছি। তিনি আরও বলেন, প্রস্তুতি আরও ভালো হওয়া দরকার। প্রস্তুতি ছাড়া এখানে এসেই ভালো মানের দল হওয়া যায় না। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে একটি দুর্দান্ত দল হওয়ার আশা করা যায় না। ক্যাচ ও ফিল্ডিং মিসের কারনে বাছাই পর্বের গ্রুপ পর্যায়ে জিম্বাবোয়ে ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয়ের ভালো সুযোগ হাতছাড়া করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেটিই মনে করিয়ে দিলেন হোপ, ফিল্ডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা হয়েছে, আমাদের আরও বেশি ভালো করতে হবে। আমি মনে করি না, আমরা প্রতিবার শতভাগ দিয়েছি। আমাদের এই বিভাগে আরও বেশি উন্নতি করতে হবে। ক্যাচ বা মিস ফিল্ডিং হবে, এটি খেলার অংশ। কিন্তু আমি মনে করি, প্রতিবার আমরা শতভাগ দিতে পারিনি। অনেক বিষয়েই আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। যা আমাদের নিয়ন্ত্রনে আছে, তা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এখন আমরা এখানে খেলছি। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সমর্থকদের জন্য হলেও মাঠে নিজেদের সর্বোচ্চটা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। সুপার সিক্সে শেষ দুই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিপক্ষ ওমান ও শ্রীলঙ্কা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615